শিক্ষা-বিধায়না

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

শিক্ষা-বিধায়না

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

ভূমিকা

শিক্ষার প্রধান কথা মানুষ গড়া। এই মানুষ গড়ার কলাকৌশলই শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর 'শিক্ষা-বিধায়না'য় বিবৃত করেছেন। যুগে-যুগে শিক্ষার প্রধান সমস্যা হ'ল—অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষ মস্তিষ্ক ও বুদ্ধি-বিচার দিয়ে যা' ভাল ব'লে বোঝে ও সত্য ব'লে স্বীকার করে, হৃদয়াবেগ ও ইচ্ছাশক্তি দিয়ে বাস্তব জীবনচলনার ক্ষেত্রে তা' কমই পরিপালন ক'রে থাকে। ভাবা, বলা ও করার এই অসঙ্গতি ও ব্যবধানই বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ সভ্য সমাজের এক বিকট বিড়ম্বনা-বিশেষ। গোড়ার এই গলদই ব্যষ্টিজীবন থেকে বিশ্বজীবন পর্য্যন্ত সমাজবদ্ধ মানব-জীবনের প্রতিটি স্তরকে খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ক'রে দ্বন্দ্ব, বিক্ষোভ ও অশান্তির কবলে নিক্ষেপ ক'রেছে। জীবনযন্ত্রণাকাতর আর্ত্ত-মানব তাই পথ হাতড়াচ্ছে—কঃ পন্থাঃ? এই দুরূহ সমস্যার নিরাকরণকল্পে শ্রীশ্রীঠাকুর আচার্য্যানুরাগবিধৃত, দীক্ষা-সমন্বিত, সুকেন্দ্রিক, সর্ব্বতোমুখী শিক্ষার প্রবর্ত্তন ক'রতে চেয়েছেন। আচার্য্য হ'লেন তিনি, যিনি স্বীয় আচার্য্যে শ্রদ্ধানিবদ্ধ হ'য়ে আচরণের ভিতর-দিয়ে সুসঙ্গত জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হ'য়েছেন। এক-কথায় তিনি হ'লেন জ্ঞানমূর্ত্তি। তাঁর প্রতি ভাবভক্তি-ভালবাসা জাগলে জীবনের রুদ্ধদ্বার অর্গলমুক্ত হ'য়ে যায়, সুপ্ত শক্তি ও সম্ভাবনা জাগ্রত ও স্বতঃস্রোতা হ'য়ে তরঙ্গ-গর্জ্জনে অনন্তবিকাশের অভিসারে ছোটে, জীবনীয় গুণপনা অতন্দ্র সক্রিয়তায় সার্থকতার লীলায় মেতে ওঠে—অস্খলিত নিষ্ঠানিপুণ সেবা-তাৎপর্য্যে। তথাকথিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা হীনম্মন্য গর্ব্বেপ্সা বিদ্যার্থীর জীবন-জঠরে সেই শ্রদ্ধামধুর জারকরস সৃষ্টি ক'রতে পারে না, যা' শিক্ষাকে আত্মীকৃত ক'রে সত্তাসঙ্গত ক'রে তোলে, বহুমুখী জ্ঞান, গুণ, প্রতিভা, শক্তি ও অভিজ্ঞতাকে অখণ্ড একীকরণে সুসংহত ও সুবিন্যস্ত ক'রে মানুষকে পরাক্রমী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অথচ বিনীত ও নিরভিমান ক'রে তোলে। প্রকৃত শিক্ষা বৈশিষ্ট্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে বিশ্বতোমুখী বিস্তারের পথে এগিয়ে চলে। যাবতীয় অনুশীলন আচার্য্যপ্রাণতার একৈকলক্ষ্য অনুপ্রেরণায় অনুপ্রেরিত হওয়ার ফলে প্রত্যেকের ভাবা, বলা, জানা, করা, শেখা, বোধ ও অনুভবগুলি পরস্পর পরস্পরের অনুপূরক হ'য়ে সত্তাসম্বর্দ্ধনী অচ্ছেদ্যসঙ্গতিলাভে বিশাল যোগ্যতা ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের আহ্বানে জাতি ও জগৎকে সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলে। সমষ্টিগত সংহতিও তাতে স্বতঃ হ'য়ে ওঠে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর শিক্ষকের করণীয়, অভিভাবকের করণীয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের করণীয়, বিদ্যার্থীর করণীয়, বিদ্যামন্দিরের করণীয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের করণীয় ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশদ নির্দ্দেশাদি দিয়েছেন। পুরুষের শিক্ষা কেমন হবে, স্ত্রীশিক্ষা কেমন হবে, শাসন, তোষণ ও পোষণ কেমন ক'রে করতে হবে, অনুপযুক্তকে উপযুক্ত ক'রে তুলতে

হবে কিভাবে, বিভিন্ন বিষয় শেখাতে হবে কোন্ কৌশলে, পরীক্ষা নিতে হবে কেমন ক'রে, পরীক্ষার খাতায় উত্তর লিখতে হবে কেমনভাবে, সাহিত্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান-গবেষণার অনুশীলন ক'রতে হবে কিভাবে, জানার জন্য শোনা, দেখা, বলা, করা, ভাবা, পড়া, লেখা, সেবা ও অধ্যাপনার যোগসাধন কিভাবে ক'রতে হবে, পাঠ্য কী হবে, যে-কোনও বিষয় সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত ক'রতে হবে কোন্ পদ্ধতিতে, প্রতিটি মানুষের অবশ্য জ্ঞাতব্য কী, অনুসন্ধিৎসু আগ্রহমদির সেবায় পরিবেশকে কেমন ক'রে স্বতঃদায়িত্বে সুস্থ ও দীপ্ত ক'রে তুলতে হবে, আত্মনিয়ন্ত্রণ কিভাবে ক'রতে হবে, লোকের সঙ্গে কিভাবে চ'লতে হবে, কিভাবে সর্ব্বপারঙ্গমপ্রাজ্ঞ হ'য়ে উঠতে হবে ইত্যাদি শিক্ষা-সম্পর্কিত বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ের বাস্তব দিগ্‌দর্শন এই গ্রন্থে মিলবে।

আমরা পরমপিতার চরণে প্রার্থনা করি—শ্রীশ্রীঠাকুরের এই বিদ্যুদ্গর্ভ বাণীনিচয় সারা বিশ্বের শিক্ষাক্ষেত্রে এক নবীন ভাববিপ্লব সৃষ্টি করুক। শ্রেয়রাগদীপ্ত শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ ক্ষেমঙ্কর দক্ষতা, মহত্তর জীবনবোধ ও উন্নততর চরিত্র-মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হোক। এই আলোকসঞ্জীবনীধারায় অনুষিক্ত হ'য়ে ঘরে-ঘরে মানুষ সাত্বত ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, প্রীতিমাধুর্য্য ও সর্ব্বসমন্বয়ী সমাহারী প্রজ্ঞার দৃঢ় ভূমিতে অটল আসন লাভ করুক। মানুষ আর-একবার দেবমানবে রূপান্তরিত হোক—তার মর্ত্ত্যজীবন স্বর্গসুরভি-নন্দনায় নন্দিত হ'য়ে উঠুক। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, বৈদ্যনাথ-দেওঘর
২২ বৈশাখ, সোমবার, ১৩৭০ — শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
৬ই মে, ১৯৬৩

শিক্ষা-বিধায়না ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। ইতিপূর্ব্বে বিবিধ-সূক্ত ২য় খণ্ডে শিক্ষা-সম্পর্কিত ৪টি বাণী ছাপা হ'য়েছিল। শিক্ষা-বিধায়নার বর্ত্তমান সংস্করণে সেই ৪টি বাণী অন্তর্ভুক্ত করা হ'ল। তার ফলে, এই গ্রন্থের বাণী-সংখ্যা ২৯৯ থেকে বর্দ্ধিত হ'য়ে ৩০৩-এ দাঁড়াল। গ্রন্থের প্রথম পংক্তির সূচী ও বিষয়-সূচীও অনুরূপভাবে বিন্যস্ত ক'রে দেওয়া হ'ল।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
১লা বৈশাখ, ১৩৯২

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

শিক্ষা-বিধায়না প্রকাশকালে এই গ্রন্থের ২৯৬নং বাণীর কিছু অংশ বাদ পড়ে যায়। বর্ত্তমান (৪র্থ) সংস্করণে সেটুকু সংযোজিত ক'রে দেওয়া হ'ল।

সৎসঙ্গ

প্রকাশক

তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়
সার্থক সম্বৃদ্ধি লাভ করুক—
জাতীয় সাত্বত ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়ে;
তা'র বিহিত চারিত্রিক উৎসর্জ্জনা
সকলকে কৃতি-সম্বুদ্ধ ক'রে তুলুক—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ হ'য়ে;
আর, সেই স্থণ্ডিলে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠুক
বিশ্বের যাবতীয় বিদ্যা—
সার্থক সংহতির সুবিনায়নী তাৎপর্য্যে,
একায়িত সমাধানে সম্বৃদ্ধ হ'য়ে;
আমার একান্ত যিনি
তাঁ'র জীবনীয় চরণে
আমার এই আকুল প্রার্থনা,—
তিনি ঐ প্রার্থনাকে
সার্থক ক'রে তুলুন।

আমার কথাগুলি যদি তোমার-
শুধু কথার-ভেতরের খোরাক মনে হয়-
করার বা আবরণের ভেতর দিয়ে
পেরোনোকে যদি-
বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পার-
তবে-
পাওয়া যে তোমার
উপলব্ধিতেই রয়ে যাবে –
তা কিন্তু অতি নিশ্চয় –

তোমার "আমি"

শিক্ষা

ইষ্ট বা আচার্য্যই শিক্ষার মূর্ত্ত বিগ্রহ,
আর, সে-ই তা' বোধ করে—
তদনুগ নিষ্ঠানন্দিত অনুচলন
যা'র থাকে। ১।

সব যা'-কিছুর উত্তরে
সঙ্গতি-সার্থকতায়
যখন তিনিই আসেন,—
তখনই মানুষ পণ্ডিত হ'য়ে যায়। ২।

নিদেশবাহী অনুচলন যা'র নাই,
আপ্যায়নী অনুচর্য্যা যা'র নাই,
শিক্ষা তা'র কাছ থেকে অনেক দূরে। ৩।

যা'রা চতুর
তা'রা সৎ যা'—এমন শিক্ষাকে
জীবনে পরিপালন করে,
আর, যা'রা মূঢ়
তা'রা অবজ্ঞা করে। ৪।

মন্দ যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে
মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হওয়াই
শিক্ষার বাস্তব প্রস্তুতি। ৫।

শিক্ষা যেন সত্তাকেই
সম্বর্দ্ধনায় স্বতঃ ক'রে তোলে—
অপসজ্জায় স্ফীত না ক'রে,
আর, শিক্ষার সার্থকতাই ওখানে। ৬।

শিক্ষার সুষ্ঠু ভিত্তিই হ'চ্ছে—
সুচারু, সেবাপ্রবণ, সশ্রদ্ধ
আচার্য্যকেন্দ্রিকতা অর্থাৎ আচার্য্যপ্রাণতা,
এই যেমন যা'র—
বোধিসমুত্থিত সত্তানুরঞ্জিত শিক্ষাও
তেমন তা'র। ৭।

শিক্ষা যদি
দীক্ষায় দক্ষতা লাভ না করে—
শ্রেয়শ্রদ্ধ উৎসারণায়
উৎসারণী হ'য়ে,
আত্মনিয়ন্ত্রণী তৎপরতায়,—
তা' কি জীয়ন্ত হ'তে পারে? ৮।

শিখতে চাও তো
দীক্ষায় সুদীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
অনুশীলনায় দক্ষ হ'য়ে ওঠ,
আর, এই দক্ষ চলনই
সুবিনায়িত হ'য়ে
যোগ্য ক'রে তুলবে তোমাকে,
আর, এই যোগ্যতার অর্জ্জনই হ'চ্ছে—
দীক্ষার দক্ষিণা। ৯।

যথাবিধি
কৃতিকুশল বোধ ও বিবেচনার সহিত
বিহিত অভ্যাসে অভ্যস্ত হওয়ার তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে
ব্রতপালন,
ব্রতপালনের ভিতর-দিয়েই
মানুষ
নিষ্ঠানিপুণ রাগ নিয়ে—
তা' যা'র যেমন
তা'র ভিতর-দিয়ে
শিক্ষিত হ'য়ে ওঠে,
আর, শিক্ষার অনুশীলনাতেই জাগে দক্ষতা—
ক্রম-তাৎপর্য্যে । ১০।

ঠিক জেনো—
শিক্ষায় যদি আদর্শপ্রাণতা
ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণ
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
বোধিতে বিন্যাস লাভ ক'রে
ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত না ক'রে তোলে—
অনুশীলনী-তৎপরতায়,
অনুচর্য্যা-মুখর পারস্পরিকতা নিয়ে,—
সে-শিক্ষা বা তেমন দীক্ষা
মানুষকে বোধদীপ্ত দক্ষপ্রেরণায়
নিয়োজিত ক'রে
সপারিপার্শ্বিক সত্তাকে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারে না—
সন্ধিৎসাপূর্ণ সুসংহত অগ্রগতি নিয়ে। ১১।

ব্যভিচারিণী বিদ্যা উন্নতির পরিপন্থী,
যে বিদ্যা
ধর্ম্ম বা সত্তাস্বার্থী নয়—
এক-কথায়, সত্তাপোষণী নয়—
সেই বিদ্যাই ব্যভিচারিণী। ১২।

শ্রেয়শ্রদ্ধা-হীন বোধগর্ব্বিতা
ক্লীব প্রজ্ঞারই লক্ষণ,
পরিবার, পরিবেশ ও সমাজ ইত্যাদিতে
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী প্রগতি
আনতে পারে না তা'। ১৩।

তোমার বিদ্যা যতই
যোগ্যতার উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
অভিদীপ্ত হ'য়ে উঠবে—
শ্রেয়ার্থ-আপূরণে
সব দিক-দিয়ে সুসঙ্গতি নিয়ে,—
দৈন্যও অপসারিত হ'তে থাকবে ততই। ১৪।

তুমি যত বিদ্বানই হও,
বুদ্ধিমানই হও, মেধাবীই হও,
আর যা'ই কেন হও না,—
যদি কেন্দ্রায়িত না হও,
ঐগুলি তোমাকে বিচ্ছিন্নতায় বিস্তীর্ণ ক'রে
অসঙ্গত তাৎপর্য্যে
বিলোপের দিকেই নিয়ে যাবে—
অব্যবস্থ জলুস-দিকদারিতে;

কারণ, সুকেন্দ্রিক সম্বেগ যদি না থাকে,
কোন-কিছু
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে বিন্যস্ত হ'য়ে
অন্বিত সার্থকতায়
সংহিত হ'য়ে উঠতে পারে না। ১৫।

তোমার বিদ্যাবত্তা যতই থাকুক না কেন,
আর, যা'-ই থাকুক না কেন,—
তা' যদি
সুযুক্ত সার্থক-সঙ্গতি নিয়ে
ধর্ম্মকে
অর্থাৎ ধৃতিকে
অর্থাৎ সত্তার ধৃতিকে
প্রতিষ্ঠা ক'রতে না পারল
সব দিক-দিয়ে—
বিপরীতকে ব্যাহত ক'রে,—
তা' কিন্তু অসম্পূর্ণ,
অনিষ্টকর,
এবং বিচ্ছিন্ন বাতুল ভাঁওতাবাজি বিশেষ। ১৬।

মূর্খ ও হওয়া ভাল,
কিন্তু এমনতর বিদ্যা ভাল নয়,—
যা' মানুষকে
বিচ্ছিন্ন ও বিকেন্দ্রিক ক'রে তোলে,
সত্তাপোষণী সুসঙ্গত বহুদর্শিতার ভিতর-দিয়ে
যা'দের বোধিবিকাশ হয়নি,—
এমনতর বিদ্বজ্জন

সমাজের পক্ষে সর্ব্বনাশা,
তা'রা ব্যতিক্রমের বিভ্রান্ত পথিক,—
যা'দের সংস্রবে
মানুষ ওতেই সংক্রামিত হ'য়ে ওঠে,
বিগত বহুদর্শিতার সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
বর্ত্তমানকে সত্তাপোষণী ক'রে
পরিস্ফুরিত ও পরিস্ফুট ক'রে
ভবিষ্যতের পথে শুভদ হ'য়ে চলে যা'—
তা'কেই বলা যায় সত্যিকার বিদ্যা,
এমনতর বিদ্যাবান যা'রা
তা'রাই সত্যদ্রষ্টা। ১৭।

যে যতই বিদ্যাবিশারদ হোক না কেন,—
তা'দের মস্তিষ্কই তত ভাল,
যা'দের যা'-কিছু করা ও জানা
ইষ্টার্থে বিনায়িত হ'য়ে
ব্যক্তিত্বে
বোধ-বিনায়নী তাৎপর্য্য নিয়ে
ফুটন্ত হ'য়ে উঠে থাকে,
আর, যা'দের অন্তর্নিহিত প্রবণতাই এমনতর—
তা'রাই কিন্তু মেধাবী ও শ্রীমান,
বিদ্যাবোধ তা'দেরই সহজ ও সঙ্গতিশীল,
তা'দের বিদ্যা
বিদ্যমানতাকে অর্থান্বিত ক'রে তুলেছে। ১৮।

শিক্ষা তোমার যা'ই হোক না কেন,—
অল্পই হোক

আর, বহুই হোক,—
তা' যদি অসৎ-নিরোধী তৎপরতা নিয়ে
মানুষের অস্তিবৃদ্ধির সার্থকতায়
পোষণদীপনী সুপরিক্রমায়
অর্থান্বিত হ'য়ে না উঠলো—
শ্রেয়-অনুদীপনী বাস্তব সঙ্গতি নিয়ে,
তা' কিন্তু অন্ধ ও বধির,
সে-শিক্ষা তোমার জীবনে
মূঢ়ত্বের তমোবিঘোষণী পতাকা। ১৯।

যে-বিদ্যাই বল না কেন,
তা' যদি লোকসত্তাপোষণী না হ'য়ে ওঠে,
শুভপ্রসূ না হ'য়ে ওঠে,
ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগতভাবে
আপূরয়মাণ সম্বর্দ্ধনী না হ'য়ে ওঠে,—
তা' জীবন ও জাতির
ধ্বংসেরই ইন্ধন হ'য়ে থাকে;
তাই শুভ-সন্দীপনী সদভিপ্রায়কে
সাথীয়া ক'রে
সুসন্ধিৎসু বোধিবীক্ষণার সহিত
সুক্রিয় তৎপরতায়
যে-কোন বিদ্যাই হোক না কেন,
তা'র অর্জ্জন-তৎপর হ'য়ে ওঠা উচিত;
সাবধান থেকো!
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে

শুভপ্রসূ অসৎ-নিরোধী যা'—
সেই গবেষণায়ই তৎপর হ'য়ে চল,
নয়তো, ও-চলন
জাহান্নমের দিকেই নিয়ে যাবে। ২০।

যে-উপযোগিতাই অর্জ্জন কর না কেন,
তা' যদি আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টির
আপোষণী না হয়,
এক-কথায়, অস্তিবৃদ্ধির আপোষণী না হয়—
সুসঙ্গত অন্বয়ী তাৎপর্য্যে,
অনুশীলনায়,—
তা' কিন্তু সার্থক হ'য়ে উঠবে না
তোমার জীবনে
বা গণজীবনে,
তা'তে ব্যক্তিত্বও বিনায়িত হ'য়ে উঠবে না,
ব্যর্থতাই তোমার অর্থ হ'য়ে উঠবে;
যা' জেনেছ—
করণ-অনুচর্য্যায়,
বিহিত অন্বয়ী বিনায়নায়
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টির
এক-কথায়, অস্তিবৃদ্ধির অনুচর্য্যায়
তা'কে সুসঙ্গত ক'রে তোল,
আর, ঐ অন্বিত সঙ্গতি
সত্তাকে যদি তোমার সার্থক ক'রে তোলে—
পুরুষোত্তমে, ইষ্টে, ঈশ্বরে,—
প্রসাদ তোমাকে প্রদীপ্ত ক'রে তুলবে। ২১।

জ্ঞানই বল,
বিজ্ঞানই বল,
আর, দর্শনের তাত্ত্বিক তূর্য্যনিনাদই বল,—
যা' মানুষের বৈশিষ্ট্য-বিধায়িনী নয়কো,
পূরণ-পোষণী নয়কো,
জীবনীয় সঙ্গতিশীল নয়কো,—
তা' যতই জমকালো হোক না কেন
তা' অস্তিবৃদ্ধির মাঙ্গলিক কিছুতেই নয়,
তাই, তা'র জলুসে
আত্মভোলা হ'য়ে
দিশেহারা ভ্রান্তি-ঘূর্ণিতে
অপলাপকে আমন্ত্রণ ক'রতে যেও না;
শ্রেয় তা'ই,—
যা' মানুষের অস্তিবৃদ্ধির
বিনায়ক,
আপোষক,
আপূরক,—
আপালনী বর্দ্ধনায়
জীবনকে যা'
অমৃতপন্থী ক'রে তোলে;
ঈশ্বর মঙ্গলময়,
তিনিই স্বস্তি-স্রোতা,
সব-কিছুরই অর্থনা তিনিই। ২২।

তোমার সম্প্রদায়, তোমার সমাজ,
তোমার জনপদ বা রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য

বিদ্যা ও গবেষণা-মন্দিরগুলি
বিহিত সুব্যবস্থ পরিচালনে চলতে পারে,—
এমনতর ক'রে তা'র প্রসার করতে
এতটুকুও ত্রুটি ক'রো না;
জীবনের সমস্যা-আপূরণী
ধর্ম্ম ও কৃষ্টির প্রতিষ্ঠায়
ওগুলি যেন
বোধায়নী সন্ধিৎসা নিয়ে
সুকেন্দ্রিক, স্থির, সুপরিবীক্ষু নজরে
সর্ব্বসঙ্গত সার্থক প্রতিভায়
তথ্য ও তত্ত্ব আহরণ ক'রে
সব জীবনকেই
সংরক্ষণী, পোষণী ও নিয়ন্ত্রণী কুশল-তৎপরতায়
সুদীপ্ত ক'রে তোলে—
পথপ্রদর্শক হ'য়ে
জীবনকে আরোতে সুগম ক'রতে;
জীবনের সব দিকের সব সমস্যার
তীর্থ হ'য়ে উঠে
যেন ঐ বিদ্যা ও গবেষণা-মন্দিরগুলি
উদ্বর্দ্ধনী অমর পন্থায়
সন্দেশ বিতরণ করে সবাইকে। ২৩।

মানুষের জীবনচলনার
অধিভুত বিষয় ও ব্যাপারগুলিকে
ক্রমিক তৎপরতায়
সার্থক সঙ্গতিশালিন্যে
অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে

স্বাভাবিক নিয়মনায়
সুবিনায়িত তাৎপর্য্যে
আয়ত্তীকরণের শিক্ষা
যেখানে বিহিত তাৎপর্য্যের সহিত
নির্ব্বাহ করা হয়,—
তা'কেই মহাবিদ্যাতীর্থ
বা বিশ্ববিদ্যালয় ব'লে
অভিহিত করা যেতে পারে। ২৪।

ইষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ
মানুষের অন্তঃস্থ বোধ ও বিবেচনাকে
সার্থক সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
বিনায়িত ক'রে
কৃতি-অনুচলনে
তেমনতরই মূর্ত্ত ক'রে তোলে,
—এলোমেলো দর্শন, চিন্তা
ও সুসন্ধিৎসু সম্বেগ
যা'-কিছু থাকে
সেগুলিকে
অর্থান্বিত বিহিত বিন্যাসে
বাস্তব সঙ্গতিশীল ক'রে
সুসন্দীপ্ত অনুনয়নে
বিচক্ষণ ক'রে তুলতে থাকে;
বিচক্ষণতাই যদি চাও,—
সন্ধিৎসার সহিত
সব যা'-কিছুকে

দেখ, শোন, বোঝ, কর,
বাস্তব বিন্যাস-বিভূতিতে
সার্থক ক'রে তোল তা'দিগকে। ২৫।

কল্যাণনিষ্ঠ অর্থাৎ ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়ে
সুসন্ধিৎসু চতুর বোধিসত্ত্বে দাঁড়িয়ে
অনুচর্য্যাশীল অনুতপনায় চলতে থাক—
আরোর পথে,
হও, পাও, খাও, দাও, বেড়াও,
আর, সত্তা-সম্বর্দ্ধনী চলনে
আত্মনিয়ন্ত্রণী পদক্ষেপে
চলতে থাক;
এমনি ক'রে উৎকর্ষে যাও,
তা'কে লাভ কর,
উপভোগ কর,
উৎকৃষ্ট হও,
প্রত্যেককে উৎকর্ষণায় নিয়ন্ত্রিত কর,
সুখী হ'য়ে
প্রত্যেককে সুখী ক'রে চ'লতে থাক;
সন্ধিৎসা নিয়ে
ঐ চলনে চলাই হ'চ্ছে অধ্যয়ন,
অর্থাৎ, ধারণ-পালনী অনুচলন,
আর, ঐ-ই তোমার জীবনীয় প্রাপ্তি। ২৬।

ইষ্টনিষ্ঠা যা'দের শিথিল,—
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগও
তা'দের ঐ ধরণের,

তা'রা পরাক্রমীই বা হবে কি ক'রে?
বীর্য্যবানই বা হবে কি ক'রে?
মেধাসন্দীপনী তাৎপর্য্যই বা কোথায় তা'দের?
পুনঃপুনঃ করণ-প্রবৃত্তি
মুসড়েই যেয়ে থাকে
প্রায়শঃ তা'দের;
তাই, শিক্ষার হোতাই হ'চ্ছে—
ইষ্টনিষ্ঠ-আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ
ও শ্রমপ্রিয় উল্লাস-উদ্দীপনা,—
যা'র ফলে আসে—
পরিচর্য্যা, সেবা-সন্দীপনী, তৎপর
ও সম্বীক্ষণী সম্বেদনা,
অনুভূতিও গজায় তা'তে আবার তেমনি
ক্রমে-ক্রমে,
বোধবিকাশও ঐ তাৎপর্য্যে
প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে—
সুসন্ধিক্ষু স্বতঃসন্দীপনা নিয়ে
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়;
আর, বোধ-বেদনা যতই বৃদ্ধি পায়—
ততই আসে
সার্থক সঙ্গতিশীল সমীক্ষায়
সেগুলিকে সুসঙ্গত করার আকূতি;—
যা' দিয়ে
গোটা জিনিসটা বোধ করা যায় সমীচীনভাবে। ২৭।

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়ার্থপরায়ণ
ধর্ম্ম ও কৃষ্টিনীতিকে ভিত্তি ক'রে

সত্তার পরিপন্থী অসৎ বা আপদ্ যা'
তা'কে নিরোধ করবার জন্য
যুদ্ধ ও নিরাপত্তানীতি, পূর্ত্তনীতি,
কূটনীতি, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প,
স্বাস্থ্য ও সদাচারের নীতিগুলি
বিজ্ঞানসম্মত কুশলকৌশলী তাৎপর্য্য ও তৎপরতায়
সবার পক্ষেই শিক্ষণীয়,
কারণ, আপদ্ধর্ম্মের জন্য এগুলি অপরিহার্য্য;
জাতি যত এইগুলিকে অবজ্ঞা ক'রে
অননুচর্য্যী শ্লথ শান্তি-পরায়ণতায়
জীবন-যাপনে প্রয়াসশীল হ'য়ে ওঠে—
পারস্পরিকভাবে প্রত্যেকে প্রত্যেককে
অসংহতভাবে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা ক'রে,—
তা'দের, জীবনদাঁড়া ততই
বিশ্লিষ্ট, বিকেন্দ্রিক ও বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
সলীল গতিতে
অধঃপাতের দিকেই এগিয়ে যেতে থাকে;
তোমরা যদি ঈশ্বরবিশ্বাসী হও,—
বৈশিষ্ট্যপালী অপূরয়মাণ ইষ্টবেদীমূলে
তাঁ'কেই উপাসনা ক'রতে চাও,—
সম্বর্দ্ধনী সন্দীপনায়
সত্তাকেই যদি ভালবেসে থাক,—
প্রবৃত্তি-লাঞ্ছিতই যদি না হ'তে চাও,—
তবে উপেক্ষা ক'রো না ওগুলিকে,
পারস্পরিক সনির্ব্বন্ধ বান্ধবতায়
নিবদ্ধ হ'য়ে ওঠ তোমরা—
অনুকম্পী অনুচর্য্যায়—

হিংসা-হননী নিরোধকে সাবলীল রেখে,
আর, সলীল সঙ্গতি নিয়ে
ওগুলিকে আয়ত্ত ক'রে
উদ্ভাবনী পরিচর্য্যায়
দক্ষ, ক্ষিপ্র, কুশলকৌশলী তৎপরতা নিয়ে
আরো হ'তে আরোতরে উদাত্ত হ'য়ে চল। ২৮।

যদি শিক্ষিতই হ'তে চাও,
শিক্ষিত শিক্ষক যিনি—
বাস্তব করণ ও দর্শনের ভিতর-দিয়ে,
এক-কথায়, আচার্য্য যিনি,
তাঁ'র কাছে সশ্রদ্ধ অনুধ্যায়ী অনুচর্য্যায়
অনুশীলন-তৎপরতায়
শিক্ষা লাভ কর;
আচার্য্য-অনুবদ্ধ না থেকে
ভুঁইফোড় অনুচলনে
যে-বিষয়েই শিক্ষালাভ করতে যাও না কেন,—
তা' দীক্ষাহারা দক্ষতার মতনই হ'য়ে উঠবে,
সে-শিক্ষার ফলে
অঙ্গুষ্ঠ-হারা হ'তে হবে তোমাকে;
দক্ষশিক্ষার মূলকেন্দ্র যিনি
শিক্ষাদেহের অঙ্গুষ্ঠও তিনি,
আর, তিনিই আচার্য্য;
শিক্ষা সার্থক-সুসঙ্গতি লাভ ক'রে
অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে
ঐ আচার্য্যে—
তাঁ'রই বিন্যস্ত অর্থনায়

অভিব্যক্তির স্ফূর্ত্ত বোধনায়;
ভ্রান্তিলাভ করতে যেও না,—
তোমার ক্রান্তি নিরুদ্ধ হবে
বা বিপথ-চলনে চলতে থাকবে;
আচার্য্য-অঙ্গুষ্ঠহারা যে-শিক্ষা—
অর্থাৎ, যে-শিক্ষা
শিক্ষাদেহের অঙ্গুষ্ঠ-স্বরূপ আচার্য্যে
সুসংস্থিত নয়,—
তা' প্রত্যবায়ী দাম্ভিকতার
কৃতঘ্ন অভিশাপ ছাড়া
আর কিছুই নয়কো। ২৯।

অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠ হও,
তাঁ'র নিদেশবাহী তৎপরতায়
নিজেকে নিবিষ্ট ক'রে তোল—
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের সহিত,
সাত্বত সন্দীপনাকে লক্ষ্য রেখে
আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রে চলো,
ব্যক্তিত্বকে
নিষ্ঠানিপুণ তৎপরতায়
গুণান্বিত ঐশ্বর্য্যে
শিষ্ট ও সম্বৃদ্ধ ক'রে তোল,
মাঙ্গলিক অনুশীলনে
সুসন্দীপ্ত কৃতিশীল হ'য়ে চল,
অসৎ যা'-কিছুকে জান,
জেনে—
সমীচীনভাবে তা'কে নিরোধ কর—

তা' নিজের যেমন,

প্রতিটি বিশেষেরও তেমনি ক'রে;

আমি বলি—

এ সবগুলি তোমার আধান হ'য়ে উঠুক,

ব্যাপ্ত উৎসর্জ্জনায়

সমীচীনভাবে

উচ্ছল হ'য়ে চ'লো—

বিহিত নিয়ন্ত্রণী তাৎপর্য্যে;

কী ক'রবে—

কী করণীয়,

কী ক'রবে না—

অকরণীয়ই বা কী,

কখন কোন্ অবস্থায়ই বা

কী ক'রতে হবে—

ধী-দীপনী তৎপরতায়

সেগুলিকে বিহিতভাবে বিনায়িত ক'রে

সার্থক কৃতি-সন্দীপনায়

নিবিষ্ট অন্তঃকরণে

প্রত্যেকটির তাৎপর্য্য বিনায়িত ক'রে

জ্ঞাত হও সব যা'-কিছু—

উচ্ছল সন্দীপনা নিয়ে;

অনুকম্পাশীল প্রীতি-পরিচর্য্যায়

কৃতি-তৎপরতায়

সেবা-সন্দীপনী তাৎপর্য্যে

প্রত্যেককে উচ্ছল ক'রে তোল,

কেউ যেন বিলম্বিত না হয়—

বিড়ম্বিত না হয়—
বিকৃত হ'য়ে না চলে;
তোমার অন্তরের
বিশাল সন্দীপনায়
বিপুল ব্যক্তিত্বের অধিকারী হ'য়ে
প্রতিপ্রত্যেকের অন্তরে
স্বস্তি-শৌর্য্য নিয়ে
পরিব্যাপ্ত হ'য়ে ওঠ—
বিধির প্রতিটি পদক্ষেপকে
সমীচীনভাবে সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে;
তোমার অস্তিত্বে
সাত্বত প্রাকৃতিক ঊর্জ্জনায়
আশিস্-সম্বর্দ্ধনা নিয়ে
বিধাতা
চিরবরেণ্য হয়ে থাকুন। ৩০।

তোমার নিজের জাতীয় শিক্ষাকে—
সাত্বত কৃষ্টিকে—
নিষ্ঠানিপুণ পরিবেদনায় বিন্যাস ক'রে
সংস্কৃতির স্থণ্ডিল ক'রে তোল—
প্রভূত পরিচর্য্যা-নিরতি নিয়ে,
নিষ্ঠানিপুণ আবেগ-উদ্দীপ্ত
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের সহিত,
শ্রমপ্রিয়তার ঠাটকে সংস্থাপিত ক'রে,
সুযুক্তিপূর্ণ বিবেক-বিনায়িত
বাস্তবতার স্বস্তিযন্ত্রকে
শ্রদ্ধানিপুণ তৎপরতায়

নিপুণ অর্চ্চনায়
তোমার অন্তরে চর্চ্চিত ক'রে তুলে;
তারপর, অন্য যে-সব শিক্ষাই হোক না কেন,
যে-সব ভাষায়
যে-সব জ্ঞানভাণ্ডার
সুসংহত হ'য়ে উঠেছে—
বিবেচনার সহিত
সেগুলিকে গ্রহণ ক'রে
তাৎপর্য্যকে সুঠাম ক'রে
তা'কে সন্নিবদ্ধ ক'রে চলতে থাক,—
কৃতিনিপুণ বাস্তব সম্বেদনা নিয়ে;
এমনি ক'রে
তুমি আরো হ'তে আরোতরে
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠ,—
বিশাল কৃতিচর্য্যী জ্ঞানবিভবে—
যা' সব দেশের
সব-কিছুর সমাধান ক'রে
তোমার ও অন্যের সত্তাকে
সার্থক ক'রে তুলতে পারে;
নইলে, শিক্ষা যদি ব্যতিক্রমদুষ্ট হয়,—
নানাক্রমে
বিচ্ছিন্ন বিবেকে
তোমার ব্যষ্টিজীবন হ'তে
দেশীয় সমষ্টিকে
প্রতিটি ব্যষ্টি নিয়ে
আচার, চরিত্র ও ব্যবহারের অপচয়ে
অন্ধকারের ধূমাগ্নির মত ছেয়ে ফেলবে,—

যা'তে তোমার দূরদৃষ্টি
সুযুক্ত সঙ্গতি
ও স্বাভাবিক সমাধান হ'তে
বঞ্চিত ক'রে তুলবে তোমাকে,
তুমি নষ্ট পাবে,
ভ্রষ্ট হবে তুমি,
তোমার দেশও হবে তা'ই;
ওঠ, জাগো,
বর লাভ ক'রে প্রবুদ্ধ হও,
আর, প্রবুদ্ধ ক'রে তোল
সব ব্যষ্টিকে—
সৃষ্টির সাত্বত সুরে। ৩১।

আমাদের শিক্ষার ধাতুই যেন এমনতর হয়,—
যা'তে তা'
যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা,
দান, প্রতিগ্রহের
অন্বিত তৎপরতায়
আদর্শ, ব্যষ্টি ও সমষ্টির অস্তিবৃদ্ধিতে
সঙ্গতি লাভ ক'রে
কৃষ্টি-অভিধায়নায়
প্রত্যেককে অন্বয়ী সমঞ্জসা
বিন্যাস-বিভবে বিভান্বিত ক'রে
প্রতিটি সত্তাকে
অস্তিবৃদ্ধিতে উত্তাল ক'রে তোলে—
বোধবিনায়নায়
মর্ম্মকে পুষ্ট ও প্রবর্দ্ধনশীল ক'রে—

পালনে অর্থাৎ রক্ষণে,

পোষণে,

পূরণ-তাৎপর্য্যে,

অসৎ-নিরোধী পরাক্রম-প্রস্তুতি নিয়ে;

আর, এই মৌলিক সন্ধিৎক্ষু বিনায়নাকে

কখনও কিছুতেই ত্যাগ ক'রো না;

ব্যষ্টি ও তৎসম্পর্কিত বোধের সঙ্গতিশালিন্যে

প্রতিপ্রত্যেকে

প্রতিপ্রত্যেকের স্বার্থ হ'য়ে

সম্বেদনী প্রণীত-প্রদীপনায়

বোধিমর্ম্মকে উচ্ছল ক'রে

বিভান্বিত বিস্তার-বর্দ্ধনায়

সম্যক বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে যেন সবাই;

ঈশ্বরই সার্থক অন্বয়,

তাঁ'তেই যা'-কিছুই বিন্যাসিত হ'য়ে উঠুক;

ঈশ্বরই ছন্দায়িত বিন্যাস-বিভূতি,

ঈশ্বরই সবারই পরম বিভব। ৩২।

জানা যতই তোমাতে জীয়ন্ত,—

জানার অস্মিতা ততই তোমাতে

অবচেতনশীল,

তাই, 'বিদ্যা বিনয়ং দদাতি'। ৩৩।

বিদ্যা আছে,

বিনয় নাই,

তা'র মানেই হ'চ্ছে—

জানাগুলি সার্থক-সঙ্গতি নিয়ে

বিনায়িত হ'য়ে ওঠেনি,
তাই, সে-বিদ্যা সত্তাকে
বিনায়িত ক'রে তুলতে জানে না—
সার্থকতার উপসেবনায়। ৩৪।

যদি জানতে চাও, তো মানতে শেখ—
বলায়, করায়, চলায়—
জিজ্ঞাসু বিহিত অনুচর্য্যায়
যথাযথভাবে। ৩৫।

জানতে যদি চাও—
মান,
পরিচর্য্যা কর,
যে মানে না,
সে জানে না,
মূঢ়ত্ব তা'র ঘুচবে কী ক'রে? ৩৬।

মানা যদি জানায়
সার্থক হ'য়ে না উঠল—
অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে,
তোমার মানা সেখানে চক্ষুষ্মান নয়কো,
বরং ব্যতিক্রমদুষ্ট। ৩৭।

যা'রা মানে না—
তা'রা বোঝে না,
বোঝবার প্রয়াসও তা'দের কম,
তাই, তা'রা জানতে পারে না;

জানার সূত্রই হ'চ্ছে—
মানা,
বোঝা,
ক'রে সেটাকে জানায় আয়ত্তে আনা,
তবে তো জ্ঞানী!
ফল কথা,
জানতে হ'লেই
নিষ্ঠা নিয়ে মানতে হবে,
বুঝতে হবে,
করতে হবে—
সুনিষ্ঠ স্মরণ-মনন-শীল
অনুচর্য্যাব্রতী হ'য়ে। ৩৮।

সন্বিৎসাপূর্ণ আকূত আগ্রহের সহিত
সমীচীনভাবে নিষ্পাদন যে যত করে,—
সেমনি সে তত জানে;
আর, ভোগসুখের ইন্ধন-স্বরূপ
প্রয়োজনমতন যা'-কিছুকে আহরণ ক'রে
জোগাড় ক'রে
বিলাস-বিলোল অন্তঃকরণ নিয়ে
যে চলে—
সে পেতে পারে,
কিন্তু জানে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর,
কারণ, কৃতি-অনুনয়নে
সে নিষ্পাদন করে কমই;
তাই, কর,
ক'রে জান,

জেনে উপভোগ কর—
সমীচীনভাবে যেখানে যেমন প্রয়োজন,—
আর, কৃতার্থ হও,
জানার উৎসই মানা—
মেনে করা। ৩৯।

বিহিতভাবে অল্প জানাও ভাল—
তা' যদি সুসঙ্গতিপূর্ণ হয়,
এমনতর বহু জানাও ভাল না,—
যা' নাকি মানুষের বোধিকে
অনন্বিত ক'রে
উচ্ছৃঙ্খল, বিশৃঙ্খল ক'রে
তা'কে সভ্য অমানুষ ক'রে তোলে। ৪০।

তোমার শোনা, বোঝা ও করা যেগুলি
সেগুলিকে করার ভিতর-দিয়ে
বাস্তবভাবে যতক্ষণ না জানছ—
সাত্বত সঙ্গতির শুভ-পরিপ্রেক্ষায়,
ততক্ষণ কিন্তু তোমার জানা
নিষ্পন্ন হ'য়ে ওঠেনি,
ততক্ষণ তুমি জান না;
ঐ অমনতরভাবে জানাকেই বলে জ্ঞান। ৪১।

কোন তথ্যের তত্ত্ব-বিন্যাসগুলিকে
যতক্ষণ না
বিহিত বিন্যাসে
তা'র প্রতিটি যা'-কিছু সহ

অন্বিত সঙ্গতির
শ্রেয়-অর্থনায়
বাস্তবায়িত মূর্ত্তনায়
সুমূর্ত্ত ক'রে তুলতে পারছ—
যেমন যেটুকু যেমনতরভাবে লাগে
তদনুগ রকমে,
তা'র স্বাভাবিক সংযুক্তি নিয়ে,—
বুঝে নিও—
তোমার তদনুগ জানা বা জ্ঞান
বিহিত বেষ্টনীর আওতায় এসে
বৈশিষ্ট্যমাফিক
মূর্ত্তি পরিগ্রহ করতে পারেনি;
—তখনও কিন্তু খাঁকতি। ৪২।

যা' দেখবে,
শুনবে,
করবে,
তা' আয়ত্ত করতে চেষ্টা কর—
অনুশীলন-তৎপর থেকে
সমস্ত ভাবভঙ্গী নিয়ে
কলা ও কৌশল-তৎপরতায়। ৪৩।

ইষ্টার্থ-অনুধায়নায়
যা'র কাছে
যেখানে
উত্তম যা'-কিছু পাও,—

অনুশীলনী খননায়
তা'কে আয়ত্ত ক'রে ফেল,
যেন সাত্ত্বিক ধারণ-পালনে অভ্যস্ত হ'য়ে
তা' তোমার প্রকৃতিগত হয়। ৪৪।

তুমি দাঁড়াও,
পুঙ্খানুপুঙ্খ-দৃষ্টিতে দেখ,
সার্থক সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
আয়ত্ত ক'রে তোল,
এই আয়তনী আয়ত্ত
যেন তোমাকে
সব-কিছুতে আলিঙ্গন ক'রে
জীবনীয় সন্দীপনায়
সার্থক ক'রে তোলে,
তোমার আত্মিক ব্যাপনার
পরম সার্থকতাই তো ঐ ব্যাপ্তিতে। ৪৫।

ইষ্টার্থ-অনুনয়নী অনুশীলন-তৎপরতা নিয়ে
ধারণ-পালন-সম্বেগকে
তীক্ষ্ণ ক'রে তোল—
সক্রিয় চর্য্যানিরত হ'য়ে,
দক্ষ-কুশল অনুচর্য্যায়
এমনতর আয়ত্তের পথে চলাই
অধ্যয়নের তাৎপর্য্য,
আর, পরিবেশকে অমনি ক'রে
অনুপ্রেরিত ও অনুপ্রাণিত ক'রে
নিয়োজিত করাই হ'চ্ছে—

অধ্যাপনার তাৎপর্য্য;

মনে রেখো—

এ তোমার দৈনন্দিন করণীয়,

যা'র ফলে, তোমার জীবন

জ্ঞানবিভোর হ'য়ে

সৎ-অসতের পরিচয় লাভ ক'রে

বোধ-বর্দ্ধিত হ'য়ে পড়বে। ৪৬।

আয়ত্তের পথে চল—

আগ্রহ-উদ্যমী সম্বেগপূর্ণ সন্ধিৎসা নিয়ে;

কাজে সেগুলিকে

সার্থকতায় বিনায়িত ক'রে তোল—

অনুশীলনী ঊর্জ্জনায়,

কুশলকৌশলী তাৎপর্য্যে;

তুকতাকে যা'-কিছু আয়ত্ত ক'রে রাখ—

সুচিন্তিত বিচার-বিবেচনা

ও ব্যবস্থিতি নিয়ে—

এমনভাবে—

যেন সেগুলি তোমার মস্তিষ্কে

সার্থক সুশৃঙ্খলায়

সুস্পষ্ট হ'য়ে থাকে;

আমি তো বুঝি—

এমনতর ক'রে আয়ত্তের পথে চ'লে

বিন্যাসবিভূতির অমনতর বিনায়নে

অধ্যয়ন সার্থক হ'য়ে ওঠে;

লাগোয়া থাক,

ক'রে দেখ,

বোধসম্পদ্ বেড়ে যাবে। ৪৭।

যা' তোমাকে আয়ত্ত করতে হবে,
বিশেষ অন্তরাস ও অভিনিবেশ-সহকারে
নির্ভুল সঙ্গতি নিয়ে
এমনভাবে তা'কে আয়ত্ত ক'রে ফেল,—
যা'তে তড়িৎ-দীপনায়
সুন্দর ও সুসঙ্গত পরিবেষণে
তোমার মতন ক'রে
তোমার বৈশিষ্ট্যানুপাতিক
তা'র পুনরাবৃত্তি করতে পার—
কথায় ও কাজে,
বোধ-সমীক্ষ সঙ্গতি নিয়ে,
দূরদৃষ্টির অতিশায়নী বিনায়নায়;
এমন ক'রে যদি
আয়ত্ত ও আত্মস্থ ক'রে ফেল—
সম্যক্ বোধিবিনায়নায়,
তাহ'লে
তা' আয়ত্ত ক'রতে যা' যা' লেগেছে,—
ঐ সব উপকরণের প্রয়োজন
তোমার কাছে অপরিহার্য্য হ'য়ে থাকবে না,
বরং সে-সবের সাহায্য বিনা
তোমার সুতৎপর
সুব্যবস্থ সমাধানী তৎপরতা
তা' হ'তে আরো সুন্দরভাবে
আরো বাস্তবতায়
প্রদীপ্ত নন্দনায়
তা'কে অভিব্যক্ত করতে পারবে;
আয়ত্তের গজরানি

আয়ত্তে সার্থক হ'য়ে ওঠে না কিন্তু,
যা'কেই আয়ত্ত ক'রতে চাও—
তা'কেই ধারণ কর,
পালন কর,
ঐ ধারণ-পালন প্রচেষ্টা
বোধ-বিধৃত হ'য়ে
অনুশীলন-তৎপরতায়
অধিগত ক'রে তুলবে তা'কে,
আর, যা' অধিগত ক'রতে চাও—
তা' তোমার স্বভাবে প্রভাবান্বিত হ'য়ে উঠুক,
আর, ঐ প্রভাবই আনবে আধিপত্য,
ঈশিত্বই আধিপত্য-স্বরূপ। ৪৮।

যা'কে আয়ত্ত ক'রতে যাচ্ছ—
তা'তে যদি তোমার অধিষ্ঠিতি না থাকে,
ও তদনুসারিণী অনুচর্য্যা,
বুঝ বা বোধ না থাকে,—
তা'কে কি আয়ত্ত করা সম্ভব?
আয়ত্ত করতে হ'লেই চাই—
ঐকান্তিক অনুশীলন,
কুশলকৌশলী অনুচর্য্যা,
আঁতিপাতি ক'রে
সব যা'-কিছুকে তলিয়ে দেখা,
বোধ-বিবেকের সহিত
তা'র বিন্যাসকে আয়ত্ত করা,
আর, উপযুক্তস্থলে
তা' উপযুক্তভাবে প্রয়োগ করা,—

অন্ততঃ এতটুকু
যদি তোমার আয়ত্তে না আসে—
তাহ'লে তুমি করলেই বা কী?
বুঝলেই বা কী?
আর, হ'লই বা কী তা'তে—
যদি তা'কে ব্যবহার না ক'রতে পার বিহিতভাবে?
ফাঁকি দিয়ে কিন্তু আয়ত্ত করা যায় না,
আয়ত্তের গর্ব্ব ক'রেও
আয়ত্ত করা যায় না,
যা' দিয়ে আয়ত্ত ক'রতে হয়—
তা'র বিহিত চর্য্যায়
সমীচীনভাবে
তৎসম্বন্ধীয় বোধ যদি তোমার না হয়,
তা'তে কি তা' হয়?
এ কথা ঠিকই বুঝো—
শ্রেয়নিষ্ঠা,
আনুগত্য,
কৃতিসম্বেগ,
শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্য
ও দেখে-শুনে বিচার করা
ইত্যাদির ভিতর-দিয়েই তা' জন্মে;
কিন্তু ফাঁকিবাজি যা'দের যেমন,
আয়ত্তও হয় তা'দের
তেমনি ফক্কিকার। ৪৯।

শাস্ত্র মানে শাসন,
যে-বিষয়েই হোক্ না কেন—

তা'র অনুশাসন-তত্ত্বকে
বিশেষভাবে জেনে-শুনে
বোধ ক'রে
বিহিত বিনিয়োগে
বিহিতভাবে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে

হাতেকলমে
সেগুলিকে বিনায়িত ও বিন্যাস ক'রে
বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণে
প্রত্যেক ব্যাপার ও বিধানগুলিকে জেনেশুনে
কোথায় কেমন ক'রে
কী প্রয়োগ ক'রতে হয়—
আর, তা' কেন প্রয়োগ করতে হয়—
বুঝে সুঝে
হাতেকলমে মক্স ক'রে
তা'কে আয়ত্ত করতে হবে;

আয়ত্ত করতে হ'লেই—
মোক্তা আয়ত্তের কোন সুবিধা নেই,
কারণ, তা'তে সব জানা হয় না,
সব যা-কিছুকে অনুধাবন কর,
বিনিয়োগ কর,
বোঝ,
বুঝে একটা ধারণা ক'রে নাও—
বাস্তবতা-অনুগ তৎপরতায়,
তার বিহিত বিকাশকে জেনে নাও,
কেন বিকাশ হ'ল—
কী কারণে,
কী দিয়ে,—

বেশ ক'রে বুঝেসুঝে;
এক-কথায়—
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
কী অনুশাসনে,
কী শাসন-নিয়মনার
শাসিত তাৎপর্য্যে বিনায়িত হ'য়ে
বিধায়িত শাস্ত্রের উদ্ভব হ'ল—
খুঁটিনাটি বেশ ক'রে বুঝে-সুঝে
সেগুলিকে
হাতেকলমে আয়ত্ত ক'রে নাও—
খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি বিবরণ-সহ—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য নিয়ে;
এমনি ক'রে খাটাও—
অর্থাৎ বিনিয়োগ কর,
বিনিয়োগের কায়দাকরণ
সব জেনেশুনে নিয়ে
কী কার্য্যের কী ফল
তা' অনুধাবন কর,
এমনি ক'রে শাস্ত্রকে আয়ত্ত ক'রে ফেল,—
দক্ষদীপনী তাৎপর্য্যে,
প্রজ্ঞা লাভ ক'রে
প্রাজ্ঞ হ'য়ে ওঠ,
বোধ-ঐশ্বর্য্যের
বাস্তব বিন্যাস-বিভূতি আহরণ ক'রে
যদি সিদ্ধকৃতির অনুশাসনে
অমনতর শাস্ত্রবিৎ হ'তে পার—
সার্থক-অন্বয়ী অর্থসঙ্গতি নিয়ে

সে-বিদ্যা
বহু মানুষকে
শাস্ত্রবিৎ ক'রে তুলবে,
আর, লোকশ্রদ্ধা
ক্রম-তাৎপর্য্যে তোমাকেও
বিচক্ষণ-সুধী ক'রে তুলবে,
লোক-মাঙ্গলিক অভিসার তোমার
অপ্রতিহত হ'য়ে উঠবে,
আর, ঐ জ্ঞানদীপ্তি
কৃতি-বিভূষণে
তোমাকে দেবমানব ক'রে তুলবে,
স্বস্তিবাদের ধন্য আহ্বানে
তোমার ধীমত্তাকে
পূজাবর্দ্ধনে পরিশোভিত ক'রে তুলবে,
ফলে, পরিবেশও
অমনতরই তৎপর হ'য়ে উঠবে,
তোমার দেশ
বিশেষত্বের পরম আধান হ'য়ে উঠবে। ৫০।

যে যতখানি যেমন ক'রে
যা'তে অভ্যস্ত হবে বাস্তবে,
তা'তে আধিপত্যও হবে তা'র ততখানি,
অনুশীলনার অবদানও পাবে সে তেমনতর। ৫১।

বস্তুর যান্ত্রিক প্রকৃতিকে জেনে
উপযোগী তৎপরতায়

তা'কে ব্যবহার করাই হ'চ্ছে—
যন্ত্রণবিদ্যার মূল ভিত্তি। ৫২।

যে-কোন বিদ্যাই হোক—
হাতে-কলমে যা' করতে হয়,
তা'কে আগে হস্তগত ক'রে তুলতে দাও—
জন্মগত সংস্কারের পরিচর্য্যায়
উপযুক্ত ব্যুৎপত্তির সহিত,
পরে যন্ত্রে হাত দিতে
অভ্যস্ত ক'রে তুলো'
তা'র মরকোচী তাৎপর্য্য-সহ—
যা'তে ঐ যন্ত্রের পরিচর্য্যা ও নিয়ন্ত্রণে
অন্যের সাহায্যের কমই প্রয়োজন হয়
—এমনতর ক'রে;
দেখবে, দক্ষ যোগ্যতা
উৎসারণী নৈপুণ্যে
উত্তম অভিগমনেই চলবে,
হাতে উপযুক্ত না হ'লে
যন্ত্রের অভাব মানুষকে
খোঁড়াই ক'রে দেয় প্রায়শঃ। ৫৩।

জান যদি—
প্রয়োগ কর,
কিন্তু না-জানাকে স্বীকার করতে
পরাঙ্মুখ হ'য়ো না,
তাহ'লে তোমার জানা
আরোতে চলবে। ৫৪।

জান, কিন্তু তা'র
বিহিত প্রয়োগ ক'রতে পার না
বা খাটাতে পার না,
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
ঐ ধারণা ক্লীব বা অবাস্তব,
আর, তুমিও আচরণ বা অনুশীলন-তৎপর নও। ৫৫।

জান না,
মনে থাকে না,
সন্ধিৎসু সতর্ক কৃতি-অনুচর্য্যা
তোমার স্বতঃ হ'য়ে ওঠেনি—
করণীয় যা' তদনুগ অনুচলনে
নিজেকে সুখ-সন্তর্পিত ক'রে—
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
তুমি ভালবাস না;
আবার, খুব জান,
ও তা'র বড়াইও কর,
অথচ বাস্তবে কিছু করতে পার না—
রুগ্ন সন্তর্পণা নিয়ে,
তা'র মানে—
তুমি ভালও বাস না,
জানও না। ৫৬।

যে-বুঝ
সৎ-অভিদীপনী
সার্থক বোধ-সংহতি নিয়ে
ধরার আগ্রহকে উদ্দীপ্ত ক'রে

দৃঢ়-সম্বেগী ক'রে তোলে না—
সক্রিয় বাস্তবতায়,
সে-বুঝ যতই পরিষ্কার হোক না কেন—
তা' কিন্তু ক্লীব। ৫৭।

যে বুঝের
বাস্তবতার সাথে কোন পরিচয় নেই—
আচার, অবস্থা ও অভিব্যক্তির সাথে
সঙ্গতি রেখে,
এমন-কি, যা' 'কি' বা 'কেন'
তা'র জবাবও দিতে পারে না—
যে-জবাব সার্থক হ'য়ে ওঠে
ঐ সৎ-সঙ্গতিকে অর্থান্বিত ক'রে,—
তা' কিন্তু বুঝ নয়,
অন্য কিছু হ'তে পারে। ৫৮।

চিত্তে চিন্তা যদি কর্ম্মকুশল হয়—
অথচ তা' শরীরকে যোগ্য ক'রে
বাস্তব ব্যবহারে সক্রিয় না হ'য়ে ওঠে—
তা' যেমন চিন্তার বিলাস মাত্র,
তেমনি বুঝ
ব্যবহারে প্রকটই যদি হ'য়ে না উঠলো—
তা'ও কিন্তু বাচক বুঝ ছাড়া কিছুই নয়। ৫৯।

কোন বিষয়ে কে কী বলে—
তা' কিন্তু তা'র সমাধান নয়,
বরং তা' সমস্যা হ'তে পারে;

বাস্তবে তা' কী—
তত্ত্বতঃ সর্ব্বাঙ্গীণভাবে সুসঙ্গতির সহিত
তা'র অন্তর্নিহিত কারণকে উদঘাটন ক'রে
তথ্য-নিরূপণ করাই হ'লো—
বাস্তবে তা'কে উপলব্ধি করা;
কেমন ক'রে,
কিসেই বা তা'
উন্নত বা অবনত হ'য়ে ওঠে,
সুসঙ্গতির সহিত সর্ব্বতোভাবে
তা' নিরূপণ করাই হ'চ্ছে
তা'কে জানা,
আর, নিরূপণ মানে
নিশ্চিতভাবে রূপায়িত করা,
এবং তা'ই তা'র সমাধান,
আর, মনীষাও সেইখানে। ৬০।

যা' জান না,
তা'কে যদি জানতে চাও,
জানার জন্য পুনঃ-পুনঃ চেষ্টা কর—
যতক্ষণ না তা'কে
সর্ব্বতোভাবে আয়ত্তে আনতে পারছ;
একবার না পারলে দশবার কর,
দশবার না পারলে—
ঐ আয়ত্তে আনা
সব রকমেই যতক্ষণ না হ'চ্ছে
তা'কে কিছুতেই ছেড়ো না,
প্রভু হ'য়ে ওঠ তা'র;

এই পন্থায় চললে
যতই অবোধ থাক না কেন,
ক্রমশঃই শুভদ হ'য়ে উঠবে—
শুভ-সুন্দরে সুপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে। ৬১।

কা'র উপলক্ষে
বা কোন্ উপলক্ষে
কী কথা কেমন ক'রে বলা উচিত,—
কোন্-কোন্ জিনিসপত্র
কেমনতর ত্বারিত্য নিয়ে
সুবিন্যস্ত ক'রে
উপযুক্ত স্থলে
অর্থাৎ যেখানে রাখলে
যা'র দরুন রাখছ তা'র সুবিধা হয়,
সঙ্গে-সঙ্গে সবারই সুবিধা হয়—
এমনতর বিবেচনার সহিত যদি না রাখ,—
এবং তৎ-সম্পর্কে যা' করণীয়
সেগুলি যদি নিষ্পন্ন না কর,—
তোমার ধী
সক্রিয় বিন্যাসে
সমীচীনতায়
সাম্য লাভ করবে না কখনও,
তোমার জানাশুনা যতই থাক্ না কেন,—
তুমি কিন্তু বেকুব;
তাই, সৌষ্ঠব-ত্বারিত্যের
সুবিনায়িত অনুশীলনে
অবস্থা ও প্রয়োজনবোধে

কোথায় কেমন ক'রে কী করতে হবে,—
মাথায় নিয়ে বোঝা ও কর,
এই অনুশীলনতাই তোমাকে
দক্ষ ধী-সম্পন্ন ক'রে তুলবে। ৬২।

যা' জান—
তা' সমীচীনভাবেই জেনো,
জানাটাকে আরো—
আরো হ'তে আরোতে
উদ্বোধিত ক'রে তোল,
স্থূল হ'তে সূক্ষ্মেতে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোল,
যা'-কিছুর বাস্তব সমন্বয়ে
তা'র ভাল দিকটাও দেখ,
মন্দ দিক্‌টাও দেখ;
মন্দ—
যা' নাকি অস্তিত্বের পক্ষে খারাপ,
ভাল—
যা' নাকি অস্তিত্বের পক্ষে শুভ,
শুভকে
সুসন্দীপনায় সন্দীপিত ক'রে
যেখানে যেমন খাটে তেমনি লাগাও,
মন্দকে
বিহিতভাবে বিনায়ন ক'রে
তা'র কোথায় কী প্রয়োজন হ'তে পারে—
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে
দেখে-শুনে-বুঝে

যেখানে বিনিয়োগ করা উচিত তা' কর;
এমনি ক'রেই
সব জানাকে
সুঠাম সংস্করণে জেনে
যেখানে যেমনতর নিয়োজনের প্রয়োজন—
যে-সময়ে যা'র ব্যবহার অনিবার্য্য—
সে-সময়ে
তেমনি ক'রেই তা' ক'রো—
তা'র সাত্বত অভিদীপনার ব্যাঘাত না এনে
নিয়ন্ত্রণে শুভ-সম্বদ্ধ ক'রে তোলে
এমনতর ক'রে,—
বাস্তব পরিপ্রেক্ষায়;
ক্রমে-ক্রমে
শিষ্ট পদবিক্ষেপে
এমনি ক'রেই এগিয়ে চল—
আরো হ'তে আরোতে
আরোতরে—
একটা সার্থক নন্দনার
কৃতি-পারিজাত-আসনে
নিজেকে নিবিষ্ট ক'রে;
আর, তা' হ'তে
যা' আত্মপ্রসাদ জ'ন্মে থাকে,
সেইটিই হ'চ্ছে—
সার্থকতার হোম-আশিস্। ৬৩।

যা' দেখে বোঝা যায়—
তা' দেখেই বোঝ,

যা' শুনে বুঝতে হয়—
তা' শুনেই বোঝ,
যা' দেখেশুনে বুঝতে হয়—
তা' ঐ দেখাশোনার ভিতর-দিয়েই বুঝে নাও,
যা' অনুভব করা ছাড়া বোঝার উপায় নেই—
তা' অনুভব ক'রেই বোঝ,
আর, এর ভিতর-দিয়ে
সবগুলিকে তোমার বিবেচনার
বিন্যাস-বিভূতি দিয়ে
বিন্যস্ত ক'রে তোল;
আবার, কিসে কিভাবে
কেমনতর অনুভব হয়,—
সেই অনুভূতি আবার
কেমনতর কী রূপ সৃষ্টি ক'রে
সত্তাকে কী অবস্থার পর্য্যায়ে
পর্য্যায়শীল ক'রে তোলে,—
বেশ ক'রে সেগুলিও এঁচে নাও;
এমনি ক'রেই বিদ্যমান সব-কিছুকে
অর্থান্বিত বিনায়ন-বিভূতিতে
ক্রিয়া-তাৎপর্য্যে বিন্যস্ত ক'রে ফেল;
এই সঙ্গতিশীল বিন্যাস-বিবেচনার বিনায়নে
বোধসম্পদ্‌কে বাড়িয়ে তোল—
অর্থান্বয়ী উৎক্রমণায়;
বিদ্যাবত্তা
এমনতরই সঙ্গতিশীল উৎক্রমণায়
তোমার বোধ-বিভূতিতে আবির্ভূত হোক;

ক্রিয়াশীল বিনায়নায়
পারস্পরিক কারণ-তাৎপর্য্যে
জেনে,
শুনে,
বুঝে
বোধবিভব-বিভূতিতে
ঐশ্বর্য্যের উৎক্রমণী তাৎপর্য্যে
সক্রিয় জ্ঞান-কুশলতায়
তোমার ব্যক্তিত্ব
বিভব-কুশল হ'য়ে উঠুক;
তুমি জান,
আর, জেনে বিহিত ব্যবস্থিতি নিয়ে
আশপাশের যা'রা জানবার উপযুক্ত—
তা'দিগকে জানাও;
এই জানা যেন
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রিত করে—
বিশেষ বিধায়নায়
বিধি-সঙ্গতির পরম ঐশ্বর্য্যে;
ধারণ-পালন-অনুবেদনায়
সব যা'-কিছুকে
যা'র যেমন লাগে
তেমন ক'রেই বিহিত পরিচর্য্যায়
বর্দ্ধিত ক'রে তোল। ৬৪।

লেখাপড়া শিখতেই হবে তোমাদের,
কিন্তু তা' শুধুমাত্র
শিক্ষার তক্‌মা পাওয়ার জন্যই নয়কো,—

অধ্যয়নের জন্য,
—অধ্যয়ন মানেই হ'চ্ছে
আয়ত্তের পথে চলা,
যা' শিখছ—
সেগুলিকে যা'তে
বিহিতভাবে ধারণ করতে পার—
বোধি-বিনায়নী তৎপরতায়,
ফুটন্ত ক'রে
বাক্যে-ব্যবহারে-আচরণে
উপচয়ী অনুশীলনী অনুচর্য্যায়;
শুধু তাই নয়কো,
তা' আবার
অনুশীলন-তৎপরতার
যোগ্যতায় অধিরূঢ় হ'য়ে
সত্তা-পরিপোষণায় সার্থক হ'য়ে ওঠে যা'তে,—
তা'ই ক'রতে,
নির্দ্বন্দ্ব হ'তে,—
সমস্ত প্রবণতা ও প্রবৃত্তিগুলিকে
অমনতরভাবে শিক্ষায় দক্ষ ক'রে তুলে'
কুশল-তৎপরতায়
তা'র তাৎপর্য্য-অনুধাবনে
বিহিতভাবে বিহিতস্থলে
তা'র সমীচীন প্রয়োগে
কৃতি-কুশল দক্ষতা নিয়ে
তা'কে সত্তায় সার্থক ক'রে তুলতে—
রক্ষণায়, পোষণায়,
আপূরণী, বর্দ্ধনা-দীপনায়

উপযুক্তভাবে ব্যবহার ক'রে,—
সঙ্গে-সঙ্গে পরিবেশকেও
ঐ অমনতরভাবেই
শিক্ষায় দীক্ষিত ক'রে
অমনতর ক'রেই তৎপর ক'রে তুলতে,—
যা'তে সপরিবেশ
কর্ম্মমুখর জানার অনুশীলনে
যোগ্যতায় অধিরূঢ় হ'য়ে
তা'কে সত্তায় সার্থক ক'রে তুলে'
সংরক্ষণী, সম্পূরণী, সম্পোষণী অভিদীপনায়
জানাগুলিকে ব্যবহার ক'রে
কৃতী গবেষণায়
সুকেন্দ্রিক অন্বিত সঙ্গতিতে
আরো পথে চলতে পারা যায়—
এমনতরভাবে;
নতুবা লেখাপড়া শিখলেই,—
দুটো প্রবন্ধ-রচনা ক'রতে পারলেই,—
চাকরী-বাকরীর তৈল-মর্দ্দন-তৎপরতায়
গর্ব্বেপ্সাকে ধন্য ক'রে তুললেই,—
বিক্ষুব্ধ হৃদয় হ'য়েও
বাহ্যতঃ দম্ভসহকারে
পাণ্ডিত্যের গর্ব্বেপ্সু অভিযান নিয়ে চললেই,—
ভাববিভোর না হ'য়ে
লোক-দেখান আড়ম্বরবহুল হ'লেই,—
দৈন্যক্লিষ্ট ক্লেদসঙ্কুল হৃদয় নিয়েও
মানুষের কাছে
নিজের আত্মম্ভরি দাবীর

প্রতিষ্ঠা-পরিচর্য্যায়
ধন্যবাদ-আহরণে
প্রয়াসশীল হ'য়ে চললেই,—
শিক্ষা সার্থক হয় না তা'তে;
শিক্ষায় যেখানে
সুকেন্দ্রিক তৎপর-অনুবেদনা নেইকো,
শ্রেয়কেন্দ্রিকতায়
সেগুলি সার্থক হ'য়ে ওঠেনিকো,
তেমনতর লাখ শিক্ষার তক্‌মায়
ভূষিত হও না কেন,
তা' কিন্তু
জাহান্নমের অনুমোদন-পত্র সংগ্রহ ছাড়া
আর কিছুই নয়কো;
ভুল ক'রে ফুলে উঠো না,
বাস্তব বিনায়নে
ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে
দীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
ঐ দীপ্ত চরিত্রে
আলোকিত হ'য়ে উঠুক
তোমার পরিবেশের প্রত্যেকে,—
যা'তে তা'দের চরিত্র
আলো বিকিরণ ক'রতে পারে,
শিক্ষা সার্থক কিন্তু ওখানে;
দুনিয়ায়
এমন লোকও দেখতে পাওয়া যায়—
নিরক্ষর হ'য়েও যা'রা
বাস্তব কর্ম্মদীপনায়

জ্ঞানদ্যুতিসম্পন্ন,
সুকেন্দ্রিক ভাবদীপ্ত,
স্বতঃ-প্রবুদ্ধ,—
তাই, তা'রা
তথাকথিত তক্‌মাওয়ালাদের চাইতে
বিরাট ও মহান—
কিন্তু বিরাটত্ব বা মহত্ত্বের
আত্মম্ভরি-গর্ব্ববিহীন;
শিক্ষার পরম দীক্ষাই আচার্য্যে,
আর, আচার্য্য ঈশ্বরের জ্ঞানপ্রতীক,
ঈশ্বরই শিক্ষার পরম দীক্ষা। ৬৫।

'হয়-না'র গোঁ ধ'রো না,
যা' দেখ—
যা' স্মৃতিতে আছে—
ইতস্ততঃ খুঁজেপেতে,
সার্থকতার যা'-কিছু মেলে
জোগাড় কর;
'হয় না' ব'লে উড়িয়ে দিলে—
বিশেষতঃ সাত্বত বা সৎ যা'-কিছুকে,—
হওয়ার তালে আনতে পারবে না;
অসৎ যা'-কিছুকেও অমনি ক'রে জান,
আর সেগুলিকে
সমীচীনভাবে
নিরোধ করা যায় কী ক'রে,—
খুঁজেপেতে দেখে-শুনে-বুঝে
সুব্যবস্থায় তা' আয়ত্ত ক'রে রাখ;

যদি তা'তেও বিহিতভাবে
সার্থক সঙ্গতিশীল না হ'য়ে ওঠে,
তবুও তোমার চিন্তাচর্য্যায় তা' রেখে দিও—
যতক্ষণ-না
'হ্যাঁ' বা 'না'র বাস্তব সঙ্গতি মেলে;
যা' সত্তাসঙ্গতির,
সত্তা-সার্থকতার
আর, সার্থক-সম্বর্দ্ধনার অন্তরায়
তা'কে নিরোধ ক'রে
সম্বর্দ্ধিত কর—
সাধু ও সার্থক সৎ-সন্দীপনায়;
সব যা'-কিছুর প্রতি
অনুকম্পাশীল অনুচর্য্যা
ও সন্ধিৎসার সুসন্দীপ্ত
বোধ-বিনায়নী সার্থকতা নিয়ে
যা'তে বাস্তব সঙ্গতিতে
সুদৃঢ় হ'য়ে থাকা যায়,—
জীবনচলনাকে
এমনতরই সহজ ক'রে ফেলতে সচেষ্ট থাক;
অনেক ব্যাঘাত এড়িয়ে
ব্যবস্থ হ'য়ে
উন্নতির দিকে চলতে পারবে। ৬৬।

যা'ই দেখ না কেন,
যা'ই কর না কেন,—
তা'র তাহাত্মকে
একটু আগ্রহ নিয়ে

জানতে চেষ্টা কর,
বুঝতে চেষ্টা কর;
তা'র বিন্যাসগুলির বিশেষত্ব-সহ
গোটা বাস্তবতাকে
সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
নেড়ে-চেড়ে দেখ,
নানারকমে তা'কে জান,
এমনি ক'রেই
সব যা'-কিছুকে জানার চেষ্টা ও জানা,—
তা' থেকে
নানা রকমারিগুলিকে
তেমনি ক'রে বুঝে-সুঝে
জানার চেষ্টা ও জানা,—
ক্রমে-ক্রমে
একটা মোক্তা বোধ এনে দেবে,—
দেখে
বুঝে
যা'তে তা'কে জানতে পারা যায়,
খুঁজতে গেলে—
প্রথমে হয়তো কিছু পাবে না,
কিন্তু প্রথমে
'না' ধ'রে নিয়ে এগুলে
পরে হয়তো আর কিছুই পাবে না;
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যকে ভুলো না,
ঐ সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যকে বিনিয়ে-বিনিয়ে
সার্থক ক'রে নিয়ে
মোট বস্তুটাকে যদি জেনে নিতে পার—

তা' থেকে তা'র সূত্র বের কর,
আর, সূত্রগুলিকে মিলিয়ে নিয়ে
বিশেষ ব্যাপারে
বিশেষ ক্ষেত্রে
সূত্রে উপনীত হও,
এমনি ক'রে ঐ সূত্রের ভিতর-দিয়ে
অনেক কিছুর সব যা'-কিছুকে
জানতে পার কিনা দেখ;
এমনি ক'রতে-ক'রতে
ক্রমে-ক্রমে তুমি বোধবিৎ হ'য়ে উঠবে,
আগ্রহ-উদ্দীপনা ও করাই
তোমার জীবনের খেলনা হ'য়ে উঠবে;
আর, তা'র উৎসর্জ্জনাই হ'য়ে উঠবে
তোমার উপভোগের সামগ্রী,—
তা'র সম্বর্দ্ধনী অনুচলন হ'য়ে উঠবে
তোমার জীবনের শুভ নিশানা,—
যা' দিয়ে
তুমি অমৃতের দিকে হাত বাড়াতে পারবে—
ক্রমে-ক্রমে
সমস্ত বিষয় ও ব্যাপারকে মন্থন ক'রে,
ক্ষয় ও ক্ষতিকে নিরোধ ক'রে;
চল—
শাশ্বত সাত্ত্বিক শৌর্য্যে
অমৃতকে আয়ত্ত কর,
আর, তা' প্রতিটি ব্যষ্টিকে
পরিবেশন ক'রে চল—

অমর উৎসারণা নিয়ে,
স্বস্তি-সঙ্গীতে ভরপুর হ'য়ে;
তোমার অন্তঃকরণ
উচ্চৈঃস্বরে ব'লে উঠুক—
'শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ'। ৬৭।

পঠন, পাঠন, লেখা—
তিন মিলনে শেখা। ৬৮।

আলোচনার সৌষ্ঠব-সমন্বয়ের জন্য
তোমার কাছেই যেন সাজানো থাকে
উপযুক্ত পুস্তকগুলি;
বইয়ের দঙ্গল থাক্—
কিন্তু জঙ্গল ক'রে রেখো না,
পুস্তক-পরিচর্য্যায় বিহিত দৃষ্টি রেখো;
শিক্ষার প্রথম উন্মেষই হ'চ্ছে—
পুস্তকের যত্ন
ও পুস্তক-পরিচর্য্যায়। ৬৯।

যে-সব শব্দের সন্ধান আবশ্যক,
তা' খোঁজ কর,
খোঁজ ক'রে
যেখানে যেমন ক'রে পাও,
তা'র ইতিবৃত্ত-সহ
তোমার খাতায় লিখে রাখ—
যতখানি পাও,
তাহ'লে তোমার শব্দের বোধ ও বিন্যাস

ক্রমশঃই বেড়ে চলতে থাকবে;
ঐ অভ্যাসে তা'র ব্যবহারও
বিহিত জায়গায়
বিহিত রকমে করতে পারবে;
তোমার জানার পথও
পরিষ্কার হবে তেমনি । ৭০।

মনোযোগী হ'তে যেও না,
আগ্রহকে বাড়িয়ে তোল—
মনোযোগ আপনিই আসবে। ৭১।

যেমন অন্তরাসী হ'য়ে
মানুষ উপন্যাস পাঠ করে
বা অভিনয় দেখে,—
তা'তে যেমনতর মনোযোগী অভিব্যক্তি হয়—
ঐ অমনতর মনোযোগই
সামঞ্জস্য-শাসক প্রায়শঃ;
তাই, মনে রাখার অভিপ্রায়-আধিক্য নিয়ে
মনোযোগের চাপান যতই দেওয়া যায়—
বিস্মৃতি ততই এগিয়ে আসে। ৭২।

নিষ্ঠা যার যত কম—
অমনোযোগীও সে তেমনি তত,
এই অমনোযোগ
বস্তু বা ব্যাপারকে
বিহিতভাবে না দেখেই
মনে যা' এল তা'ই ক'রে ফেলে;
তুমি বোধদীপ্ত ঊর্জ্জনা নিয়ে

দেখ, শোন, বোঝ, কর,—
সার্থকতা তোমাকে অভিনন্দিত ক'রে চলুক। ৭৩।

যদি স্মৃতিকেই তাজা রাখতে চাও—
তোমার মানস-প্রবৃত্তিকে
স্মৃতি-ভজন-তাৎপর্য্যে
নিয়োজিত ক'রে রেখো—
অভ্যাসের অনুকম্পী তৎপরতায়,
তা'তে জাগবে তোমার বোধ,
জাগবে তোমার স্মৃতি,
ঐ বোধ ও স্মৃতির শুভ সঙ্গমস্থল হ'চ্ছে—
অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠা,
আর, নিষ্ঠায় আছে—
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ,
শ্রমসুখপ্রিয়তার উচ্ছল উর্জ্জনা;

অভ্যাসের প্রবৃত্তি
ওর থেকেই উৎপন্ন হ'য়ে থাকে,
কথায় বলে—
'আচারঃ পরমো ধর্ম্ম',
যা'কে ধ'রে রাখতে চাও—
সেই আচরণে অভ্যস্ত হ'য়ে চল—
অস্খলিত হ'য়ে,
তা'র ফলে আসবে—
আবৃত্তি,

কথায় বলে—
'আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী'। ৭৪।

ভুল কেন হয়—
তা' কি ভেবে দেখেছ?
চিন্তার ভিতর-দিয়ে
সেগুলিকে
মননশীল তাৎপর্য্যে বিন্যাস ক'রে
বোধায়নী তৎপরতায়
নিবিষ্ট ঔৎসুক্য নিয়ে
তা'কে কি সংস্থ ক'রে রেখেছ?
তোমার মস্তিষ্কের
ভাবদীপনী অনুভবের ভিতর-দিয়ে
যা'তে যেগুলি মনে আছে,—
আর যেগুলি মনে নাই,—
তা'র রকম-সকম কেমনতর—
তা' বোধগম্য ক'রে
ভুলকে
সহজসিদ্ধ নিরাময় করা যায়—
তা' কি দেখেছ?
তা' দেখ নাই,
ভাবসন্দীপনী তাৎপর্য্যে
বোধদীপ্ত রাগরশ্মি দিয়ে
স্মৃতিকেন্দ্রগুলিকে
উচ্ছল তাজা ক'রে রাখনি
বা রাখা হয়নি,
তাইতো ভুল হয়;
আর, ভুল যা' হয় না—
সেগুলি অমনতরভাবেই
স্মৃতিপটে সংরক্ষিত হ'য়ে আছে;

ভুলকে এড়াতে গেলে—
বোধবিনায়িত ব্যাপারগুলিকে
স্মৃতি-সন্দীপনায়
সুষ্ঠু উচ্ছল ক'রে
সংস্থ ক'রে রাখতে হবে,—
যা'তে তা'র একটা কিছু
মনে ক'রলেই
বা মনে করিয়ে দিলেই
সেগুলি ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে,
কোন ব্যাপার বা বস্তুর সম্মুখীন হ'লেই
তদনুগ তাৎপর্য্যে
সেগুলি অন্তরে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে;
যতটা এমন ক'রে চলতে পারবে—
ভুলও তত কম হ'য়ে উঠবে,
জাগ্রত স্মৃতি নিয়ে
তুমি চলতে পারবে;
এই স্মৃতিকে যতই
সুষ্ঠু, সুন্দর ও তীব্র ক'রে রাখবে—
তোমার যে স্রোতল গতি
ইহ-পরকালকে ব্যক্ত ক'রে
ব্যক্ত ঊর্জ্জনায় চলবে—
বিবেক-বিধায়নার ভিতর-দিয়ে,—
তুমি তা'তেও জাগ্রত হ'য়ে থাকতে পারবে;
ভুল শোধরানোর মরকোচ এইতো—
আমি যা' বুঝি। ৭৫।

বিষয়ান্তর-অবধায়িতার ভিতর-দিয়ে
মস্তিষ্কের বিশ্রাম তো হয়ই,

অন্যান্য বিষয়ের অর্থ ও তাত্ত্বিক সঙ্গতিরও
উদ্‌ঘাটন হ'য়ে থাকে—
অবশ্য যদি শ্রেয়কেন্দ্রিক
বিন্যাস-অনুপ্রাণনা থাকে,
নতুবা, বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের
বিষয়ান্তরে অন্ধতাই জন্মে থাকে। ৭৬।

তোমার উদ্দেশ্য ও অনুপ্রাণতা
একানুধ্যায়ী, একার্থী, ঐকান্তিক
সক্রিয় হ'য়ে উঠবে যতই,—
মস্তিষ্কও তত উর্ব্বর হ'য়ে উঠতে থাকবে স্বতঃই। ৭৭।

যে-শিক্ষা স্বাভাবিকভাবে
চাকুরীকেই সর্ব্বস্ব ব'লে জানিয়ে দেয়—
তা' তোমার যোগ্যতাকে
জব্দ ক'রবেই কি ক'রবে,
—সাবধান থেকো। ৭৮।

শ্রেয়ার্থ-উপচয়ী তৎপরতায়
অসুবিধার সার্থক হৃদ্য সৎ-বিনায়নে
মানুষের যে-শিক্ষা বা আহরণ,—
তা' মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করে
অতি শীঘ্রই এবং সহজেই। ৭৯।

যা'-কিছু বা কোন-কিছুকে তত্ত্বতঃ জেনে
অন্বিত সঙ্গতিতে
সক্রিয় তৎপরতায়

বাস্তবে বিনায়িত ক'রে
অস্তিবৃদ্ধির পোষণপূরণী ক'রে
নিয়োজিত ক'রতে পারাই হ'চ্ছে—
শিক্ষার শুভদীক্ষা,
দক্ষকুশল যোগ্যতার জীবনমন্ত্র,
অর্থনীতির সার্থক সম্বেদন। ৮০।

নিষ্ঠাপ্রবুদ্ধ,
সুকেন্দ্রিক, সন্ধিৎসু
সার্থক সঙ্গতিশীল
দায়িত্বপূর্ণ সেবা-আরতিই হ'চ্ছে—
কৃতিশীল শিক্ষার প্রাকৃতিক বেদী। ৮১।

ধৈর্য্য ও নিপুণতা নিয়ে
যা' শিখতে চাও তা' শেখ,
যোগ্যতা অর্জ্জন কর,
সঙ্গে-সঙ্গে দক্ষতাকে বাড়িয়ে তোল—
ক্ষিপ্র প্রাচুর্য্যে
সময়ের উপকর্ষী ব্যবহারে,
তোমার কর্ম্ম প্রাণপুষ্ট হ'য়ে উঠুক। ৮২।

জীবন-যাপনের পক্ষে
প্রাত্যহিক ও প্রায়শঃ প্রয়োজনীয় যা',—
যা'ই কর আর তা'ই কর,—
সেইগুলির প্রস্তুত-প্রণালীকে
আগে এস্তামাল ক'রে ফেল—সপরিজন,
যা'তে তা'র জন্য

অন্যের মুখাপেক্ষী না হ'তে হয় প্রায়শঃ,
তারপরে আর যা' করবার তা' কর;
এর অভাবে
মানুষকে অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়,
আর, অন্যায্যভাবে
অন্যের মুখাপেক্ষী হ'তে হয়,
যা'র ফলে
জীবন-চলনা ব্যাহতই হয় অনেক ক্ষেত্রে,
আর, দুঃখ ও ক্ষোভের উৎপত্তি হয়। ৮৩।

বিদ্যাকে জেনো—
তা'র প্রকৃতি দেখে—
উপযুক্ত পর্য্যবেক্ষণে অভ্যাস ক'রে,
আর, অবিদ্যাকে জেনো—
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে
বিহিতভাবে
তা'র প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণে,
ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে নয়;
এমনি ক'রে
সৎ-অসৎকে
যা'তে উপযুক্তভাবে ব্যবহার ক'রতে পার,
শিষ্টভাবে তা'তে উপযুক্ত হও। ৮৪।

তুমি সৎকে যদি না জান—
অসৎকেও কিন্তু বুঝতে পারবে না,
আবার, অসৎকে যদি

বাস্তবভাবে না বুঝতে পার—
সৎ যা'-কিছু
তা'ও তোমার কাছে
প্রহেলিকার মতই হ'য়ে থাকবে;
তাই, অসৎকেও জান—
সৎকে মুখর ক'রে তুলতে,
কৃতিদীপনায় কৃতকৃতার্থ ক'রে তুলতে,
তৃপ্তির অঢেল উচ্ছলতায়
নিজেকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলতে,
অসতের প্রতিটি সংঘাতকে ব্যাহত ক'রে
নিজেকে সৎ-স্থায়িত্বে
নিটোলভাবে প্রতিষ্ঠা ক'রতে,
অযুত-আয়ু হ'তে,
সত্তায় সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে
নিজেকে উচ্ছলস্রোতা ক'রে তুলতে,
পরমার্থে
সব যা'-কিছু নিয়ে
তোমাকে বাস্তবভাবে অর্থান্বিত ক'রে তুলতে। ৮৫।

কী-অবস্থায় কী হ'তে পারে—
তা' দর্শন ও চিন্তনী তাৎপর্য্যে
যথাসম্ভব এঁচে নিয়ে
বাস্তব বীক্ষণায় দেখো—
তা'র সাথে কতখানি মিল হ'ল,
আর, গরমিলই বা কতখানি হ'ল;
যা' মিল হ'ল—
সেগুলিও ধীইয়ে দেখো,

যা' মিল হ'ল না—

তা'ও ভালভাবে বুঝে-সুঝে নিও;

এমনতর ক'রেই

তোমার মানস-পর্য্যালোচনাকে

বিশুদ্ধ করতে চেষ্টা কর,

পর্য্যালোচনী দৃষ্টি—

ক্রমে-ক্রমেই দেখো—

তোমার পক্ষে কতখানি শুভপ্রসূ হ'য়ে ওঠে। ৮৬।

যে-অবস্থায়ই পড় না,

যা'ই কিছু কর না,

তা'র পূর্ব্বাপরে কী হ'তে পারে—

ভালই বা কী,

মন্দই বা কী,

লহমায় তা' এঁচে নিও,

সঙ্গে-সঙ্গে মন্দকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে

নিরোধ ক'রতে—

শুভকে সুব্যবস্থিতির সহিত বিভবান্বিত করতে

যে-সব তুকতাকের দরকার—

কুশলকৌশলী তৎপরতায়

তা'র ব্যবস্থা ক'রেই রেখো;

আপদ যেন

তোমার গতিকে

মন্থর বা নিরুদ্ধ ক'রে তুলতে না পারে;

এই এঁচে নিয়ে

কোথায় কেমনতর কী ক'রে রাখতে হবে—

যা'র ফলে, অনর্থ নিরুদ্ধ হ'য়ে

সার্থকতা সম্বৃদ্ধ হ'য়ে চলে,—
তা'র কায়দা-করণগুলিকে
পটু দৃষ্টি ও পটু বিবেচনায়
সমাধান করার অভ্যাস
ছোট-ছোট কাজের থেকেই আরম্ভ ক'রো—
এমনভাবে—
যা'তে কোন-কিছু করতে হ'লেই
ঐ অমনতর না ক'রেই পার না;
এক-কথায়, তোমার জীবনটাকে
শিক্ষা ও অনুশীলনময় ক'রে তুলো,
দেখবে—
অনেক বিপর্য্যয়ের হাত এড়িয়ে
উপচয়ী বিভবে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে উঠবে। ৮৭।

আলস্যের অবদানকে সমর্থন ক'রে,
তা'কে খাতির ক'রে,
কৃতি-অভিনিবেশকে
অবদলিত ক'রে তুলো না,
ঐ কৃতি-অভিনিবেশই কিন্তু
তোমাকে
বাস্তব শিক্ষায় দক্ষ ক'রে তুলে থাকে;
যা' করবে—
তা' তখনই ক'রো,
রেহাই নিও না—
উপযুক্ত অবস্থায়;
বিভুর এই কৃতি-অবদানই
সুষ্ঠু সম্বর্দ্ধনায়

মানুষকে
আশিস-নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
স্বস্তিকে আবাহন করে;
সৎ যা'-কিছু তা'কে আয়ত্ত কর—
কৃতিতপা হ'য়ে,—
যা' তোমাকে বিদ্যোৎসাহী ক'রে তোলে;
অসৎকেও অমনি ক'রেই দেখো,—
যেন তা'কে
বিহিত স্থলে
বিহিত নিরোধ ক'রে
তোমার জীবন-তাৎপর্য্যকে
সুঠাম ক'রে তুলতে পার;
অলসতার খাতিরে
মানুষ স্থবির হ'য়ে ওঠে,
ব্যতিক্রমী দুষ্ট ধারণা নিয়ে
হয়তো সে শুভকেই
অশুভ ব'লে ভেবে নেয়,
আবার, হয়তো ভ্রান্তির প্রলোভনে
অসৎকে শুভ ব'লেই আগলে ধরে;
তুমি অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠা নিয়ে
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমসুখপ্রিয়তার উপযুক্ত অনুনয়নে
সত্তাকে স্বস্থ ক'রেই রেখো,
বিকৃত হ'তে দিও না,
কৃতিতপকে পরিহাস ক'রো না,
আনত আলিঙ্গনে
কৃতিতপকে

জীবনের সৌষ্ঠব-উর্জ্জনা ক'রে রেখো;
অবহেলা তোমাকে কমই অবদলিত ক'রবে। ৮৮।

বৈশিষ্ট্য-হন্তা যে-বিদ্যা বা জ্ঞান
তা' কিন্তু কুবিদ্যা বা কুজ্ঞান,
আবার, বৈশিষ্ট্যপালী, সুসঙ্গত,
সত্তাপোষণী যে-বিদ্যা বা জ্ঞান
তাই-ই কিন্তু সুবিদ্যা বা সুজ্ঞান;
তাই, শেখ, জান,
আর, বৈশিষ্ট্যপালী
সুসঙ্গত সত্তাপোষণী যা'
তা'কেই গ্রহণ কর,
সম্বৃদ্ধও হও তা'তেই,
আর, বৈশিষ্ট্য ও সত্তাবিলোপী যা'
তা'কে নিরোধ ও নিরাকরণ কর,
কারণ, তা' বোধিকে বিপর্য্যয়ে বিক্ষিপ্ত
ও ব্যক্তিত্বকে অসংহত,
বিকট, বিচ্ছিন্ন ক'রে তোলে;
ঐ বিজ্ঞতা জীবনজলুসে
পুরস্কৃত করবে যেমন তোমাকে,
তেমনি অপরকেও। ৮৯।

বৈশিষ্ট্য দেখে
বিশেষের ভাবকে অনুধাবন কর,
আর, তা'র কৃতি-অনুচর্য্যা দেখেও
ঐ ভাবকে
নির্দ্ধারণ করতে চেষ্টা কর—

কৃতি ও বিশেষত্বের সাথে খাপ খায় কতখানি,
যতখানি খাপ খায়—
তা' ঐ বিশেষেরই অনুবেদনা;
যেখানে যতটুকু ব্যতিক্রমদুষ্টি থাকে—
তা'কে বিনায়িত করতে চেষ্টা কর,
বিশেষের সন্দীপনা যেখানে আছে—
তা' যদি স্বস্থ হয়—
তা'কে উচ্ছল ক'রতে চেষ্টা কর,
এক-কথায়,
যা'তে সব-কিছু ভালভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়—
তা' কর বা ক'রতে চেষ্টা কর;
ব্যতিক্রমদুষ্ট যা'রা
তা'দের স্বভাবও ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে থাকে;
আর, স্ব-কে জান—
স্ব-এর ভাব দেখে,
ভাব যেখানে যেমন তৎপর বা স্বতঃ—
তা' দেখে-বুঝে
ভাবের গতি
এমনতরভাবে বিশ্লেষণ ক'রে
বিহিত বিনায়নে সংশ্লিষ্ট ক'রে
যতখানি পার
তা'কে সাত্বত উদ্দীপনায়
নিষ্ঠানিবেশী তৎপরতায়
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের
সার্থক সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
শ্রমসুখপ্রিয়তার উদ্দীপনাকে
সচ্ছল করতে যদি পার—

সে হয়তো
সৎজীবন লাভ করতে পারে,—
যদিও মহাজনরা বলেন—
মানুষের প্রকৃতি বদলায় না,
কারণ, তা'র অন্তঃস্থ স্বাভাবিক বিক্ষোভ
ক্ষুব্ধ হ'য়ে থাকে;
চেষ্টা কর—
যদি পার ভাল,
সে হয়তো
এই শরীরেই
নবজীবন লাভ ক'রতে পারে। ৯০।

তোমাদের সত্তা-পোষণ-বর্দ্ধনার অনুপূরক—
এমনতর শিক্ষা বা বিদ্যা
যেখানে যে-দেশে যা' পাও,—
তা' শিখতে এতটুকুও পশ্চাৎপদ হ'য়ো না,
তা' যা'তে
ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যকে
বিনায়িত করতে পারে,
বিবর্দ্ধিত করতে পারে,—
তদনুগ নিয়মনে ব্যবহার কর তা'কে;
আবার, ঐ শিক্ষাগুলিকে
সুসন্ধিৎসু গবেষণার ভিতর-দিয়ে
এমনতর ক'রে ফেল—
যা'তে তা'র অনুশীলন
তোমার পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রের পক্ষে
সম্ভব হ'য়ে ওঠে,

শুভপ্রদ হ'য়ে ওঠে,
যোগ্যতা-সন্দীপনী হ'য়ে ওঠে;
তা' যদি না ক'রতে পার,
সে-শিক্ষা কিন্তু তোমাদিগকে
স্বাবলম্বী ক'রে তুলবে না কিছুতেই,
পরমুখাপেক্ষী ক'রেই রাখবে;

যা' শিখছ বা শিখেছ
তা'কে তোমাদের
বৈশিষ্ট্যমাফিক উপযুক্ত ক'রে নিয়ে
যা'তে তা' তোমাদিগকে
সর্ব্বতোভাবে উপচয়ী ক'রে তুলতে পারে—
তাই-ই ক'রো,
তখন ঐ শিক্ষা তোমাদের
স্বভাবে আয়ত্ত হ'য়ে
নবীন দীপনায়
উদ্বর্দ্ধনারই হবিঃ হ'য়ে উঠবে,
শ্রেয়ের অধিকারী হবে তোমরা;
নয়তো, ঐ শিক্ষা
যদি তোমাদের বৈশিষ্ট্যকে বিধ্বস্ত ক'রে তোলে,—
নিজেদের উপচয়ী ক'রে
তা'কে বিনায়িত করতে যদি না পার,—
তবে ব্যর্থতা ও বিড়ম্বনারই
বিদ্রূপাত্মক অভিযান ছাড়া
আর কিছুই হ'য়ে উঠবে না;
তাই, যা'ই শেখ,
মনে রেখো—

তা'কে নিজেদের উপযোগী ক'রে নিতে হবে—
যা'তে তা' তোমাদের আপূরয়মাণ আদর্শ,
ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যকে
প্রতিহত না ক'রে
প্রতিপালন করতে পারে;
ঈশিত্ব মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে আধিপত্যে,
আধিপত্যেই অন্তঃস্যূত ঈশী-সম্বেগ। ৯১।

পৃথিবী টুঁড়ে
নানা আবহাওয়া অতিক্রম ক'রে
নানাবিদ্যা শিখলেই
যে তোমার উন্নতি হ'তেই হবে—
তা'র কোন মানে নেইকো,
তুমি যেই হও আর যা'ই হও—
পণ্ডিতই হও,
মুর্খই হও,
আর, ক্রিয়াশীলই হও—
যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি
সন্ধিৎসু অনুধাবনে
তোমার বৈশিষ্ট্যমাফিক উন্নতির
কেন্দ্রায়িত উদ্দ্যোতন সংজ্ঞাকে
ধরতে না পারছ—
বোধ ও বুদ্ধিতে সক্রিয়ভাবে,
উন্নতি
তোমার কাছে সৌষ্ঠব-মূর্ত্তিতে
কখনই উপস্থিত হ'তে পারবে না—
ঠিক জেনো,

তুমি হাত হ'তে পারবে না,
হাতিয়ার হ'য়ে থাকতে পারবে বরং। ৯২।

তোমার বিদ্যা যদি
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ার্থপরায়ণ পরিবীক্ষণায়
ধর্ম্ম ও কৃষ্টিতে সুসঙ্গত হ'য়ে
অতীতের পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনায়
তা' হ'তে সুসমঞ্জস
উপাদান-সামান্যকে আহরণ ক'রে
বর্ত্তমানের সুসম্বুদ্ধ সত্তাপোষণে
ভবিষ্যতের দিকে
সম্বর্দ্ধনী উজ্জ্বল পদক্ষেপে না চলতে পারলো—
সৎ ও অসতের সম্যক্ সুনির্ণয়ে—
একটা সার্থকতার পরম পরিক্রমা নিয়ে—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ তাৎপর্য্যে—
সুসঙ্গত সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বোধবীক্ষণী তৎপরতায়,
তাহ'লে, তোমার শিক্ষাও ব্যর্থ,
শিক্ষকও ব্যর্থ,
একটা ছন্নছাড়া
বিকেন্দ্রিক বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের মত
বিচ্ছিন্ন ও বিভ্রান্ত গতিসম্পন্ন ক'রে তোলা ছাড়া
ও-বিদ্যাবত্তার কোনই সার্থকতা নেই। ৯৩।

আগ্রহসন্দীপ্ত একানুধ্যায়িতা,
ভক্তি, বিনয়, সন্ধিৎসা ও সেবানুচর্য্যা
অর্থাৎ শ্রেয়ানুধ্যায়িতা—
এই হ'চ্ছে বিদ্যার্থীর স্বাভাবিক সম্পদ্,

একেই ভজন বলে;
আবার, মানুষের জীবন-চলনার ভিতর-দিয়েও
এই ভজনই বিভবের স্রষ্টা। ৯৪।

বিদ্যার্থীর রীতি এমনই—
গুরুর চরণ-যুগলে ভক্তিবদ্ধ হও,
তঁৎ-চলন-অনুসারী হ'য়ে চল,
সেবার আলো হাতে ক'রে
সমীচীন প্রশ্নে গুরুকে প্রসন্ন ক'রে
তঁৎ-প্রদত্ত বুঝ অন্তরে ধারণ কর,
গুরু যা' বলেন
নিখুঁতভাবে
তা'র ত্বরিত সমাধানে
ঋদ্ধি ও বৃদ্ধির সুরতরঙ্গে
বোধিকে প্রকট ক'রে তোল। ৯৫।

সার্থক-সুসংযত-বৃত্তি
ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্যপালী অপূরয়মাণ,
বোধি ও কর্ম্মতৎপর,
অচ্যুত একনিষ্ঠ অনুরাগসম্পন্ন
বেত্তা-ব্যক্তিতে
সুনিষ্ঠ অনুরাগমুখর হ'য়ে
তাঁ'তে শ্রদ্ধাসমন্বিত যা'রা,—
তাঁ'র সঙ্গ ও সাহচর্য্য নিয়ে
যা'রা তপশ্চর্য্যায় উদ্বুদ্ধ
ও দৃঢ়-অনুবর্ত্তী আবেগ-সমন্বিত—
কর্ম্মঠ, তৎপর, অনুচর্য্যী ক্লেশসুখপ্রিয়তায়,—

তা'রাই প্রকৃত শিক্ষার্থী
বা শিষ্য হওয়ার উপযুক্ত,
আর, তা'দেরই তপশ্চারী
বোধিসঙ্গত জীবন-অনুক্রমণ
গণ ও পরিস্থিতির অন্তরে
সুকেন্দ্রিক দীপ্তি সঞ্চারিত ক'রে তুলতে পারে,
আর, তা'রাই ধন্য। ৯৬।

যে শ্রদ্ধানিবিষ্ট-চর্য্যাবিহীন,
যে অনুজ্ঞাবাহিতায় মর্য্যাদাহানি মনে করে,
যে কড়া কথা বললে
দাম্ভিকতা নিয়ে
কুটিল তথ্যের অবতারণা করে,
যে শাসন করলে সহ্য করতেই পারে না
ও তদানুপাতিক চলতেও পারে না,
অনুশীলনে ক্রমাগতিহীন,
অলস্য ও জড়তাসম্পন্ন যে,
গালমন্দ-ভর্ৎসনায় বিরূপ হ'য়ে ওঠে যে—
নিবিষ্টমনা হওয়া তো দূরের কথা,—
এমনতর লোকের পক্ষে
ছাত্র বা ছাত্রী হওয়া
বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই নয়কো,
আর, এতে শিক্ষকও
বিড়ম্বিত হ'য়ে ওঠেন প্রায়শঃ। ৯৭।

সুনিষ্ঠ আন্তরিকতা নিয়ে
তুমি যদি আচার্য্যের
অনুসরণ, অনুশীলন ও বিহিত অনুচর্য্যা

না করতে পার বা না কর,—
শিক্ষা গ্রহণ করা
তোমার পক্ষে কি একটা
দিক্‌দারি হ'য়ে উঠবে না?
নিজের মনোমত চলবে—
অনুশীলন ও অনুচর্য্যার তোয়াক্কা না রেখে,
তা'তে তোমার মাত্র
শিক্ষাসঙ্ঘে থাকাই সার হবে;
আর, ঐ থাকার ফলে যেটুকু হয়—
তা' ছাড়া আর কিছু আশা করতে পার?
তাই, যদি শিক্ষা নিতে চাও—
সুনিষ্ঠ আন্তরিকতার সহিত
অনুসরণ কর,
অনুশীলন কর,
অনুচর্য্যা কর,
সমগ্র হৃদয় দিয়ে
আচার্য্য-অনুগতি নিয়ে,—
তবে তো হবে! ৯৮।

যা'রা ইষ্ট বা শিক্ষক-নিদেশ
পরিপালন করে না লাগোয়াভাবে,
তা'দের বোধ ও যোগ্যতা
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তো হয়ই না,—
লাভ হয় তা'দের বখাটে পাণ্ডিত্য শুধু,
আর, যা'রা পরিপালন তো করেই না—
অথচ পরিপালনের ভাঁওতা দেখিয়ে বেড়ায়
গা ঢাকা দিয়ে,

তা'রা নিজেকে তো ঠকায়ই,
লোককেও ঠকায়,
সোজা কথায়, গা-ঢাকা দাগাবাজ হ'য়ে ওঠে;
তাই, তোমাতে যতটুকু সম্ভব হয়
বৃদ্ধিপরতা নিয়ে
ইষ্টনিদেশ অনুসরণ কর,
পরিপালন কর,—
মানুষ হবে,
যোগ্যতায় বিজ্ঞ হবে,
আর, এই অন্বিত সমঞ্জসা বোধি তোমার
প্রাজ্ঞ প্রকৃতিতে
উন্নীত ক'রে তুলবে তোমাকে। ৯৯।

যেখানে
যে-কোন বিদ্যাই শিখতে যাও না কেন—
নিষ্ঠাকে তরতরে ক'রে রেখো,—
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
মানসিক সমতা রক্ষা ক'রে,
আর, মানসিক সমতাও আসে
ঐ নিষ্ঠা হ'তে;
সার্থক সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
যা'-কিছু মিলিয়ে নিয়ে
ন্যায্য ও ন্যায়ী তৎপরতায়
যুক্তিকে
সার্থক সঙ্গতিতে বিনায়িত ক'রে
তেমার অন্তঃস্থ বোধদীপনাকে জাগ্রত ক'রে
স্মৃতিদীপ্ত তাৎপর্য্যে সেগুলিকে গ্রহণ ক'রো;

যা' করবে—
তা' অনুশীলনে অভ্যস্ত হ'য়ে,
অনুশীলন-অভ্যস্ত না হ'য়ে
শুধু কল্পনার ব্যর্থ বিন্যাস ক'রে
তা'কে যদি ছেড়ে দাও—
দেখবে, সেগুলি তোমাতে
সার্থক সঙ্গতিশীল হ'য়ে ফুটে ওঠেনি,
সমীচীনভাবে হাতেকলমে তা' করনি,
সঙ্গে সঙ্গে ঐ বোধবিকারগুলিও
বিভ্রান্ত ব্যতিক্রমে
তোমাকে আন্দোলিত ক'রে
বাস্তবতাকে একটা ভুতুড়ে দৃষ্টি নিয়ে
গলাধাক্কা দিয়ে ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যাবে;
তাই, সাবধান হও,
নিবিষ্ট নিষ্ঠানিপুণ হ'য়ে ক'রো,
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ তো
নিষ্ঠার সাথেই থাকে,
আর, এই নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের
সংযুক্ত দীপনা যা'—
যে-নিষ্ঠা—
তা মানুষকে
বাস্তব উচ্ছলতায় ন্যস্ত ক'রে
বিভূতিবান ক'রে তোলে;
বেশ নজর রেখে চ'লো। ১০০।

তুমি যদি
স্বতঃ-উদ্যোগী উদ্যম অভিপ্রায় নিয়ে

ইষ্ট, আচার্য্য বা শিক্ষকের নিদেশগুলি
শিষ্ট শ্রমসুখপ্রিয়তা নিয়ে
নিষ্পাদন না কর—
সার্থকতার শুভ-সন্দীপনী তৎপরতায়
সেগুলিকে বিনায়িত রেখে—
ধৃতি-আচারে,
শ্রমবিভোর উদ্যম
তোমাকে যদি অজচ্ছল ক'রে না তোলে,
নিষ্পাদনাকে
সৌকর্য্যবিনায়নে বিনায়িত ক'রে
তা' যদি তোমার ইষ্ট, আচার্য্য বা শিক্ষককে
উপঢৌকন না দাও,
বা শিষ্ট সমাধান-সৌন্দর্য্য
তাঁ'র কাছে নিবেদন না কর,
ঠিক বুঝো—
নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ
তোমার অন্তঃস্থ আগ্রহে
শিথিল বিস্তারণায়
বিলোল হ'য়েই চলেছে,
ইষ্ট, আচার্য্য বা শিক্ষক-নিষ্ঠ
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ
উদ্ভাসিত ও উদ্দাম হ'য়ে ওঠেনি তাই;
আর, যতদিন সেটাকে তুমি
উচ্ছল উদ্দীপনামণ্ডিত ক'রে তুলতে না পারছ—
তোমার আগ্রহ ও উদ্যমকে উদ্ভাসিত ক'রে,
তোমার অনুপ্রেরণী অনুচলন

কিছুতেই তোমাকে
শিষ্ট ক'রে তুলবে না,
তৎপর ক'রে তুলবে না,
সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলবে না,
নিষ্পাদন-উদ্ভাসনায় কৃতার্থ ক'রে তুলবে না,
অন্তর-বাহিরে তুমি
উদ্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠতে পারবে না;
অপারগতা অনিচ্ছার পরম বান্ধব,
তুমি স্বাস্থ্যকে সুবিন্যস্ত রেখে
পারগ-উর্জ্জনাকে
উদ্দীপ্ত ক'রে রেখো,
শ্রমপ্রিয়তা তোমার জীবনের
খেলনা হ'য়ে উঠুক,
আর, নিজেকে সংস্থাপিত রেখে চল—
ঐ ইষ্টনিষ্ঠ আনুগত্য
ও কৃতিচর্য্যা-লোলুপতায়,
মানুষ হ'য়েও
হয়তো দেবদুর্লভ হ'য়ে উঠতে পারবে;
তাই বলি—
নিষ্ঠানন্দিত আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
ঐ ইষ্ট, আচার্য্য বা শিক্ষককে অনুসরণ কর,
ঐ অনুসরণ-নন্দনাকে সার্থক ক'রে
তাঁ'দের অঞ্জলি ক'রে তোল,—
মানুষ হ'য়ে উঠতে পারবে,
মানুষ কেন
মানুষ-দেবতা হ'য়ে উঠবে—
বিজ্ঞ বিধায়নার প্রভাবমণ্ডিত হ'য়ে,

সার্থক সঙ্গতির শুভ তাৎপর্য্যে,
ভক্তি ও প্রজ্ঞায় প্রদীপ্ত থেকে। ১০১।

প্রেয়ের অভিপ্রায়-অনুসারী
শুভ-সন্ধিৎসু অকাট্য চলন,
সর্ব্বতোভাবে তাঁ'র স্বার্থকে
নিজেরই সত্তা-স্বার্থ ক'রে নিয়ে চলা,
তাঁ'র প্রতি স্বতঃ-শুভানুধ্যায়ী সেবা-নিরতি,
যত সংঘাতই আসুক না কেন,—
বেদনা-বিরক্তি যতই উদ্দাম হোক না কেন,—
প্রেয়ের প্রতি অচ্ছেদ্য নিষ্ঠায়
প্রতিষ্ঠ হ'য়ে চলা—
যে-প্রতিষ্ঠা নিজের চরিত্রকেই
তাঁ'র রঙে রঙিল ক'রে তোলে,—
তাঁ'রই শুভ-নন্দনায়
নিজেকে নন্দিত ক'রে তোলে,—
তাঁ'রই শুভ-প্রত্যাশায় নিজেকে
কর্ম্মনিরত ক'রে তোলে,—
এগুলি যা'র চরিত্রে জাজ্বল্যমান,
তা'র প্রীতি মেকী নয়কো—
ঝুনওয়ালা,
অর্থাৎ, তা'র অন্তঃকরণ
প্রীতি-রণনে নন্দিত হ'য়েই চলতে দেখা যায়;
আর, এ যা'র থাকে,
তা'র প্রবৃত্তিগুলি
প্রেয়ের পূজা অর্থাৎ সম্বর্দ্ধনা-সঙ্কল্পের ভিতর-দিয়ে
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে

সংগুচ্ছিত হ'য়ে ওঠেই কি ওঠে,
তাই, শিক্ষা সেখানে
স্বতঃ ও সম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠে—
অজ্ঞাতসারে,
স্বভাব-পারম্পর্য্যে;
আবার, ঐ প্রীতির লক্ষণগুলি
যেখানে যত কাণা,—
সেখানে প্রীতি বা ভালবাসা যে মেকী,
আত্মস্বার্থসঙ্কুল কিংবা উদ্দেশ্যমূলক,
তা' কিন্তু ঠিকই,
শিক্ষাও সেখানে
অজ্ঞ,
ব্যত্যয়ী,
অসম্বদ্ধ-জ্ঞানসম্পন্ন। ১০২।

তুমি তোমার শিক্ষককে
সশ্রদ্ধ সেবানুচর্য্যায়
তোমার প্রতি মনোযোগী ক'রে তোল,
যেন তিনি তোমাকে বুঝতে পারেন—
কোথায় কোন্ ত্রুটি বা বিচ্যুতি
তোমাকে অগ্রসর হ'তে দিচ্ছে না
বা কী-কায়দায়ই বা তুমি অগ্রসর হ'তে পার,
আর, তুমি তাঁ'র অনুবর্ত্তী হও
সৎ ও শুভ যা' তা'রই অনুবর্ত্তনে,
অন্তরাসী হ'য়ে মনোনিবেশ কর,
তাঁ'র ভাব, ভাষা, ভঙ্গীগুলিকে
উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর—

যেন সে-উপলব্ধি
তোমার ভিতর এমনতর বুঝ এনে দেয়—
যে-বুঝ সহজ ও পরিষ্কারভাবে
বোধিকে জাগ্রত ক'রে তোলে,
আর, অনুশীলনে অভ্যস্ত হও তা'তে—
যেন তোমার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের ভিতর-দিয়েই
নিজের ভাব-ভাষা-কায়দায়
তা'কে পুনরায় অভিব্যক্ত ক'রতে পার;
নিজে শেখ, অন্যকেও শেখাও,
এই শেখা ও শেখানর ভিতর-দিয়েই
ওগুলি তোমার অধিগত হ'য়ে উঠবে,
শিক্ষালাভ করার এইটিই হ'চ্ছে
শুভ-সম্বর্দ্ধনী সুষ্ঠু পন্থা;
চ'লে দেখ এমনতরভাবে,—
তুমি ব্যর্থ হবে কমই। ১০৩।

তুমি যদি কোন বিষয়ে
বাধ্যতামূলকভাবে মনোনিবেশ করতে
আদিষ্ট হও,
এবং তা'তে অন্তরাসী হ'য়ে না ওঠ,—
তবে ঐ বাধ্যতাই
তোমার ঐ বিষয়ে অন্তরাসী হ'বার
বাধা হ'য়ে উঠবে,
আরো, ঐ বাধ্যতাই ঐ বিষয়ে
তোমার স্বতঃ-সন্দীপ্ত
সঙ্গতিশীল অন্বয়ী চিন্তাতে
বিরাগ সৃষ্টি করবে;

ফলে, ঐ বিষয়ে
সুদক্ষ বোধিকে অর্জ্জন করতে পারবে না,
যা'র দরুন, বহু ক'রেও
বহুদর্শিতা-অর্জ্জন
দুরূহই হ'য়ে উঠবে তোমার পক্ষে;

তাই, যা' ক'রবে,
তা'তে অন্তরাসী হ'য়ে ওঠ,
তা'কে আয়ত্ত করতে লুব্ধ হ'য়ে ওঠ—

এমনতরভাবে—
যা'তে ঐ বিষয়ে সুচিন্তিত সুবীক্ষণা
স্বতঃ হ'য়ে ওঠে তোমার,
এর ফলে, ঐ করার শ্রম
তোমাকে শ্রান্ত ক'রে তুলবে না কিছুতেই,

কোন বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়ার এই-ই তুক;
তাই, কাউকে দিয়ে কিছু করাতে হ'লে
তা'কে অন্তরাসী ক'রে তুলতে হয়,
আর, যে করবে
তা'কেও অন্তরাসী হ'য়ে উঠতে হয়;

অন্তরাসী হওয়া যেখানে যত কম,—
কাজে গাফিলতিও সেখানে তত বেশী,
তাই, সাফল্য ও যোগ্যতাও
সেখানে সুদূরপরাহত;

স্বতঃস্ফূর্ত্ত সুচিন্তিত
সুকর্ম্ম-নিষ্পাদন-তৎপর যা'রা
তা'রাই যোগ্যতা ও কৃতিত্ব আহরণ ক'রে থাকে। ১০৪।

কূট প্রশ্ন ও কুটিল সমস্যা
নিজে-নিজেই সমাধান ক'রতে চেষ্টা কর,
পন্থা তোমার কাছে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠুক;
আবার, তোমাদের মত কয়জন মিলে
ঐ প্রশ্নগুলি বা সমস্যাগুলির মীমাংসাকে
শিষ্টসুন্দর সঙ্গতিতে
বিনায়িত ক'রে চ'লো,
গন্তব্যের নিরিখগুলিকে
বিহিত বিবেকদৃষ্টি নিয়ে বিবেচনা ক'রো,
আর, তোমার নিজে-নিজেরই
সেগুলির মীমাংসা করা ভাল,
যদি নেহাৎ না পার—
তোমার আচার্য্য বা উপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা ক'রে
বিহিত মীমাংসায় উপস্থিত হ'য়ো,
যেমন ক'রে যে-পথে চলা উচিত—
তা'ই চ'লো
আর, তোমার অন্তঃস্থ অস্খলিত ভক্তিকে
কিছুতেই ব্যাহত হ'তে দিও না;
সার্থকতা
সুন্দর বিনায়নে
যেন তোমাদের অন্তশ্চক্ষুতে আবির্ভূত হয়। ১০৫।

শিশুরা যখন হাঁটাচলা ক'রতে শেখে,
অনেকখানি পরিষ্কার কথা বলতে শেখে,
যখন তা'দের মনে
নানারকম প্রশ্ন ও চাহিদার উদয় হয়,
জিজ্ঞাসা করে—

এটা কী?

ওটা কী?

এটা লাল কেন?

এটা কাল কেন?

এটা কেন এমনতর?

ওটা কেন অমনতর?

এটা দাও, ওটা দাও,

আমি দেখব এর ভিতর কী আছে

ইত্যাদি,

প্রকৃতি তখন থেকেই তা'দের ভিতর

শিক্ষার উন্মাদনার উন্মেষ ক'রে দিতে থাকে;

তাই, ঐ উদ্বোধনার সময় হ'তেই

বাপ-মা-অভিভাবক যাঁ'রা

তাঁ'দের একটু সন্ধিৎসাপূর্ণ সাবধানতার সহিত

ঐ প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া ভাল;

অবাস্তব অসঙ্গতিশীল উত্তর দিয়ে

বা অযথা শাসন ক'রে

কিংবা অন্যায্য তোষণ ক'রে

তা'দের ঐ সন্ধিৎসাকে

বিকৃত ক'রে দেওয়া ভাল নয়কো,

কিন্তু সব সময় তা'দের কাছে

তৃপ্তিপ্রদ থেকে

এমনতর সমীচীনভাবে উত্তর দিতে হয়,—

যা'তে তা'রা বুঝতে পারে,

বুঝে সুখী হয়,

আর, কোন্ জিজ্ঞাসার সাথে কোন্ জিজ্ঞাসার

কতখানি মিল,

কতখানি গরমিল,
কোন্ বস্তুর সাথে কোন্ বস্তুর
কতখানি মিল,
কতখানি গরমিল,
কোন্ ব্যবহার সুন্দর,
তা'র কেমন ভাল লাগে,
কী করলে তা'র ভাল লাগে না,
কোন্‌টা চাওয়া উচিত,
কোন্‌টা চাওয়া উচিত নয়—
সেগুলি তা'রা বোধ ক'রতে পারে
এমনভাবে উত্তর দিয়ে
তা'দিগকে ক্রম-সম্বুদ্ধ ক'রে তোলাই সমীচীন;
বাস্তব সমীচীন সঙ্গতিকে
কিছুতেই অবহেলা করতে নেই,
বিহিতভাবে তা'দিগকে তা'দের রকমে
বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিতে হয় এমনভাবে
যা'তে তা'দের অন্তর স্ফূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে;
ঐ বয়সে ঐগুলিকে অগ্রাহ্য ক'রে
কতকগুলি বিভ্রান্তিকর
আজগবী ভূতুড়ে সমাধান দিয়ে দিলে—
তা'দের ভবিষ্যৎও ঐ রকমের
বিভ্রান্ত বোধনপুষ্ট হ'য়ে উঠতেই থাকবে;
তাই বলি—
অলস হ'য়ো না,
আবোল-তাবোল কথা ক'য়ে
তা'দের প্রশ্নগুলিকে বা চাহিদাগুলিকে

জংলা ক'রে তুলো না,
বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিহারা
ভূতুড়ে কৈফিয়ত দিয়ে
তা'দের মস্তিষ্ককে
অপদেবতার ভাণ্ডার ক'রে তুলো না;
আর, যা'তে সহজভাবে
তা'দের সহজ বোধনার উন্মেষ হয়,
তেমনি ক'রেই চ'লতে দিও ও চ'লো—
সমীচীন সতর্ক দৃষ্টি রেখে,
যা'তে তা'রা আপদ্-বিপদ্
এড়িয়ে চলতে পারে
এমনতর বোধনার উন্মেষ ক'রে;
সঙ্গে-সঙ্গে
কী ক'রে ভক্তি করতে হয়,
কী ক'রে শ্রদ্ধা করতে হয়,
ভক্তি-শ্রদ্ধা কেমন ক'রে করে,
প্রবৃত্তিগুলির নিয়ন্ত্রণ
কেমন ক'রে করতে হয়,
যোগ্যতা কেমন ক'রে বাড়াতে হয়—
খেলাধূলা, গল্পগুজব
ও বাস্তব আচরণের ভিতর-দিয়ে
সেগুলি তা'দের ভিতর
সঞ্চারিত করতে সচেষ্ট থেকো—
তা'দের মত ক'রে,
আর, তা'দের বাস্তব চলনায়
এগুলি কতখানি আয়ত্ত হ'চ্ছে—
সেদিকেও তীক্ষ্ণ নজর রেখে চ'লো—

বিহিত সংযমন ও প্রবোধনাকে
অবহেলা না ক'রে;
এমনতর যদি কর,
যদি পার,
দেখবে—
তা'রা ক্রমশঃই
সঙ্গতিশীল সহজ বোধের ভাণ্ডার হ'য়ে
চারিত্র ও ব্যক্তিত্ব-অর্জ্জনের পথে
অগ্রসর হ'চ্ছে—
অনেক আবর্জ্জনাকে অতিক্রম ক'রে;
—বুঝলে? ১০৬।

দেখার প্রবৃত্তি
বোঝার প্রবৃত্তি
জানার প্রবৃত্তি
বলার প্রবৃত্তি—
জিজ্ঞাসার আকৃতির ভিতর-দিয়ে
ছেলেপেলে—
যা'রা কথা কইতে শিখেছে—
তা'দের ভিতর
আপনা-আপনি ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে;
ঐ প্রবৃত্তিকে ডুবে যেতে দিতে নেই,
বরং উচ্ছল উদ্বেলনায়
সেগুলি
আরো-আরো সমীচীন গতিতে
নিয়ন্ত্রিত করতে হয়;
এই নিয়ন্ত্রণী তাৎপর্য্যের পরিচর্য্যায়

তা'দের ঐ প্রবৃত্তিগুলি
আরো নিবিড় হ'তে থাকে,
দক্ষদীপ্ত হ'তে থাকে;
জেনে-শুনে-বুঝে
তা'দের বোধদীপনাকে শান্ত ক'রে তুলে
স্বস্তি-সম্বেদনায়
আরো-আরোর দিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
উচ্ছল-উদ্দীপ্ত ক'রে তোল;
আচার, ব্যবহার, চালচলন,
কা'কে কি-ক'রে কথা কইতে হয় তা' বুঝে
তেমন রকমারি তাৎপর্য্যে
যা'রা কথা কইতে পারে না,—
তা'দের বোধ-আনুপাতিক
নিজে বিনায়িত হ'য়ে
তা'দের বোধ
উদ্দীপনী ক'রে তুলতে হয়;
শেখানোর পদ্ধতি যদি এমনতর না হয়—
ঐ সন্দীপনা
ক্রমশঃই নিভু-নিভু হ'য়ে
অস্তমিতই হ'য়ে চলে,
বোধবিবেচনার চলনও
স্থবির হ'তে থাকে সঙ্গে-সঙ্গে;
তাই, তা'দের ছেলেবেলা থেকেই
ঐ ধাঁজে উদ্দীপ্ত ক'রে
বোধবিবেচনায় পারদর্শী ক'রে তুলে
নিবিষ্ট আনতির অনুনয়ী তাৎপর্য্যে
নিষ্ঠাসম্বুদ্ধ ক'রে

আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের উদ্দীপনায়
সেগুলিকে সুসংহত ক'রে
যা'তে জানাগুলি
প্রকৃত তাৎপর্য্য নিয়ে বিন্যাস লাভ করে
তা'র ব্যবস্থা ক'রে তোল,
আর, তা'তে
দক্ষ ক'রে তোল তা'দিগকে,
শিক্ষাপ্রবৃত্তি
সম্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে ওতেই—
ঐ পরিচর্য্যাতেই;
ওখানে যত গাফিলতি হবে—
ব্যক্তিত্বও ততই
বাতিল তৎপরতায়
বিন্যাস-বেতালে তালিম হ'য়ে
শুধু উপাধি-লালসায়ই
নিবিষ্ট হ'য়ে চলবে,
কৃতি-সন্দীপনায় নয়,
প্রজ্ঞাপরিচর্য্যার জন্য নয়কো,
মানের লোভে—
পাণ্ডিত্যের মর্য্যাদার লোভে—
যা'—
নিরক্ষর প্রাজ্ঞ যে
তা'র চাইতেও হেয়;
বোধনা—
সম্বেদনায়
শিষ্ট বিনায়নে
সবগুলিকে সংহত ক'রে

তাৎপর্য্যে

ঐ জানায় তটস্থ হ'য়ে যদি না চলে,—

নিজেকে কেউকেটার অবস্থায় ফেলে দিয়ে

কায়দাকলমে

নিজেকে প্রলুব্ধ করে—

প্রলুব্ধ হ'য়ে

তা'তেই আত্মনিয়োগ করতে—

তা' দেশ, সমাজ ও পরিবারের পক্ষে

অন্ধতম দুষ্ট শালিন্যের গরিমা নিয়ে

চলতে থাকবে;

ভাল চাও তো এখনও হিসাব কর,

নিজে আত্মনিয়োগ কর—

শিক্ষাদীক্ষা

ও বীর্য্যদীপ্ত বিহিত উর্জ্জনার

সমীচীন বিকাশে;

এই হ'চ্ছে

বেঁচে থাকা ও বেড়ে চলার সমীচীন ইন্ধন। ১০৭।

অসমঞ্জসা বোধ বা বিদ্যা

অসহযোগ ও অসমন্বয়েরই জননী। ১০৮।

যেখানে অজ্ঞ-অভিব্যক্তি কুশলপ্রসূ,—

বিজ্ঞ-বিকাশই সেখানে বেকুবী। ১০৯।

অন্বিত সার্থক-সমঞ্জস পরিবেষণ

সন্ধিৎসু তৎপরতাসম্পন্ন যা'র যেমন—

ধৃতি ও বুদ্ধিও তা'র তেমনতরই। ১১০।

ধারণা-রঙিল হ'য়ে
ধৃতিবঞ্চিত হ'য়ে উঠো না,
বরং ধারণাবিদ্ হও। ১১১।

বাস্তবে ভাবতে শেখা,
বাস্তবে করতে শেখা,
বাস্তবে দেখতে শেখা,
বাস্তবে বলতে শেখা,
বাস্তবে শুনতে শেখা—
সুসঙ্গত সমীক্ষায়,—
এর থেকেই আসে বাস্তব ধারণা,
আর, এইগুলি সুকেন্দ্রিক হ'লেই
আসে সুসঙ্গত বোধি। ১১২।

বাস্তব বোধ যা'র নাই—
বিশ্বাস তা'র কোথায়?
বিদ্যমানতার বোধ
বিন্যস্ত হ'য়ে যা'তে বর্ত্তমান—
বিদ্বান তো সেই-ই;
এক-কথায়,
বাস্তবতা যা'তে সার্থক হ'য়ে উঠেছে—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য নিয়ে,
জ্ঞানও সেখানে তৎপর-চলনে চল্‌তি। ১১৩।

শব্দের ব্যবহার-বিপর্য্যয়ে
তা'র অর্থকে বিকৃত ক'রে তুলতে যেও না,
পরিণাম হবে—

উত্তরকালে ঐ শব্দের অর্থ
বিকৃত চলনে চলতেই থাকবে,
বোধও হবে তদানুপাতিক। ১১৪।

ধারণার বোধ-বিদীপ্তি আনে শব্দ,
ঐ শব্দ উৎসারিত হয় স্বরে,
আর, ঐ স্বরবিন্যাসই আনে বাক্,
আর, বাকের অর্থই হ'চ্ছে—
সঙ্গতিশীল ধারণা-তাৎপর্য্য,
যা' তৎ-সংক্রিয় হ'য়ে
ব্যাখ্যাত হ'য়ে থাকে। ১১৫।

অচ্যুত নিষ্ঠার সহিত
ইষ্ট, আদর্শ বা বিষয়ে
অনুরাগ-উদ্বুদ্ধ, সক্রিয় উদ্দাম
আগ্রহ-উন্মাদনা যত গভীর—
বাক্যের অন্তর্নিহিত চুম্বকশক্তিও
তত প্রবল হ'য়ে ওঠে,
ব্যাপারের ভাবানুকম্পী, সুসঙ্গত
কুশলকৌশলী পরিচালনা
সৃষ্টি করে তা'তে স্রোত,
আর, তা'র অভিব্যক্তি আনে চাপ,
আর, এই তিনেরই
অন্বিত বৈধী সমাবেশ হ'তেই আসে—
বিচ্ছুরণী বেগ,—
যা'তে আগ্রহ-উন্মাদনায়
লোকের অন্তরকে আকৃষ্ট ক'রে

উদগতিসম্পন্ন ক'রে তোলে,

আর, এই বিহিত অন্বয়ী সমাবেশই হ'চ্ছে—

বাক্ বা বাণীর প্রাণস্পন্দন,

বক্তার চরিত্র-সঙ্গতির সহিত

যেখানে এমনতর বাক্-সমাবেশ—

বাণী সেখানে মূর্ত্ত-বাক্। ১১৬।

ভাষা

বিভাবিত ও বিন্যাসিত হ'য়ে থাকে—

পরিবেশ ও পরিস্থিতির

সংঘাত-সংযোজনী

তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে। ১১৭।

স্রোতস্বতী নদী যেমন

এক-এক পরিবেশের

এক-এক রকম তাৎপর্য্য নিয়ে ছুটে চলে—

তা'র সত্তাকে

আবর্ত্তিত করতে-করতে,

বাক্স্রোতও তেমনি

আদিম উৎস হ'তে স্বতঃস্রোতা হ'য়ে

এক-এক ব্যষ্টি ও পরিবেশের ভিতরে

এক-এক রকম তরঙ্গায়িত আবর্ত্তন নিয়ে

অন্তঃস্থ বোধপূত ভাবকে

ভাষায় বিকাশ ক'রে থাকে—

এক-এক রকমে;

বোধদীপ্তির আন্তরিক অনুবেদনায়

যে যেমন আহ্বান করে,
তা'র আন্তরিক বোধদীপনাও
তজ্জাতীয়ই হ'য়ে ওঠে—
আবেগ-আকুলতা-আনুপাতিক,
আবার, আন্তরিক ভাবদীপ্তিও
তেমনতরই উচ্ছল ও উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে—
অন্তরদৃষ্টির দীপনী তাৎপর্য্যে,
নিষ্ঠানিপুণ রাগ-উচ্ছলায়;
তাই, বোধবেদনা ও তা'র ভাব
অর্থাৎ, যা' হ'তে ভাষা উৎপন্ন হয়—
একই সমঞ্জসা সম্বেদনায় বিভাবিত হ'য়ে
বাক্‌রূপকে
নানা আবর্ত্তনে
বিনায়িত করতে-করতে চলতে থাকে—
নানা ভাষায় আবর্ত্তিত হ'তে-হ'তে;
সত্তাসঙ্গতি হ'ল আসল কথা,
তা' ব্যষ্টিকে
মালাকারে সম্বদ্ধ ক'রতে-ক'রতে
প্রীতি-পরিচর্য্যী বান্ধব-উৎসারণায়
সম্বদ্ধ হ'য়ে চলে—
প্রাণন-পরিচর্য্যা নিয়ে;
ভাষা তা'র
পরিস্থিতি ও পরিবেশ-অনুগ
ব্যক্তির ভাব-সন্দীপনী ব্যক্ত-বিবর্ত্তন ছাড়া
আর কিছুই নয়কো;
তাই,
ভাষা যা'ই হোক না কেন—

সাত্বত বন্ধনকে সুদৃঢ় ক'রে রেখো,
নতুবা, ঐ বাক্সরস্বতী নদী
ক্রমশঃ শুকিয়ে-শুকিয়ে চড়া প'ড়ে
বিভিন্ন গণ্ডীবদ্ধ দলের চড়ায়
আত্মবিলয় করবে। ১১৮।

বাগ্‌বিদ্বেষী হ'য়ো না,
বাক্‌কে ব্যতিক্রমদুষ্টও করতে যেও না,
বাক্-এর উদ্ভাবয়িতাই হ'চ্ছেন—
বাগ্‌দেবী,
আর, বাগ্‌দেবীর আশীর্ব্বাদেই
আমরা বাক্যবিদ্,
আমরা কেন,
পশুপক্ষী ইত্যাদি সব-সমেত,—
যা'র যেমনতর আবহাওয়া,
যা'র যেমনতর প্রকৃতি—
তদানুপাতিক বিন্যাস-বিভবে
বিভবান্বিত হ'য়ে চলছে,
চলবে এখনও;
মূক হ'য়ে যাওয়া
কিংবা বাগ্‌বিরোধী হওয়া—
সেই বাগ্‌দেবীর আশীর্ব্বাদ হ'তেই
বঞ্চিত হওয়া,
বিড়ম্বিত হওয়া,
বিদীপ্ত না হ'য়ে চলা;
বাগ্‌দেবী আমাদের
অন্তরদীপনার স্বরসম্বেগ,—

যে-স্বরসম্বেগ
উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে সুরদীপনায়;
আবার, এই সুরদীপনাই নিয়ে আসে—
সন্দীপনী ঊর্জ্জনা,
কিংবা তামসদীপনী তমসা;
তাই বলি—
বাক্-এর পূজারী হও,—
তা'র আবির্ভাব
তোমার কাছে
যেমনতর ক'রেই হ'য়ে থাক্ না কেন,
আর, এই বাক্-এর ভেতর-দিয়ে
তোমাদের বোধ
আশিস্-দীপনায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে সবার কাছে,
সবার অন্তঃস্থ সম্বর্দ্ধনী স্বভাব নিয়ে
এই বাক্‌কে
বিভূতি-উৎসর্জ্জনায় সুসজ্জিত করতে
একটুও ত্রুটি করবে না;
যেখানে ভাষাবিরোধ
বাগ্‌বিরোধও সেখানে,
আর, সেইখানেই বাগ্‌দেবী
তাচ্ছিল্য-তমসায়
আরতিহীন মুহ্যমান হ'য়ে
বোধবিকাশকে
কুৎসিত বিজৃম্ভণায় বিলোল ক'রে
ব্যক্তিত্বকে স্থবির ক'রে তোলে;
এই বাক্ই ঈশ্বরেরর স্বভাব-ঐশ্বর্য্য,

ঈশ্বর তিনি—
যাঁ'র ধারণপালন-সম্বেগের ভিতর-দিয়ে
আমরা সংস্থ হ'য়ে আছি,
বেঁচে আছি;
তাহ'লেই হ'চ্ছে—
আমাদের বাঁচাবাড়াকে
আমরাই তাচ্ছিল্য করছি,
ঘৃণা ক'রে
লজ্জাকর দম্ভে
আমরা আমাদিগকে
নারকীয় সন্দীপনায় সুদৃঢ় ক'রে তুলছি;
কেন?
সত্তা তো তোমাদের শত্রু নয়!
সত্তা বেঁচে থাকুক
বেড়ে চলুক,
সত্তা—
সঙ্গতিলাভ ক'রে
বিরাট হ'য়ে উঠুক,
বিপুল ঊর্জ্জনায়
তোমার পরিবার,
পরিবেশ,
জাতি—
এমন-কি, দূরদূরান্তর পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত ক'রে
তোমাদের আরতিমণ্ডিত হ'য়ে উঠুক;
অমনতর ভ্রম-কলঙ্ক
কেন তোমাদের ধরবে?
তোমরা কি মানুষ নও?

দেবদ্যুতি কি
তোমাদের ভিতর জাগ্রত নেই?
একদম নিভে গেল?
তা' কিছুতেই নয়,
তা' হ'তে পারে না;
প্রাণখুলে বল—
'সরস্বত্যৈ নমোনিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমোনমঃ।
বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত-বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ।।'
আর, বল—
বীণাপাণি!
স্বরসন্দীপ্ত আমাদের প্রাণন-বীণায়
তুমি অধিষ্ঠিত থাক,
উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
সন্দীপ্ত হ'য়ে চল,
প্রতিপ্রত্যেককে
মঙ্গলের অধিকারী ক'রে তোল;
তুমিই তো
বর্দ্ধনার জননী,
সন্দীপনী মন্ত্র,
উৎসর্জ্জনী আবেগ,
জীবনের
সম্বর্দ্ধনার আরোহণী উদ্যম,
উৎসাহের নন্দন-বিভা;
কলনিনাদিত সুরস্রোত
তোমার ঐ বীণা-ঝঙ্কারের নর্ত্তন-বিভবে
নেচে-নেচে ঢেউ খেলে
হংসনিনাদ-তাৎপর্য্যে

তোমাকে বহন ক'রে নিয়ে চলেছে;

মা!

এমন সৌভাগ্য দাও—

দাও মা!

এমন শিষ্ট আগ্রহ দাও,—

ধৃতিকৃতির সম্যক্ বিধায়না—

যা' আমাদের ভিতরে উৎসবান্বিত হ'য়ে

উৎসর্জ্জনায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে থাকে;

তুমি এস—

আমার ভরদুনিয়ার দোদুল নর্ত্তনে—

যা'তে ভরদুনিয়ার আবেগ-উচ্ছ্বাস

উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে,

উদ্দীপ্ত অভিসারে

সামগানের স্বর্গকে

সুসজ্জিত ক'রে তোলে—

আমাদের প্রতিপ্রত্যেকের

অন্তঃস্থ হৃদয়কে নাচিয়ে,

উল্লোল আশিস্-উচ্ছলায়

সবার অন্তরে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে

সঙ্গতির শুভ বন্ধনে

সবাইকে

জীবনের কৃতিদীপালী ব্যক্তিত্বে

জীবিত ক'রে তোল;

তাই তুমি মা—

বীণাপাণি!

বীণা-বিদীপ্ত ঝঙ্কারে

বিস্ফারিণী জ্ঞান-স্ফোটনায়

বিজ্ঞ দর্শন-দীপনী তাৎপর্য্যে
সবগুলি
ফুলে উঠুক,
ফুলে উঠুক,
ফুলে উঠুক—
দোদুল নর্ত্তনে
প্রতি প্রত্যেকের অন্তরে—
সাম-অধিষ্ঠিতিতে;
বল প্রাণ খুলে—
'যা কুন্দেন্দু-তুষারহারধবলা যা শ্বেতপদ্মাসনা
যা বীণাবরদমণ্ডিতভুজা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা।
যা ব্রহ্মাচ্যুত-শঙ্কর প্রভৃতিভির্দৈবৈঃ সদা বন্দিতা
সা মাং পাতু ভগবতী সরস্বতী নিঃশেষজাড্যাপহা॥'
উদাত্তকণ্ঠে আবার বল—
'সরস্বতি! মহাভাগে! বিদ্যে! কমললোচনে!
বিশ্বরূপে! বিশালাক্ষি!
বিদ্যাং দেহি নমোহস্তুতে॥' ১১৯।

যত ভাষাবিদ্ হ'তে পারবে—
দুনিয়ার জ্ঞান, বিজ্ঞান, গবেষণা
ও তা'র ভাবধারার সাথে
পরিচিত হ'তে পারবে ততই,
আর, তা'কে সর্ব্বতঃ সার্থকতায়
সুসঙ্গতি নিয়ে
বৈশিষ্ট্যপালী কৃষ্টিসঙ্গত ও সত্তাপোষণী ক'রে
ব্যবহারও করতে পারবে ততই,
তোমার বিজ্ঞতাও চেতনদীপ্তি নিয়ে

বিবর্ত্তনের পাথেয়
সংগ্রহ্ করতে পারবে তেমনি। ১২০।

অন্ততঃ তিনটি ভাষা
সবারই আয়ত্ত করা ভাল,
একটি মাতৃভাষা,
একটি আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা—
যে-ভাষার মাধ্যমে
বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে
পারস্পরিক ভাব আদান-প্রদান করা যায়,
আর-একটি ভাষা—
যা'র মাধ্যমে
পৃথিবীর বহু লোকের মধ্যে
ভাব আদান-প্রদান ক'রে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
তা'দিগকে বিনায়িত ক'রতে পারা যায়—
ভাব ও বোধের সন্দীপনী নিষ্ঠা
ও সম্বর্দ্ধনার দ্যুতি নিয়ে,
বান্ধবতার পরিপ্রেক্ষায়;
মাতৃভাষায়
নিজ পরিবেশের সঙ্গে
শিষ্ট সঙ্গতি রেখে চলা যেতে পারে,
আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা—
যে-ভাষার ভিতরে
অন্য পরিবেশের সুসঙ্গতিতে
নিজেকে এবং তা'দিগকে

সৌষ্ঠবমণ্ডিত করা যেতে পারে,
আর, যে-ভাষা নিয়ে
পৃথিবীর অনেকের সাথে
সখ্য-সন্দীপনী তাৎপর্য্যে
চর্য্যা-বিধায়নার ভিতর-দিয়ে
বান্ধবতায় সুনিষ্ঠ করতে পারা যায়;
তাই, অন্ততঃ এই তিনটি ভাষা
অত্যাজ্য। ১২১।

বোধোদ্দীপনা
ভাবে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে
যেমনতর ভাষার সৃষ্টি করে—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে,—
তা'ই কিন্তু ব্যুৎপত্তি
বা ধাতুর পরিচিতি;
আর, ধাতু মানেই
যা অর্থকে ধারণ করে,
ঐ ধাতুই শব্দের উৎস,
আর, উপসর্গই
ধাত্বর্থকে বিশেষিত ক'রে থাকে,
আর, প্রত্যয় তা'ই—
যা' অর্থকে নিশ্চয় ক'রে দেয়। ১২২।

মানুষের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের অবমাননা
যেমন অপরাধ,
ভাষা ও শব্দের তাৎপর্য্যের অপলাপও
তেমনি গর্হিত,

কারণ, ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যকে অবদলিত করলে
তা' যেমন খাটো হ'য়ে যায়,—
যা'র ফলে, নিজের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য
প্রতিক্রিয়ায় তেমনি হ'য়ে দাঁড়ায়,—
ভাষা ও শব্দের তাৎপর্য্যকে অবদলিত ক'রে
কুৎসিত অর্থে ব্যবহার করলে—
ঐ ভাষাগত বোধের সঞ্চারও
তেমনি অবদলিত হ'য়ে ওঠে। ১২৩।

সুরগ্রামের অন্তঃস্থ অনুকম্পন
যা'র প্রাণন-স্পন্দনের সাথে
সমীচীন,
সঙ্গতিশীল,
পরিপোষক,—
সে সেখানে থেকে
অস্তিত্বকে সম্বর্দ্ধনশীল ক'রে তোলে;
আর, উল্টো হ'লে—
ক্রমক্ষয়িষ্ণু ক'রে
অস্তিত্বের বিলয়ই ক'রে তোলে;
এই সুর যা'র সাত্বত—
স্বর্গও হয় সন্দীপ্ত সেখানে। ১২৪।

প্রীতি যেখানে থাকে—
বাস্তব উৎসর্জ্জনা নিয়ে,
আত্মোৎসর্গের আকুল উচ্ছলায়—
যা' ঐ প্রীতিরাগকে পরিচর্য্যা ক'রে
সৌষ্ঠব-সুন্দরে

অন্তঃস্থ অনুবেদনাগুলিকে বিনায়িত ক'রে
শুভ সন্দীপনার দ্যুতি সৃষ্টি করে—
ঐ আবেগই তো রাগ
অর্থাৎ কৃতিরাগ,
আর, রাগিণী তা'ই—
যা' সুষ্ঠু পরিচর্য্যায়
ঐ রাগকে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলে,
পরিপুষ্ট ক'রে তোলে,
প্রবীণ ক'রে তোলে;
তুমি যেমনতর রাগদীপ্ত হ'য়ে উঠবে—
তোমার অন্তর ও বাহিরে
কৃতি-বিন্যাসও হ'য়ে উঠবে তেমনি,
যা'তে ঐ রাগ
হৃষ্ট উদ্দীপনায়
উল্লোল তাৎপর্য্যে
নিজেকে বানপ্রসূ ক'রে তোলে—
ব্যষ্টিসহ সমষ্টির
পরিচর্য্যী অনুবেদনা নিয়ে
সুঠাম সৌন্দর্য্যে;
মানুষের শ্রেয়নিষ্ঠা
যতই অটুট ও নিনড় হ'য়ে ওঠে—
উচ্ছল আবেগ নিয়ে—
প্রীতি-পরিচর্য্যী ঝঞ্ঝার
উদ্দাম সুরদীপনায়
ব্যবহারের বীচি সৃষ্টি ক'রে—
সুসন্দীপ্ত তাৎপর্য্যে

প্রতিপ্রত্যেকের হৃদয় স্পর্শ ক'রে—
উল্লাস-সন্দীপনী আত্মতৃপ্তিতে
পরিব্যাপ্ত হ'য়ে চলে,—
প্রণয়-দেবতা ততই
কৃতি-অঞ্জলি নিয়ে
ইষ্টার্থী একনিষ্ঠ তৎপরতায়
নিষ্ঠানন্দিত আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের
শ্রমসুখ-তাৎপর্য্যে
ব্যষ্টিসহ সমষ্টিকে
আলিঙ্গন ক'রে তুলে থাকেন,
প্রণয়ের বিষ্ণুবিভা
তখন মন্দাকিনী-নির্ঝরে
প্লাবন সৃষ্টি করতে-করতে চ'লে থাকে;
তুমি ইষ্টনিষ্ঠ হও,
অচ্যুত উদ্যম নিয়ে চল—
অস্খলিত অনুচলন নিয়ে
নিদেশবাহী তাৎপর্য্যের
শ্রমসুখপ্রিয়তার
স্থণ্ডিল রচনা করতে-করতে;
সুখী হও নিজে,
সঙ্গে-সঙ্গে সুখী ক'রে তোল সবাইকে—
যে যেমনতর তেমনি ক'রে,
সত্তার স্বস্তিগান
ফুটন্ত মুখরতায় ব'লে উঠুক—
'এস প্রভু!—
নন্দনার বীচি-নর্ত্তনে
তরঙ্গায়িত ব্যালোল উদ্দীপনায়,

আর, আমি
তোমার পূজারী হ'য়ে
আপ্রাণ অনুবেদনায়
তোমাকে পূজা করি—
ভরপুর বুকে
পরাক্রমী ঊর্জ্জনায়
অসৎ-নিরোধী উদ্দাম উল্লাসে।' ১২৫।

শব্দানুগ বিষয় বা বস্তুর
তাৎপর্য্য-অনুধ্যায়িতায়
যত রকমে সত্তা-সম্বর্দ্ধনাকে
সার্থক ক'রে তুলতে পার—
তা' চিন্তা ক'রে
সার্থক-সঙ্গতির সহিত
অন্বিত বিনায়নায়
বোধিদৃষ্টিতে সুস্পষ্ট ক'রে তুলো,
আর, তদানুপাতিক নিয়মন-অনুধ্যায়িতায়
ব্যবহার ও পরিচালনা ক'রো তা'কে—
সর্ব্বতঃসঙ্গতি নিয়ে,—
তোমার ধারণা স্ফুরণ-দীপনায়
পরিশুদ্ধি লাভ ক'রে চলবে। ১২৬।

শব্দ-তাৎপর্য্যকে ম্লান হ'তে দিও না,
শ্রদ্ধানুগ বাক্যে,
ব্যবহারে, আচারে
শব্দ-নির্দ্দেশিত বস্তুর প্রতি
শব্দ তাৎপর্য্য-আনুপাতিক

বিহিত ব্যবহার ক'রো
যথাযোগ্যভাবে;
নয়তো, বাক্যনির্দ্দেশিত বস্তুর ধারণাও
ক্রমশঃই খিন্ন হ'য়ে উঠবে,
কৃষ্টিবোধনাও
সাথে-সাথে অবসন্ন হ'য়ে চলবে,
ভেবে, তাৎপর্য্যে নজর রেখে
বিহিত যা' তাই ক'রো। ১২৭।

উপাংশ-অন্বিত উপাদান
কোন্ বস্তুতে
কেমনতরভাবে বিন্যস্ত হ'য়ে
কোথায় কেমন রূপে
বা কিরূপে
বিন্যাস লাভ ক'রে
ব্যক্ত হ'য়ে উঠেছে—
বিষয় হ'তে বিষয়ান্তরে সংযোগ সৃষ্টি ক'রে—
তা'র বিশেষ বিকিরণা
প্রত্যেকটি বিশেষের সাথে
সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
যে-বোধদীপনার সৃষ্টি করছে,
সেই বোধ-বিভূতিগুলি
কখন কোন্ বস্তুতে
কেমন ক'রে
কেন
কিভাবে
সংযোজিত হ'য়ে

কী গুণে আবির্ভূত হ'য়ে
কিসে কেমনতর অনুদীপনায়
উৎসারিত হ'য়ে চলেছে—
ঔপাদানিক যোগাযোগ-অনুক্রমণায়,
বিজ্ঞান-বিভব নিয়ে,—
তা'রই সমীচীন সম্বেদনায়
বিষয়ের ব্যাপার সৃষ্টি ক'রে
ব্যাপৃতি-বিলেখনায়
যে বোধ-ঐশ্বর্য্যে অধিস্থিতি লাভ ক'রে
যেমনতরভাবে
যেখানে
যত রকমে রূপায়িত হ'য়ে
অজচ্ছল উচ্ছল চলনায়
প্রসারণ ও সঙ্কোচনার উদ্ভবে
উদ্ভাসিত হ'য়ে
থাকা না-থাকায় পর্য্যবসিত হ'য়ে চলেছে—
কেন,
কিসের অভাবে বা উৎসর্জ্জনায়
সময় ও সীমার খরচলনে,—
আবার, কিসের অভাবে
কোথায় কী বিকৃতি ঘটে
এবং ঐ বিকৃতির আপূরণাই বা
কি ক'রে করা যেতে পারে
বিশেষ স্থলে বিশেষ রকমে,—
বিশেষ পরিচিতি নিয়ে তা'কে জেনে
তদনুগ নিয়মনায় নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তা'কে আয়ত্ত করাই—

এক-কথায়,
বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণের ভিতর-দিয়ে
পরস্পরের পারস্পরিক সঙ্গতি নিয়ে
বস্তু হ'তে উপাদানে
এবং উপাদান হ'তে বস্তুতে গমন ক'রে
প্রত্যেক প্রতিটির সঙ্গে
প্রত্যেক প্রতিটির সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য
কতখানি তা' নির্দ্ধারণ ক'রে
ব্যাপারসমূহকে অধিগত করাই হ'চ্ছে—
শিক্ষার মূলমন্ত্র,
যে-মন্ত্রণা মানুষকে
জীবনে উচ্ছল ক'রে,
অসৎ যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে
উদ্বর্দ্ধনায় অশেষ ক'রে তুলে থাকে—
তা' বিজ্ঞানেই হোক,
কলাকৌশলেই হোক,
সাহিত্য-সম্বেদনেই হোক,
অঙ্কে, জ্যোতিষশাস্ত্রেই হোক,
জীবনে, সমাজে, রাষ্ট্রে
যে-কোন ব্যাপারেই হোক না কেন,
পারস্পরিক সঙ্গতিশীল অর্থনা নিয়ে,
বোধ ও চরিত্রের সার্থক সুষ্ঠু বিনায়নায়;
তা'কে অধিগত ক'রে
আয়ত্ত ক'রে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
তেমন বিন্যাসে বিভাবিত ক'রে তুলে

বর্দ্ধনায় বিদীপ্ত হ'য়ে ওঠাই হ'চ্ছে—
ঐ সাধনার তপশ্চলন,
আর, তাই-ই সিদ্ধি,
আর, তা' অফুরন্ত;
তোমার শিক্ষার মূলমন্ত্রই হোক—
উপাদান ও উপাধিগত বিন্যাসের
বোধ নির্দ্ধারণে
ঐ অধিগতিকে আয়ত্ত করা,
কৃতি-অনুশীলনায় সেগুলি রূপায়িত করা,
বিভব-বিদীপ্ত ক'রে বিভূতি লাভ করা;
ঐ সাত্বত আচারে
বিহিত বর্দ্ধনায়
নিজেকে সমীচীন চারিত্রিক সম্পদে
অভ্যস্ত ক'রে তুলে
দুনিয়াকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোল;
ঈশত্বের ধারণ-পালন-পোষণী বিভূতিতে
গা ঢেলে দিয়ে
অনুসরণ-সম্পদে সন্দীপ্ত হ'য়ে
শিক্ষা সার্থক হ'য়ে উঠুক,
ঈশ্বরের ঐশী বিভা
তোমাতে স্বতঃ হ'য়ে উঠুক—
সৎ-সন্দীপনী সমাহারে;
আবার বলি—
শিক্ষার মূলমন্ত্রই হোক তোমাদের এই-ই। ১২৮।

তীক্ষ্ণ অনুধায়নী বৃত্তিকে
সজাগ ক'রে তোল,

সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
তা'কে বিনায়িত কর,
আর, এই বিনায়ন যেন
বস্তুর বাস্তব মূর্ত্তির আভাস হ'য়ে ওঠে;
এমনি ক'রেই
ক্রমতৎপরতায়
তুমি সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠ,
সম্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠ। ১২৯।

শ্রেয়ানুগ সঙ্গতিশীল অর্থনায়
বস্তু, বাক্, বিষয় আর ব্যাপারের
সব্যবস্থ, সমঞ্জস
সক্রিয় সুসন্ধিৎসু বিনায়নে
ও বাস্তব বোধায়নী চিন্তা ও চর্য্যার ভিতর-দিয়ে
শিক্ষার উন্মেষ ও সম্বর্দ্ধনা হ'য়ে থাকে। ১৩০।

যদি বস্তু বা বিষয়ের তাৎপর্য্যকে
শিষ্টভাবে অনুধাবন না করতে পার,—
কেমন ক'রে কী ক'রলে তা'র কী হয়—
তা' যদি বুঝতে না পার,—
তোমার তাৎপর্য্য-জ্ঞানানুধাবন
নিরর্থকতার পথেই চলবে কিন্তু। ১৩১।

বস্তু, বিষয় বা ব্যাপারের
ভুয়োবীক্ষণে
আনাচ-কানাচ যা'-কিছুকে দেখে
তা'র বৈশিষ্ট্যকে

যে যত বিহিতভাবে নিরূপণ ক'রতে পারে—
কোথায় কখন কী কর্ম্মই বা
কী ফল সৃষ্টি করে
কেমনতর ক'রে
সেই বিশেষত্বের অনুধাবনে,—
বোধি-উদগমও তা'র
তেমনতর হ'য়ে ওঠে প্রায়শঃ—
সার্থক, সান্বয়ী, সমঞ্জসা দৃষ্টি নিয়ে
কেন্দ্রায়ণী অনুসরণে। ১৩২।

বিষয়, ব্যাপার ও বস্তুর সহিত
বিষয়, ব্যাপার ও বস্তুর
অন্বিত সার্থক বাস্তব সঙ্গতি
কোথায় কতখানি ও কেমন,—
আর, তা' জীবনীয় ব্যাপারে
পোষণ-রক্ষণায়
কোথায় কেমন ক'রে ব্যবহৃত হ'লে
কী হয়—
কেমন সময়ে,—
এই দুইটি সমস্যা-সমাধানেই
জানার আবিলতা নিরাবিল হ'য়ে
বাস্তবতায় সহজ ক'রে
সবাইকে সচ্ছল ক'রে দিতে পারে হয়তো,
আর, তা' যতদূরে—
সংস্থিতির সীমাও তেমনি অলল ও অনির্দ্দিষ্ট। ১৩৩।

যে-কোন বস্তু, বিষয় বা ব্যাপার—
যা'ই হোক না—

দেখই আর শোনই—

সেগুলির তাৎপর্য্য অনুধাবন কর—

মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন ক'রে;

যা' তোমার কাছে

বিষয়, বস্তু বা ব্যাপার নিয়ে

সার্থক সঙ্গতিশীল হ'য়ে ওঠে,

সেই অর্থান্বিত মর্ম্মকে

আবার অন্য কিছুর মর্ম্মের সাথে

অর্থান্বিত ক'রে রাখ,

বাস্তবের সাথে তার কতখানি সঙ্গতি আছে,

তা' বেশ ক'রে দেখে-বুঝে

যেখানে যেমনতর করবে,

তেমনতরভাবে

দেখায়, শোনায়,

আচারে, বিচারে, চালচলনে

ঐ বাস্তব সুসঙ্গতি যা'

তা'কে সুসিদ্ধ ক'রে তুলে

ঐ অর্থান্বিত সঙ্গতিশীল যা'-কিছু

সুসংস্থিতভাবে

বিনায়িত ও ব্যাখ্যান্বিত ক'রে তোল,

যা'তে তুমি তো সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হবেই,

আর, অন্যেও হ'য়ে ওঠে—

যুক্তিযোজনার সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে,

বিষয় বা বস্তুর বিনায়ন-তৎপরতায়;

ঐ সার্থকতা অর্থ হ'য়ে

সকলকেই অন্বিত করতে পারে—

নিবিষ্ট প্রদীপ্ত প্রণয়নে;

আর, সেখানেই তোমার
ধৃতিসন্দীপ্ত কুশল সার্থকতা। ১৩৪।

তুমি যদি তোমার
অন্তর-বিভাবনার বিহিত তাৎপর্য্যে
নিবিষ্ট বিনায়নে
কোন বস্তু, বিষয় বা ব্যাপারকে
অন্য-কিছুতে রূপান্তরিত ক'রে তুলতে পার—
যে-উত্তোলন বাস্তব হ'য়ে ওঠে,
একটা নজরবন্দী রকমে নয়কো,—
যা' অন্যকে
অর্থাৎ, ইচ্ছুক যে তা'কে
অনায়াসে শেখানো যেতে পারে—
এমনতর কিছু আয়ত্ত ক'রে থাক—
সেটা কিন্তু অলৌকিকতা নয়কো,
জ্ঞানবিভবের উৎসারণী অনুক্রম মাত্র;
যা' বাস্তবে সব দিক-দিয়ে
প্রতিভাত হ'য়ে ওঠে তা'র অস্তিত্বে—
তা' অলৌকিকতা নয়,
বুজরুকীও নয়কো,
সিদ্ধ তৎপর অনুক্রমের
উৎসর্জ্জনী অভিব্যক্তি মাত্র;
তাই বলি,
শুধুমাত্র অলৌকিকতার চালবাজি ক'রে
অন্যকে ঠকাতে যেও না,
নিজেও একটা যাদুকর ব'লে
প্রতিপন্ন হ'তে যেও না;

চাও তো, যতি হও—

যত্নশীল হও। ১৩৫।

ভেবে সম্ভাব্যতা দেখলে

শোনা কথা বা ব্যাপারে

'হ্যাঁ' ক'রো,

অর্থাৎ ব'লো—'হয়তো হ'তে পারে',

আবার, সম্ভাব্যতা না দেখলে

ব'লো—'ঠিক ব'লে মনে লাগে না';

কিন্তু যতক্ষণ-না তা' বাস্তব প্রত্যয়ে আসছে—

তা' দেখেই হোক

বা ক'রেই হোক—

তা'কে নজির ক'রে রেখো না,

তা'তে ভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও বেশী,

বিড়ম্বিত হওয়ার সম্ভাবনাও বেশী। ১৩৬।

যে-মিথ্যা

মঙ্গল-অভিদীপ্ত,

সবার পক্ষেই জীবনীয়,

তা' কিন্তু মঙ্গল-তর্পিত হ'য়েই থাকে—

যদি তা' কোনপ্রকার

দুষ্ট ব্যতিক্রম সৃষ্টি না করে;

তাই বোধ হয়—

''সত্যং ভূতহিতপ্রোক্তং ন যথার্থাভিভাষণম্,''

যা' ভুতহিতসন্দীপ্ত—

তা'ই সত্য। ১৩৭।

ভুলকে জিদ ক'রে
সমর্থন করতে যেও না,
তাহ'লেই কিন্তু ভ্রান্তিতেই
তোমার সমাধি অটল হ'য়ে উঠবে,
বরং বাস্তব যা',
সত্য যা,'
সাত্বত পোষণ-বর্দ্ধনী যা',—
তা'কে নির্ণয় কর,
নির্ণয় ক'রে
তা'র সমীচীন সাত্বত সংযোজনাকে
নিশ্চয় ক'রে তোল,
আর, তা'তেই রাখ তোমার
অচ্যুত অটল সমর্থন,
তা'র সম্বর্দ্ধনী জিদ,
আরোতর বিন্যাসে
সাত্বত নির্দ্ধারণায়
যত পার তা' উচ্ছল ক'রে তোল;
আর, ঐ কিন্তু তোমার সাত্বত ঐশ্বর্য্য,—
সম্বর্দ্ধনার সমীচীন ক্ষেত্র ও উপকরণ। ১৩৮।

কী-জাতীয় চিন্তা ও চলনের পরিপ্রেক্ষায়
কী হয়—
কোথায় কেমন ক'রে বিনিয়ে নিয়ে,
সেগুলির বিন্যাস-বিবেচনায়
বুঝতে পারবে—
কেন—কা'তে—কোথায় কী হ'চ্ছে,
বা কী হ'য়ে থাকে;

নিবেশ-সহকারে
সেটাকে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে দেখ,
আর, তা'র সমীচীনতাকে
বেশ ক'রে মেপে
নিজের স্মৃতিপটে এঁকে রাখ,—
যা'তে
ঐ চিন্তা-চলন ও করণের পরিপ্রেক্ষায়
কী হয়—
কোথায় কেমন ক'রে—
তা' জানতে পার,
বুঝতে পার,
দেখবে,
তোমার বিবেচনা
অনেকখানি পরিষ্কার হ'য়ে উঠছে—
তা'র সমস্ত ফ্যাক্ড়াগুলিকে বিনায়িত ক'রে;
আর, চিন্তা-চলন ও কর্ম্মের
বিনায়ন-বিভাবনাগুলিকে
বিন্যাস ক'রে
সমীচীনভাবে
ঐগুলির কর্ম্মানুগ ফলগুলিকে বুঝে নাও,
দেখো—
ক্রমেই তোমার মস্তিষ্কের ধৃতি-বেদনা
পরিষ্কার হ'য়ে উঠবে,
জীবন-চলনা
অনেকটা সুগমই হ'য়ে উঠবে। ১৩৯।

যা'রা বিদ্যাভিমানী

অথচ বাস্তবতায় আস্থা যা'দের কম—

বা আস্থা নাই,

কাল্পনিক চিন্তায় বা শোনা কথায়

আস্থা বেশী,

দেখাকে মুছে ফেলে

কিংবা শোনার রঙে দেখাকে রঙিল ক'রে

কাল্পনিক চিন্তার

বা উদ্ভট কোন-কিছুর

অবতারণা না করতে পারলে

যা'রা তৃপ্তি লাভ করে না,

কাল্পনিক বা শোনা কোন-কিছুকে

খুঁজে-পেতে

তা'র বাস্তবতাকে নির্ণয় করা

যা'দের সাধ্যের বাইরে

বা ক্ষমতারও বাইরে,—

এমনতর যা'রা,

তা'দের চাইতে

লেখাপড়ায় জ্ঞানহীন

বাস্তবদর্শী একটা সাধারণ কৃষকও

যে অনেকখানি কার্য্যকরী জ্ঞানসম্পন্ন,

তা' বোধহয় তা'রা ভাবতেও পারে না;

তা'রা চোখ থাকতেও কানা,

কান থাকতেও ঠসা,

আর, মাথা থাকতেও বেকুব,

তাই, তা'রা বাস্তব ব্যাপারে বোবা;

কাল্পনিক তত্ত্ব বা শোনা-কথায় আস্থাসম্পন্ন—

এমনতর মানুষ দেখলেই
হুঁশিয়ার থেকো,
তা'দের সঙ্গ পেয়ে
বাস্তব-দর্শিতাকে বিদায় দিও না;
ঠিক জেনো—
তাহ'লে তোমার বোধ খাবি খেয়ে
কোন্ অবাস্তব জগতে আত্মবিলয় করবে,—
তা'র কিন্তু ইয়ত্তা নাই;
তাই বলি—
সব দিক্-দিয়ে
সর্ব্বতঃ-সঙ্গতি নিয়ে
শ্রদ্ধানিপুণ বাস্তব-বুদ্ধিসম্পন্ন হও;
যদি বাস্তব চলনে চলতে চাও—
সাবধান! ১৪০।

ন্যায়ের বাস্তব চক্ষু নিয়ে
সাহিত্য, অঙ্ক, বিজ্ঞান, কৃষি ও শিল্পের
সঙ্গতিশীল পরিচর্য্যায়
বাস্তব বিধায়নাকে
সমীচীন সৌকর্য্যে
বিনায়িত ও সংহত ক'রে তোল—
সার্থকতার সম্বৃদ্ধ বন্ধনে;
এমনি ক'রেই
কৃষ্টিমূলক অন্য যা'-কিছু আছে
অমনতরই সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণী বাস্তব বিভূতির সহিত
সেগুলিকে আয়ত্ত ক'রে তোল;

এমনি ক'রেই
ক্রম-বেষ্টনায়
সুচারু সুসংহত বহুদর্শিতায়
তাৎপর্য্যের সহিত
সেগুলিকে গবেষণী অধিগমনে জান,
আর, তোমার জানাটা যেন
সব সঙ্গতি নিয়ে
বিহিত তাৎপর্য্যে
বাস্তবতাকে বীক্ষণ করতে পারে,
আর, তেমনি ক'রেই কর—
যা'তে যা' করতে চা'চ্ছ,—
এমনতর কিছুর সার্থক সিদ্ধি নিয়ে
নিষ্পন্নতার সৌধ-সন্দীপনা
সুবিবেচনী বোধসমীক্ষায়
সঙ্গতিশীল উদ্বর্দ্ধনায়
বিজ্ঞ দীপ্তিতে
তোমার ব্যক্তিত্বকে উচ্ছল ক'রে তুলতে পারে;
গর্ব্বিত অহঙ্কার
যেন তোমার কোন বিষয়,
চলনা, চরিত্র, ব্যবহার ও চিন্তার
স্রোতল উদ্দীপনাকে
নিরোধ ক'রতে না পারে,
ভঙ্গুর ক'রে তুলতে না পারে,
বিভ্রান্ত ক'রে তুলতে না পারে;
তোমার ঐ স্বস্তিপ্রসন্ন কিরীট
দশ ও দেশের কিরীট হ'য়ে
শ্রমপ্রিয় অভ্যর্থনী আবেগের সহিত

হরদম গেয়ে উঠুক—
"শুভমস্তু
শুভমস্তু
শুভমস্তু"। ১৪১।

গণিতশাস্ত্রকে ভিত্তি ক'রে
ন্যায়, সাহিত্য ও ব্যাকরণকে
সমীচীনভাবে আশ্রয় ক'রে
নিজের শারীরবিদ্যা-সহ
জীবজন্তুদের শারীরবিদ্যা,
রসায়নবিদ্যা,
পদার্থবিদ্যা,
ভূবিদ্যা,
উদ্ভিদ্‌বিদ্যা,
খবিদ্যা,
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
এগুলি বিনায়িত ক'রে
মোটামুটি তা'দের রকম ও ক্রিয়াকে
অনুধাবন ক'রে
যে-বোধবিন্যাস হয়,—
তা'র ভিতর-দিয়ে
অনুধাবনী তৎরপতায়
বিশেষভাবে
বিহিত বিন্যাসে সেগুলিকে শিক্ষা ক'রে
ব্যক্তিত্বে
শিক্ষার সাঙ্গিক সঙ্গতিকে বিনায়িত ক'রে
বিহিত বোধকে আহরণ করাই হ'চ্ছে—

শিক্ষার বাস্তব বিহিত সোপান;
প্রত্যেকটির সাথে প্রত্যেকটির
সঙ্গতি ও সম্বোধনা আহরণ ক'রে
অনুধাবনী অধ্যয়নায়
নিজেকে পরিপুষ্ট ক'রে
প্রত্যেকের ভিতর
প্রত্যেকটির বিহিত বিন্যাসকে বিধায়িত ক'রে
যে-বোধের বিকাশ হয়,—
প্রকৃত শিক্ষার আধানই কিন্তু তাই;
যা'-কিছু সব
দেখে—
শুনে—
বুঝে—
হাতে-কলমে এস্তামাল ক'রে
যেমনতর বোধ-দর্শনে দাঁড়িয়ে
দুনিয়াটাকে
ধী-দীপনী তৎপরতায়
সঙ্গতিশীল সার্থকতা নিয়ে বোধ ক'রে
যে-অবস্থায় দাঁড়ানো যায়,—
তাই-ই কিন্তু শিক্ষার
শিখা-সন্দীপনা। ১৪২।
যতই তোমার অন্তরে
নিবিষ্ট কৃতি-তৎপরতার অভাব হ'তে থাকবে,—
তোমার দৃষ্টিও
বিক্ষুব্ধ হ'য়ে থাকবে তেমনতরই—
একটা স্বার্থলোলুপ তাৎপর্য্যের
অনুনয়নের ভিতর-দিয়ে,

যে যেমনতর
ভাব ও কৃতির অনুনয়নে,—
আবার, যা' তোমার পক্ষে
অতিশয় মাঙ্গলিক অভিনিবেশ নিয়ে চলছে—
তা' না দেখে
বিকৃতির ব্যতিক্রমদুষ্ট বিক্ষেপে
তা'কে তুমি দেখবে হয়তো—
বুঝবে হয়তো—
জানার দাবী করবে
তেমনি ক'রেই হয়তো—
যা'তে সে একটা অপকৃষ্ট, হেয়;
আর, যতই এমনতর হ'তে থাকবে—
তুমি তোমার
আন্তরিক অহমিকা-সঞ্জনায়
বিকৃতভাবে দেখবে,
বুঝবে,
বোধ ক'রবে;
আর, অন্তঃস্থ নিষ্ঠারজ্জুও
তোমা হ'তে একদম বিক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠবে,
তুমি সর্ব্বনাশেই পা বাড়িয়ে চলবে ক্রমশঃ—
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগকে বিসর্জ্জন দিয়ে—
বিকৃত চলনকে আশ্রয় ক'রে,
সাবধান হও! ১৪৩।

সুনিষ্ঠ হ'য়ে দেখ, শোন, কর,
পর্য্যায়ক্রমে চল এমনি ক'রে—
নিষ্পন্ন করতে-করতে,

এমনি ক'রেই সুসঙ্গত বোধ গজিয়ে উঠবে,
এই অনুশীলনী
নিষ্ঠাসন্দীপ্ত কৃতী চলনই
বোধের পরম প্রসূতি। ১৪৪।

দেখ,
ভাব,
কর—
তা'র বাস্তব বিন্যাস নিয়ে;
শুধু ভেবেই যা'-কিছুকে
অশিষ্ট সমাধানে
নিজেকে ভুতুড়ে ক'রে রেখো না,
যা'ই শেখো না—
এই হ'ল তা'র
প্রথম ও প্রধান উৎসেচনা। ১৪৫।

মহৎ ও মনীষীরা
যা' করেছেন,
যা' বলেছেন—
অন্বিত তৎপরতায়
সেগুলিকে
দেখ, শোন, বোঝ;
ঐ সঙ্গতিশীল অর্থনাকে অনুধাবন ক'রে
ঐ অর্থনায় দাঁড়িয়ে
তোমার বোধে যা' আসে—
সেগুলি চিন্তা কর,
আর, স্বাধীনভাবে
উদ্ভাবনী পদক্ষেপে

ঐ চিন্তাচর্য্যার ক্রমগুলিকে
বিনায়িত ক'রে চলতে লাগ—
তোমার দেখা, শোনা, বোঝা
ও করার বিন্যাস ক'রে
ঐ অমনতর সঙ্গতিশীল অর্থনায়;
আবার, তোমার দেখা, শোনা, বোঝা
যদি না থাকে,—
যা'-কিছু তোমার সম্মুখে পড়ে,
যা'তে তুমি অন্তরাসী,—
তা'কে দেখ, শোন, বোঝ,
আর, তা'র সংগ্রথনে
উদ্ভাবন-অনুদীপনায়
অন্তরাস দৃষ্টিতে
তাৎপর্য্যকে বিনায়িত ক'রে
বাস্তবতাকে নির্ণয় ক'রে চল,
আর, অমনি ক'রেই
নবীন উদ্ভাবক হ'য়ে ওঠ। ১৪৬।

সাত্বত-প্রকৃতি-পরিচর্য্যী
বস্তুধর্ম্মের পরিপোষক যা'-কিছু
সেইদিকেই তোমার অভিনিবেশ নিয়ে
চলতে থাক—
অচ্যুত-আগ্রহ-উদ্যম-উদ্যুক্ত হ'য়ে—
অকম্পিত ক্রমাগতি-সহ
আর, সংগ্রহ কর তা'ই
সার্থক সঙ্গতিতে বিনায়িত ক'রে

সমীচীন ব্যবহারে,
অমনতর ক'রেই
উৎকর্ষের অনুচর্য্যা ক'রতে থাক,
আর, তা'ই কিন্তু তোমার কাছে
বিধিবিনায়িত প্রকৃতির আশীর্ব্বাদ;
ছন্ন মরীচিকাময় অজানা
অবিন্যস্ত জ্ঞানগৌরব
যা' তোমাকে পদমত্ত ক'রে
সর্ব্বনাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়,—
তা' কিন্তু ঐ প্রকৃতিরই অভিশাপ। ১৪৭।

তোমার পরিস্থিতির চারিপার্শ্বে
ছোটখাটই হোক—
আর, বড়-বড়ই হোক—
যা' যা' ঘটে
বা নিজে যা' ঘটাও
সেগুলিকে সন্ধিৎসা নিয়ে
বিবেচনার সহিত দেখ,
কখন কেমন ক'রে কী হয়—
অনুধাবন কর,
আর, কোন ফল লক্ষ্য ক'রে
কী-ব্যাপারে কেমন ক'রে তা' হয়েছে
অনুমানে অনুধাবন করতে চেষ্টা কর,—
এবং বাস্তব ব্যাপারের সাথে
তা'র যথার্থতা মিলিয়ে নাও,
কিন্তু অনুমানে অভিভূত হ'য়ে থেকো না
তাহ'লে কিন্তু ভ্রান্তি হ'তে রেহাই পাবে না,

ঐ অনুমানী অনুধাবন
বাস্তব ব্যাপারের সাথে যত ঠিক-ঠিক মিলবে—
তোমার সহজাত-বোধও
বেড়ে চলবে তেমন ক'রে,
আর, এমনি ক'রেই
বুঝবার ন্যাকও বেড়ে যাবে,
ঘটনা দেখেই
ব্যাপারগুলি বোধে আনতে পারবে—
ক্রমশঃ নিখুঁত রকমে। ১৪৮।

শোন—
যা'র কাছে যেমন পাও—
বাস্তব সঙ্গতিশীল বোধ-বিবেচনার সাথে
সার্থক অন্বয়ে মিলিয়ে দেখ;
যা' মিলবে
তা' মিলিয়ে নাও,
আর, হাতেকলমে সেটা প্রয়োগ কর,
অমনি ক'রে ধাতস্থ ক'রে নাও—
যেমন ফল দেখবে তেমনি ক'রে;
এমনতর ক'রে
কুড়িয়ে-কুড়িয়ে দেখবে—
অনেক বিভূতি-বিভব তোমার জ'মে যাবে,
বহুদর্শী হ'য়ে উঠবে তুমি;
অজ্ঞতাকে অতিক্রম ক'রেই বিজ্ঞ হ'তে হয়—
সার্থক সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
বাস্তব বিভূতি নিয়ে;
শুধু শোনা-কথার উপর দাঁড়িও না,

শুনে সংগ্রহ করাও ছেড়ো না,
সার্থক সঙ্গতিশীল বাস্তবতায় যা' মিলবে—
তা'কে গ্রহণ ক'রো তেমনি ক'রে—
যেমন দেখেছ,
যেমন জেনেছ;
যা'রা শোনে না,
নিজের কেরদানির বিভবই গেয়ে বেড়ায়,—
তা'দের জানাগুলি
প্রায়ই নিরর্থক হ'য়ে ওঠে,
কারণ, বাস্তবতার অভিসারে
তা'রা সেগুলিকে
সঙ্গতিশীল ক'রে তুলতে পারেনি,
তাই, বিহিত ব্যাপারে
সার্থকতাও লাভ করতে পারে না তা';
—চলনটাকে
এমনি ক'রে সজাগ রাখতে ভুলো না,
অনেক পাবে,
করতেও পারবে অনেক। ১৪৯।

তোমার আওতায়
যে-কোন পত্রিকা, বিজ্ঞাপন, পত্র, পুস্তক
বা যে-কোন লেখা বা কথাপ্রসঙ্গই
আসুক না কেন,—
তা' সন্ধিৎসাপূর্ণ ঐকান্তিকতা নিয়ে
আদ্যোপান্ত
মনোযোগের সহিত পাঠ কর,
আর, পাঠ ক'রে

তা'তে সাত্বত কী আছে,—
বাস্তবতায় তা'র কতখানি সম্ভাব্যতা,—
লহমায় সেগুলি চিন্তা কর,
কিন্তু যখন পড়বে
কিছু বাদ দিও না,
আলোচনী ভঙ্গিমায় প'ড়ে যেও;
এ অভ্যাসের ফলে দেখবে—
কিছুদিনের ভিতরে
অনেক বিষয় সাত্বত সঙ্গতি নিয়ে
তোমার ভিতরে
একটা অন্বিত অর্থনায়
উপস্থিত হয়েছে বা হ'চ্ছে;
সময়মত অভাবনীয় সুবিধা হয়তো ঘ'টে যাবে—
তা' দেখে
তুমিও অবাক হ'য়ে পড়বে। ১৫০।

শুধু বই প'ড়ে
পণ্ডিত হ'তে যেও না,
উপযুক্ত আচার্য্য, গুরু, অধ্যাপক
বা ঐতিহ্যশালী চরিত্রবান যাঁ'রা,
শ্রদ্ধাপূত সেবাচর্য্যী পরিক্রমা নিয়ে
তাঁ'দের কাছে বই প'ড়ে,
শুনে,
দেখে,
বুঝে,
ক'রে
যদি শিখতে পার,

তবেই তো পণ্ডিত,
তবেই তো আচার্য্য,
নইলে, ঐ পড়াই হয়তো
তোমার অস্তিত্বের ঐতিহ্যকে মেরে
ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে
কুৎসিত পরিণাম সৃষ্টি ক'রতে পারে;
তাই সাবধান!
বুঝে চল। ১৫১।

সাত্বত যত যা'ই পড় না কেন,
প'ড়ে বেশ ক'রে বুঝে-সুঝে দেখ—
তা'র ভিতর তোমার কী-কী করণীয় আছে;
তোমারই হোক বা অন্যেরই হোক—
জীবনীয় ধৃতিবর্দ্ধনার জন্য
বেশ ক'রে প'ড়ে-শুনে ভেবে-চিন্তে
করবার যদি কিছু থাকে,—
সেগুলি ক'রে চল;
যা'র কাছে যেমন সাহায্য নিলে
সেগুলি সমীচীনভাবে
সংঘটিত ক'রে তুলতে পার—
তা'তে একটুও দেরী ক'রো না;
ঐ জীবনীয় অধিষ্ঠিতির
ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়ে
করার ভিতর-দিয়ে তা'কে
রূপায়িত ক'রে তোল;
তোমার অন্তঃস্থ ভাববৃত্তির

রূপায়িত করার আগ্রহকে
বাস্তবে যতই
রূপায়িত ক'রে তুলতে পারবে—
তুমি তো সাধুতপা হ'য়ে উঠবে ততই,
তা' ছাড়া,
তোমার সঙ্গে যা'রা-যা'রা
এই কৃতিযজ্ঞে যোগ দিয়ে
অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে উঠবে—
বাস্তব কৃতিবিদ্যায় তা'রাও
গজিয়ে উঠবে অমনতরভাবে;
নয়তো, পড়াশুনা যদি
পড়াতেই বিলীন হ'য়ে যায়,—
সে-পড়া প্রাণদ হ'য়ে ওঠে না কখনও,
পুণ্যপ্রসূ হ'য়ে ওঠে না কখনও;
তাই বলি—
পড়ার যদি ঝোঁক থাকে,—
করার ঝোঁককে তা'র সাথে
সজাগ, সম্বুদ্ধ ও অনুশীলনতপা ক'রে তোলে,
আল্সে পড়া
আলস্যেরই ওরফ-দোস্ত। ১৫২।

যুক্ত হও,
যেমনতর বিষয়ই হোক না—
তা'র মরকোচগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখ,
বিশ্লেষণার ভিতর দিয়ে যেমনতর
সংশ্লেষণায়ও তেমনতর,
যা'তে আমান যেটি ছিল—

তোমার বিন্যাস-বিভূতি
কলা-কৌশল
সেটাকে ঠিক
সেইরকম ক'রে তুলতে পারে,
তবেই তো হবে সিদ্ধকাম;
তাই বলি—
"যোগঃ কর্ম্মসুকৌশলম্"। ১৫৩।

কা'র সাথে
কিসের সংযোগে
কোন্ জাতীয় শারীর সংগঠন
সুপুষ্ট ও প্রবর্দ্ধিত হ'য়ে
জীবনে উৎসারিত হ'য়ে ওঠে,
আর, কিসে বা তা হয় না,—
খুঁটিনাটি ক'রে এগুলি দেখে
তা'র বিধি-ব্যবহার জেনে
সেগুলিকে
বিহিতভাবে
বিহিত স্থানে নিয়োজন ক'রে
জীবন-সম্বর্দ্ধনাকে
উৎসারণশীল ক'রে চলাই হ'চ্ছে—
প্রাজ্ঞ জীবনের প্রথম গতি;
আর, এতেই থাকে ভগবত্তা,
আর, ভগবানই ঐশ্বর্য্য। ১৫৪।

মূর্ত্ত কল্যাণই
তোমার আদর্শ হ'য়ে উঠুন,

তাঁর প্রীতি-বন্ধনার ভিতর-দিয়ে
তোমার বোধগুলি
সার্থক সঙ্গতিসম্পন্ন হ'য়ে উঠুক—
অন্বিত বিনায়নে,
চরিত্রে তাঁ'রই দ্যুতি বহন ক'রে,
বোধের গণিকাবৃত্তি
বোধনার নিষ্ঠুর অভিঘাত। ১৫৫।

ধৃতি যেখানে ধীকে জাগ্রত ক'রে
তুলতে পারেনি,—
আর, ধী যেখানে প্রেরণাপ্রদীপ্ত নয়,—
সে-ধৃতি ভাবালুতা ছাড়া
আর কিছুই নয়। ১৫৬।

যে-বোধ ব্যবহারে ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে না,—
তা' বোধ নয়,
বোধবিলাসিতা মাত্র। ১৫৭।

যে-শোনা
দেখা ও করার ভিতর-দিয়ে
বোধে রূপায়িত হ'য়ে ওঠে
সামগ্রিকভাবে,—
তাই কিন্তু বাস্তব বোধ;
সন্দেহের পরিক্রমা হতে উত্তীর্ণ তা'। ১৫৮।

সম্বন্ধ, অধিকার, উপযুক্ততা বা যোগ্যতা
যা'র যেখানে যত বেশী,—
তা'র কাছে প্রশ্নও
সে-বিষয়ে তত কম। ১৫৯।

সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
বিহিত ত্বারিত্যে
যে সমাধান ক'রতে পারে না,—
বিদ্যাবত্তাও তা'র অবসাদ গ্রস্ত। ১৬০।

কোন বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতাকে
বোধি বলা যায় না,
বরং তা'কে
আভ্যাসিক সংজ্ঞা বলা যেতে পারে,
সর্ব্বসঙ্গত যে-বোধ
তাকেই বোধি ব'লে থাকে। ১৬১।

জৈব-সংস্থিতি যেখানে সুষ্ঠু—
বোধিপ্রাণতা ও বিদ্যাও সেখানে প্রাঞ্জল,—
সার্থক সমঞ্জস। ১৬২।

জন্মগত জৈবী-সংস্থিতি
যেমনতর সুষ্ঠু ও পুষ্ট—
সক্রিয়তা,
ধারণক্ষমতা,
বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিও হ'য়ে ওঠে তেমনতর। ১৬৩।

তোমার যা'তে যেমন নিষ্ঠানুরাগ—
যা' তোমার ভাবকে
কৃতিমুখর ক'রে তুলে থাকে,
তা' যেমনরতই হোক না কেন—
প্রকৃতিও অনুরঞ্জিত হ'য়ে ওঠে তা'তেই,
আর, প্রকৃতি অনুরঞ্জিত হ'লে
রকম-সকমও তেমনি হ'য়ে থাকে;
সুনিয়ন্ত্রিত ভাবসম্বেগ যেমন—
প্রকৃতিকে তা'
তেমনতরই অনুরঞ্জিত ক'রে তোলে,
প্রকৃতিও আবার তেমনতরই
কৃতি-উদ্যমকে
সেই অনুরঞ্জনা-মাফিক
সক্রিয় বেগবতী ক'রে তোলে,
তাই কথায় বলে—
'ছেলেপেলে পড়ুক না-পড়ুক
সভায় রাখ',
মানে, সৎসভায় রাখ;
আর ভাব মানেই হ'চ্ছে—
হওয়ার সম্বেগ,
যা' প্রকৃতিকে অনুরঞ্জিত ক'রে
তেমনতর কৃতিমুখর ক'রে তোলে—
ভালই হোক আর মন্দই হোক;
তাই ব'লে
মানুষের জন্মগত প্রকৃতিকে
বদলাতে দেখা যায় না কিন্তু,
রঙিল হ'তে পারে মাত্র;

আর, প্রকৃতি মানেই—

প্রকৃষ্টরূপে করার ভাব,

তা'র মানেই, ক'রে হওয়ার আবেগ। ১৬৪।

বিদ্যা যেখানে প্রকৃতিগত হ'য়ে

বোধ ও ব্যবহারে উদ্ভিন্ন হওতঃ

যোগ্যতায় আত্মবিস্তার করেছে—

সার্থক, সমন্বয়ী, সমঞ্জস সঙ্গতি নিয়ে,—

পাণ্ডিত্যও সেখানে। ১৬৫।

অভ্যাস ও বিবেচনার সহিত

তোমার বোধকে যদি জাগ্রত না ক'রে তোল,—

ধী

সুকেন্দ্রিক-তপোনিরত,

সেবানন্দিত,

অন্বিত-অনুস্রবা হ'য়ে উঠবে না—

ঠিক জেনো। ১৬৬।

শ্রদ্ধার ভূমিতে

সুনিষ্ঠ অনুচর্য্যায় বিদ্যার ভিত্তিতে

শিক্ষা সার্থক হ'য়ে ওঠে,

নয়তো, শিক্ষা

সঙ্গতিহারা ছন্ন বিক্ষেপে

বিভ্রান্তই ক'রে তোলে। ১৬৭।

বিদ্যা যেখানে শ্রদ্ধাতর্পিত নয়—

সঙ্গতিহারা, অনন্বিত,—

বোধ যেখানে ছন্নছাড়া, অবাস্তব,
ঔদ্ধত্য-অস্মিতা-গৌরবী,
অজ্ঞপাণ্ডিত্যপূর্ণ, বিশৃঙ্খল,
ব্যক্তিত্ব সেখানে ছন্নতাগ্রস্তই প্রায়শঃ। ১৬৮।

শ্রদ্ধায় কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
সক্রিয় ব্যবহারে
সানন্দ সেবা, সহিষ্ণুতা
ও সহযোগী পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তুমি যদি শিক্ষিত না হও,—
তোমার শিক্ষা স্বাবলম্বী হ'য়ে
সার্থক অভ্যাসে
যোগ্যতার জলুসে
চরিত্র, ব্যবহার ও সত্তায় গ্রথিত হ'য়ে
বাস্তবে রূপ নিয়ে উঠতে পারবে না। ১৬৯।

শ্রেয়-সন্দীপনী যে-ভাব
বোধ-বিচ্ছুরণা নিয়ে
সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
ব্যক্তিত্বে বিকাশ লাভ করেনি,—
তা' জীবনীয় মূর্ত্তি গ্রহণ ক'রে
শ্রেয়-জলুসে
দুনিয়াকে কি দেদীপ্যমান ক'রে তুলেছে? ১৭০।

মানুষের ব্যক্তিত্ব যেখানে
চারিত্রিক সঙ্গতি নিয়ে
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে,—

সক্রিয় সার্থক সুকেন্দ্রিকতায়,
জানায় বিন্যাস লাভ ক'রে,—
বিদ্যাবত্তা মূর্ত সেখানেই। ১৭১।

বাস্তব অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
সঙ্গতিশীল বোধিবিকাশ যা'র হয়নি—
সে
সহজ বোধবিনায়িত জ্ঞানপ্রবাহ হ'তে
অনেক দূরে;
অনুকম্পী পারস্পরিকতা কি
তা'দের ব্যক্তিত্বে সহজ হ'য়ে ওঠে—
যদি নিজের মতন ক'রে
অন্যকে বোধ করতে না পারে? ১৭২।

তুমি নিষ্ঠায় নিশ্চয় হও,
চলনে নিশ্চয় হও,
করণে নিশ্চয় হও,
বিবেচনায় ও বোধে নিশ্চয় হও—
সার্থক কুশলকৌশলী সঙ্গতিতে;
এই চতুর্নিশ্চয় তোমাকে
চৌকসকর্ম্মা
ও প্রাজ্ঞ-ব্যক্তিত্বে অধিষ্ঠিত ক'রে তুলবে,—
তবে তো! ১৭৩।

ব্যক্তিত্বকে শ্রেয়ার্থসন্দীপী
সুকেন্দ্রিক সুনিষ্ঠ ক'রে
সুসংহত বোধায়িত ক'রে তোল—

যোগ্যতায় জীয়ন্ত রেখে,
তোমার বিদ্যাবত্তা বা পাণ্ডিত্য
তবেই তো সার্থক!
নচেৎ, বিদ্যাভারবাহী বলদ ছাড়া
তুমি আর কিছুই নও। ১৭৪।

শিক্ষা মানেই
শ্রদ্ধান্বিত নিষ্ঠায় শোনা,
এবং কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
চরিত্র ও যোগ্যতায়
মূর্ত্ত ক'রে তোলা ও জানা—
অন্বিত সমঞ্জস সার্থকতায়।১৭৫।

শিক্ষা মানেই হ'চ্ছে—
সশ্রদ্ধ সুকেন্দ্রিকতায়
বোধায়নী তাৎপর্য্যে
যোগ্যতা-উৎসারণী সৌকর্য্যে
চরিত্রকে সার্থক সুসঙ্গত ক'রে তোলা;
তা' যেখানে নয়কো,—
সে-শিক্ষা ছন্নতামাত্র। ১৭৬।

শিক্ষার মূল ভিত্তিই হ'চ্ছে—
শিক্ষাকে সশ্রদ্ধ নিষ্ঠা,
তদনুবর্ত্তন,
উৎকর্ষী অনুসন্ধিৎসু অন্তরাস,
সেবানুচর্য্যী অধ্যবসায়,
বোধোদ্দীপনা,—

বাক্, ব্যবহার ও চরিত্রের সুষ্ঠু পরিক্রমা,
আর, বিষয়, ব্যাপার ও বোধের
সত্তানুগ একসূত্রসঙ্গত অনুধ্যায়িতা। ১৭৭।

শিক্ষার ভূমিই হ'চ্ছে শ্রদ্ধা,
আর, অনুশীলন, আচরণ, আলোচনা
ও আবৃত্তির ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতা অর্জ্জনই হ'চ্ছে—
উদগময়ক বিবর্ত্তনা,
এ যত নিখুঁত
দক্ষতাও তেমনি মজবুত;
যেখানে শ্রদ্ধা নাই,—
সুসঙ্গত সার্থক-অন্বয়ী সমাবেশও
সেখানে নাই,
তাই, সে-শিক্ষা
বিক্ষেপ-ক্ষোভগ্রস্ত, অব্যবস্থ,
তাই, তা' সত্তাপোষণী নয়,
ধর্ম্মদ নয়কো;
শিক্ষা
দীক্ষালাভ করে ঈশ্বরে,
আর, ঈশ্বরের বোধায়নী আসনই হ'চ্ছে
শ্রদ্ধা। ১৭৮।

তোমার চরিত্র
যতই বোধিদীপ্ত হ'য়ে উঠবে—
বাক্যে, ব্যবহারে, কর্ম্মদক্ষতায়,
সুসঙ্গতি-সম্ভারে,

কুশলকৌশলী নিয়ন্ত্রণ-তাৎপর্য্যে,
বাস্তবে বিদ্যাবত্তাও
অধিগত হবে তোমার তেমনি,—
মেকী বিদ্যাবত্তায় যা' হ'য়ে ওঠে না।১৭৯।

তোমার বোধ
সার্থক সঙ্গতিশীল কর্ম্ম চুঁইয়ে
গজিয়ে উঠেছে কিনা—
বাস্তব বিনায়নে বিন্যস্ত হ'য়ে—
তা'র খানিকটা আভাস পাওয়া যাবে—
তুমি কতটুকু কেমনতর ইঙ্গিতজ্ঞ
তা'র ভিতর-দিয়ে,
—অভ্যাসে অভ্যস্ত হওয়াই
যদিও এর সুপন্থা। ১৮০।

অন্তরের ওজঃসম্বেগ
যেমনতর সংস্থিতি লাভ করে—
মানুষের ভাব, ভাষা, অধিগমনী আবেগ
ও কর্ম্মানুপ্রেরণাও
তেমনতরই হ'য়ে থাকে,
শিক্ষা ব্যাপারেও তা'ই,
নিয়ন্ত্রণ-অভিদীপনা
যা'কে যেমনতরই
সুকেন্দ্রিক সশ্রদ্ধ
ওজঃসম্বেগী ক'রে তুলতে পারবে,—
অধিগমনী আবেগও

তেমনি ক্রিয়াশীল হ'য়ে
পটুপ্রদীপ্তিতে উচ্ছল হ'য়ে উঠবে,
কিন্তু নজর রাখতে হবে—
ঐ সম্বেগ যেন
সংস্থিত হ'য়ে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে। ১৮১।

তোমাদের সুযুক্ত অর্থান্বিত
বাক্, ব্যবহার ও আচরণ
যেন এমনতর প্রীতিমধুর, ওজোদীপ্ত
আপ্যায়নী অনুচর্য্যাপরায়ণ হয়,—
যা'তে তোমরা প্রত্যেকের হৃদয়ে
একটা স্বস্তি-সম্পাদনী
সুন্দর উদ্দীপনার সৃষ্টি ক'রে
কৃতি-উৎসর্জ্জনায়
সবাইকে সুসম্পর্কান্বিত ক'রে তুলতে পার,
আর, এইটিই হ'চ্ছে—
তোমাদের জীবনের প্রাথমিক
শিক্ষার চলৎশীল সম্বেগ,—
যা'র উপর দাঁড়িয়ে
তোমাদের জীবনের যা'-কিছু
তুমি-সহ তোমাদের সবাইকে
অমৃতপন্থী ক'রে তুলবে—
কৃতি-উৎসর্জ্জনার
সুসঙ্গত আবেগময়ী উদ্দীপনী অনুশীলনায়। ১৮২।

তোমার বলা, পড়া বা শোনা
যতটুকু করায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে

তোমার ব্যক্তিত্বের
যেমনতর বিকাশ এনে দেয়,—
তোমার ব্যক্তিত্বও
তেমনতর অনুভূতিসম্পন্ন,
আর, যা'
করার আনাচে-কানাচেও উপস্থিত হয়নি,—
তা' শুধু ভাবালুতার বিকাশ-মাত্র,
তুমি তা'র অধিকারী নও,—
অর্থাৎ, তোমার ব্যক্তিত্বে
ঐ অনুভূতিকে ধারণ করোনি। ১৮৩।

শিক্ষা যদি অন্বিত সঙ্গতিশীল না হয়,
তবে তা' মানুষের ধীকে
সম্বর্দ্ধিত করে না,
তাই, তা' ব্যক্তিত্বকেও পরিপুষ্ট করে না,
কিন্তু বিদ্যা মানুষকে
অন্বিত সঙ্গতিশীল ক'রে তোলে,
তাই, তা' ব্যক্তিত্বকে পরিপুষ্ট করে;
শিক্ষা ব্যর্থ সেখানে—
যেখানে তা' সুকেন্দ্রিক আত্মবিনায়নশীলতায়
অন্বিত না হ'য়ে ওঠে—
সক্রিয় বাস্তব সঙ্গতি নিয়ে,
বিদ্যাবত্তার উদগমই হ'য়ে ওঠে না তা'তে;
সুকেন্দ্রিক আত্মবিনায়নশীল যে,
সে যদি মূর্খও হয়,
তথাকথিত শিক্ষিতের থেকেও
সে ঢের বেশী বিদ্বান্। ১৮৪।

শিষ্ট আচার-ব্যবহার
ও চরিত্র-সংশুদ্ধির পরিপ্রেক্ষায়
বিদ্যা অর্জ্জন কর—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে,
বোধবিবেকের উচ্ছল গতি নিয়ে,—
যা' মানুষকে
সুষ্ঠু তৎপরতায় সংন্যস্ত ক'রে
স্বভাবকে
সহজ ও সার্থক ক'রে তোলে,
তোমার ব্যক্তিত্ব
সার্থক হ'য়ে উঠুক ঐ পথে—
কৃতিদীপ্ত বিনায়নে। ১৮৫।

ধর্ম্মশিক্ষা মানে—
ধৃতি-বিনায়নী শিক্ষা,
অস্তিত্বকে স্বস্তিসম্পন্ন ক'রে তোলে—
বোধবিনায়নী তাৎপর্য্যে
বিভব-বিভূতি-তৎপরতায়,
যা' মানুষকে
বিশেষ ক'রে হইয়ে
বিহিতভাবে
ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে তোলে—
অন্তরের স্বতঃসন্দীপনী বীক্ষণার
সঙ্গতিশীল ঐশ্বর্য্যে। ১৮৬।

বিদ্যা শুধু লেখাপড়ায় হয় না,
চাই—আগ্রহদীপ্ত সমীচীন কৃতিচলন,

আচরণ,
অর্থাৎ, হাতেকলমে করা,
দেখা, শোনা, বোঝা,
প্রত্যেক করণ
সঙ্গতিশীল অন্বিত অর্থনায় বিনায়িত ক'রে
বহুদর্শী প্রাজ্ঞ-বোধনায় আরূঢ় হওয়া;
এই হ'চ্ছে বিদ্বান হওয়ার পন্থা;
লাখ বই পড়,
লেখাপড়া শেখ,—
বিদ্বান হ'তে পারবে না,
পড়ুয়া হ'তে পার;
নিজের সত্তাকে
অর্থান্বিত সঙ্গতিশীল বিনায়নে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারবে না—
সমীচীন চর্য্যায়
সব বোধনাগুলির বিকাশে
বিন্যস্ত ব্যক্তিত্বে আরূঢ় হয়ে;
তাই, লেখাপড়া যা'ই কর,
অমন ক'রে হাতেকলমে কর;
এই প্রাজ্ঞ পরিচর্য্যা নিয়ে
বাস্তব সাত্বত ব্যক্তিত্বে অধিরূঢ় হও,
তবেই তো বিদ্বান। ১৮৭।

তোমার শিক্ষা
নিষ্ঠা-অনুসৃত হ'য়ে
চারিত্রিক দক্ষতায়
কৃতি-চলনে

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ হ'য়ে
আচার, ব্যবহার, আপ্যায়নী অনুচর্য্যায়
সৌষ্ঠব-অন্বিত হ'য়ে না উঠছে যতক্ষণ পর্য্যন্ত,—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি
শিক্ষিতই হ'য়ে ওঠনি কিন্তু,
বিদ্বান হওয়া তো দূরের কথা;
তাই বলি—
শিক্ষিত হও,
বিদ্যমানতাকে জেনে বিদ্বান হয়ে ওঠ—
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে,
আচরণ-অনুচর্য্যায়;
এমনি ক'রে আচার্য্য হ'য়ে ওঠ। ১৮৮।

যা'দের উদ্যম-পরিস্রবা
অভিনিবেশী সংকল্প নেই—
সময়োপযোগী কর্ম্ম-তৎপরতা নেই,—
কথায়-কাজে মিতালি নেই,—
যা'দের বিচক্ষণতা
চারিত্র্যের ধার ধারে না,—
তা'দের পাণ্ডিত্য যত বড়ই হোক না কেন,
সে-পাণ্ডিত্যে
সাত্বত পৌরুষপূর্ণ শক্তিমত্তা নেই। ১৮৯।

জানার অহমিকা যা'র যেমন
ক্রূর, ঔদ্ধত্যপূর্ণ, দুর্ব্বিনীত,—
জ্ঞান যা'কে বিনীত ক'রে তোলেনি,—
শুশ্রূষু ক'রে তোলেনি,—

দক্ষকর্ম্ম-তৎপর হৃদ্য ব্যক্তিত্বে
উদ্ভিন্ন ক'রে তোলেনি,—
তা'র শিক্ষা ও জ্ঞানের
জীবন-যবনিকা ওখানেই। ১৯০।

যেখানে বিদ্যা আছে
বিনয় নাই,
বিজ্ঞ লোকসংস্থিতি-সন্দীপনা নাই,
কলকৌশল লাখ থাকলেও—
তা'দের সঙ্কুচিত হওয়ার,
দ'মে যাওয়ার সম্ভাবনা,
কিন্তু কম নয়কো,
তা'দের দ্যুতি
লোকজীবনকে
প্রসন্ন ও প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে না। ১৯১।

সুনিষ্ঠ অচ্যুত অনুরাগ
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
যা'র জীবন ও জগৎকে অন্বিত ক'রে
বাক্, ব্যবহার ও চরিত্রকে
বোধি-উচ্ছলতায়
উজ্জ্বল ক'রে তুলতে পারেনি—
আলোকিত ক'রে তুলতে পারেনি—
শিক্ষার দুন্দুভি
যতই নিনাদমুখর হোক্ না কেন,
তমসার অন্ধকার মর্ম্মান্তিক হ'য়ে
আত্মম্ভরিতার দাম্ভিক দৈন্যে

মর্ম্মঘাতী ক'রে তোলে তা'কে;
তোমার শিক্ষার তক্‌মা
ডায়মন্‌-কাটা যতই হোক না কেন,
তা'তে যদি ঐ আলোকপাত না হয়,—
তবে তুমি যে-তিমিরে সেই তিমিরে। ১৯২।

তুমি অনেক শিক্ষা করেছ—
কিন্তু তা'র বোধও নেই,
আবার, সে-বোধগুলি
অন্বিত হ'য়ে ওঠেনি সার্থকতায়,
চরিত্রে ফুটে ওঠেনি তা'—
সত্তাকে অনুরঞ্জিত ক'রে
পরমার্থ-উদ্দীপনায়,
—তা' কিন্তু তোমাকে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলেনি,
প্রাজ্ঞ ক'রে তোলেনি তোমাকে,
বিভ্রান্তি-বেঘোর থেকে
সে-শিক্ষা তোমাকে
নিস্তারে এনে দেয়নি—
মূঢ়ত্ব ঘুচিয়ে,
যা' লাভ করেছ—
সত্তাকে স্পর্শ করেনি,
লাভ হ'য়েছে ব্যর্থতা তোমার;
সাচ্চার কিঞ্চিৎও ভাল। ১৯৩।

মনে রেখো—
আত্ম-প্রশংসা,

আত্মপ্রতিষ্ঠা-পিপাসু গর্ব্বেপ্সা,
আত্মগুণ-কাহিনী বর্ণনা—
বিশেষতঃ অন্যের হীনত্ব প্রতিপাদন-মানসে,
তা' ছাড়া
অন্যের প্রশংসা-শ্রবণে অপমানবোধ,
শ্রেয়ের সম্বন্ধে কূটকটাক্ষ—
ইত্যাদি যেখানে,
সে যত বড়ই প্রবীণ হোক না কেন,—
তা'র প্রবীণত্ব
ছিন্নভিন্ন ছন্নতারই প্রতিবিম্ব,
তা'র ধী
সুকেন্দ্রিক,
অন্বিত সঙ্গতিশীল
সার্থক বিনায়না-সম্পন্ন নয়কো,
ছন্ন-মূঢ় গর্ব্বেপ্সাই
তা'র ব্যক্তিত্বে বিকশিত;
ফল কথা,
তা'র শিক্ষা অনেক থাকতে পারে,
কিন্তু বিদ্যাবত্তার ঐকান্তিক অভাব,
কারণ, 'বিদ্যা বিনয়ং দদাতি,
বিনয়াদ্ যাতি পাত্রতাম',
তাই বুঝে, যেখানে যেমন চলতে হয়
তা'ই চ'লো। ১৯৪।

তোমার লাখ পণ্ডামি থাক না কেন,
আর, লাখ বিদ্বানই হও না কেন—

ছেলেমেয়েদের প্রবৃত্তি ও প্রকৃতিমাফিক
মানসিক পরিচর্য্যায়
অন্তরাসী ক'রে যদি না তুলতে পার—
বান্ধব নিয়ন্ত্রণে
শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক'রে,
বোধবৃত্তি তা'দের যতই থাক্ না কেন—
তা'দিগকে শিক্ষায় দক্ষ ক'রে তুলতে
পারবে না কিছুতেই,
শিক্ষকতার মূল সংজ্ঞাই ওখানে;
নিজের চলন-চরিত্র কথাবার্ত্তার ভিতর-দিয়ে
ঐকান্তিক একানুরক্তির
ইষ্টানুগ প্রাঞ্জল বিচ্ছুরণ-প্রদীপ্তিই হ'চ্ছে—
তা'দের জীবনকে
সুকেন্দ্রিকতায় জীয়ন্ত ক'রে
সত্তানুগ সম্বর্দ্ধনায় শিক্ষিত ক'রে তোলবার
সুপুষ্ট পন্থা,
নয়তো, শিব গড়াতে বাঁদর হ'য়ে উঠবে—
যত জলুসেরই অভিব্যক্তি থাক্ না কেন
তা'দের চরিত্রে;
জলুসওয়ালা বোধিবৃত্তিও
বিশৃঙ্খল বিক্ষেপী মূঢ় জলুস
বিকিরণ ক'রেই চলবে। ১৯৫।

যা'রা আপনার কৃষ্টিতে
তা'র যা'-কিছু ঐতিহ্য নিয়ে
ধীর গবেষণাদীক্ষু প্রতিভায়
বোধায়নী তাৎপর্য্যকে উন্মুক্ত ক'রে

সঙ্গতিসূত্রদর্শী হ'য়ে
অন্য যা'-কিছুর সার্থক অন্বয়ে
সুসঙ্গত হ'য়ে উঠতে পারেনি,
বা পারার ঔৎসুক্যও নাই—
না-পারার ব্যঙ্গ ছাড়া,—
বেদই বল,
বিজ্ঞানই বল,
আর, সাহিত্য-দর্শনই বল
বা যে-কোন বিদ্যাই বল,
তত্তৎ-বিষয়ে পল্লবগ্রাহী বোধি ছাড়া
তাৎপর্য্যদীপনা
তা'দের কাছে ভেকনাদ মাত্র,
কারণ, তা'দের সংস্থিতিই
সুকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠেনি,
আর, সুকেন্দ্রিক নয় ব'লেই
অন্তরাসী শ্রদ্ধাচক্ষুও তা'দের অল্পদৃষ্টিসম্পন্ন,
তাই, যা'-কিছুর সঙ্গতি-তাৎপর্য্যও
তা'দের কাছে তমসাচ্ছন্ন হ'য়ে ওঠে—
স্বাভাবিকভাবে;
দফাওয়ারি বোধ তা'দের থাকতে পারে,
কিন্তু দফা-সঙ্গতি তা'দের নেই,
তা'দের পাণ্ডিত্যও
বিকেন্দ্রিক পণ্ডবুদ্ধি ছাড়া আর কিছুই নয়। ১৯৬।

বুঝমান হও,
বোধবান হও—
তা' যে-বিষয়েই হোক না কেন—

সব দিক্-দিয়ে,
যা'তে তোমার করণীয় একায়িত হ'য়ে ওঠে—
কর্ত্তব্যের কৃতি-চলনে;
আবার বলি—
বুঝেও বুঝতে চেষ্টা কর,
জেনেও জানতে চেষ্টা কর,
ক'রেও আরোতর হ'য়ে চল;
এমনি ক'রে—
বলাই হোক,
বোঝাই হোক,
জানাই হোক—
করাই হোক—
সব যা'-কিছুকে সব দিক-দিয়ে
সুসঙ্গতির সহজ তাৎপর্য্যে
নিজেকে চৌকস ক'রে তোল,
তোমার প্রশ্ন যেন মীমাংসাতেই আত্মবিলয় করে,
তবে তো!
ফল কথা, তোমার ব্যক্তিত্ব
ঐ রঙেই রঙিল হ'য়ে উঠুক। ১৯৭।

ব্যক্তিত্বে যে-গুণ থাকে,
তা' গুণিত হ'য়েই চলে—
তদনুগ অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে,—
তাই, তা'কে গুণ বলে—
ভাল-মন্দ দুই-ই কিন্তু;
তাই, গুণ-সাম্য লাভ ক'রে চলাই
ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক সঙ্গতিকে

সুষ্ঠু, শিষ্ট ও সুন্দর ক'রে তুলে থাকে;
আর, এই গুণসাম্যের
প্রবর্ত্তন-কেন্দ্রই হ'চ্ছে—
নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ,
সেই নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতির আবেগ নিয়ে
নিষ্ঠানুগত্যের
প্রেষ্ঠ বা প্রতীক যা' বা যিনি
তদনুগ অনুনয়নে
নিজেকে অন্বিত ক'রে তুলতে পারা যায়;
তাই, অটুট অস্খলিত নিষ্ঠার কেন্দ্রই হ'চ্ছে
গুণের নিয়ন্তা—
তা' বস্তুই হোক বা ব্যক্তিই হোক। ১৯৮।

তুমি যে-কোন বিষয়েই
বিশেষজ্ঞ হও না কেন,
তা' যেন সর্ব্ববিষয়ের
অর্থাৎ সর্ব্বশাস্ত্রের
সঙ্গতিশীল অন্বিত অর্থনার ভিতর-দিয়ে
উদ্ভূত হয়—
তোমার অন্তর্নিহিত সংস্কার
ও বৈশিষ্ট্যমাফিক বিনায়নায়;
নইলে, কোন বিষয়ের
বিশেষ জ্ঞানে উপনীত হওয়া
দুরূহই হ'য়ে উঠবে,
আর, তা'তে
সম্যক্-বোধহারা একটা যান্ত্রিকতাতেই
নিবদ্ধ থাকতে হবে,

পরিবর্ত্তনী বা পরাবর্ত্তনী কিছু—
তা' শুভই হোক বা অশুভই হোক,
কেন কিসে হয়,
তা' বুঝতেই পারবে না;
তাই, সঙ্গতিশীল অর্থনা নিয়ে
ধীর হও—
প্রত্যেক বিষয়ের সাথে
প্রত্যেক বিষয়ের
সম্বন্ধ ও ক্রিয়া-নির্ণয়ের ভিতর-দিয়ে,
তবে তো বিশেষজ্ঞ হওয়া!
ব্যর্থ বিশেষজ্ঞতার
একটা বিদ্রূপ সৃষ্টি করতে যেও না। ১৯৯।

নামজাদা জ্ঞানাভিমানী যা'রা,
যা'রা অন্যদের
অর্থাৎ, জ্ঞানের অভিমানশূন্য যা'রা
অথচ পাণ্ডিত্যগুণসম্পন্ন
তাঁ'দের বুঝতে পারে না,
একটা ব্যালোল
বিকৃত বিক্ষুব্ধ অর্থে অন্বিত ক'রে
তাঁদের প্রজ্ঞাকে তাচ্ছিল্য ক'রে চলে—
বৈশিষ্ট্য-বোধনাকে অনুভব না ক'রে,
শুধু বাগ্‌বিন্যাসের চালচলনকে
দুরস্ত রেখে,
তাঁ'দের বৈশিষ্ট্যের
ঐ বিন্যাস-অবগতিকে
না বুঝে-সুঝে—

তা'রা জ্ঞান-অভিমানী হ'তে পারে
বাস্তব জ্ঞানী কিনা সন্দেহ;
জ্ঞান যখন
সাত্বত দীপনায় বিন্যস্ত হ'য়ে
সুদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
সে নিজেকে তেমন ধরতে পারে না;
যেমন, তোমার শক্তি যদি থাকে,
সুবিন্যাস-বিভূতি নিয়ে বেড়ে চলে তা',
তা'কে যেমন বুঝতে পার কমই—
শক্তিসৌকর্য্যরূপে ছাড়া,
সাত্বত বর্দ্ধনার সুসঙ্গত সমীচীন
সম্বর্দ্ধনার বোধ সম্বন্ধেও তেমনতরই। ২০০।

যে-কেউই হোক না কেন,—
বিশেষতঃ আইন বা শিক্ষা উপজীবিকা যা'দের,—
তা'দের প্রথমেই বাক্‌নিপুণ
অর্থাৎ, বাক্-শিল্পী হ'তে হবে,
—যে বাক্য-বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
তা'রা মানুষের হৃদয়কে অন্তরাসী ক'রে
হৃদ্য অনুকম্পী অনুবেদনায়
তা'র বোধিকে স্পর্শ ক'রে
ব্যক্তিত্বে
বিহিত বিন্যাস এনে দিতে পারে,—
যা'তে তা'র বোধধৃতি
সুযুক্ত সার্থক অন্বয়ে
সংগঠিত হ'য়ে ওঠে;
যা' হৃদয়কে আকৃষ্ট ক'রে না তোলে,

অন্তরাসী ক'রে না তোলে,
সবাই তা'কে পরিহার ক'রতে চায়;
আর, যা' পরিহার করা
তা'দের পক্ষে দুঃসাধ্য হ'য়ে ওঠে,
তা'কে বোধবীক্ষণী অনুধ্যায়িতা নিয়ে
কূট সন্ধিৎসায়
বিশেষভাবে বুঝে-জেনে,
যা' ক'রে পরিহার করতে পারা যায়,
তা'র এৎফাঁককে আয়ত্ত ক'রে
তেমন ক'রেই তা'কে ব্যাহত ক'রতে চায়—
নিজের স্বস্তিকে অব্যাহত রেখে;
একপ্রকার জ্ঞানলিপ্সা হ'চ্ছে—
যা' সত্তাপোষণী বা সত্তার প্রীতিকর নয়
তা'কে কী ক'রে
পরিহার, নিরোধ বা শুভপ্রসূ ক'রে
ব্যবহার করা যায়
তা'ই জানতে চাওয়া,
সে-জানার ভূমিই হ'চ্ছে বিরাগ,
যেমন, নিরাপত্তা ও স্বস্তি-সংরক্ষণী প্রস্তুতির জন্য
অপ্রীতিভাজন কা'রও সহায়তা-গ্রহণ,
প্রয়োজন হ'লে—
মানুষ ঐ তা'র ব্যক্তিত্বকে
নন্দিত ক'রে,
বিনায়িত ক'রে,
নিজের প্রতি সুপ্রসন্ন ক'রে তোলার কৌশল
আয়ত্ত ক'রে থাকে;
আর-একপ্রকার জ্ঞানলিপ্সা হ'চ্ছে—

কোন-কিছুতে অনুকম্পী অন্তরাসী হ'য়ে
প্রীতিকর সন্ধিৎসা নিয়ে
সুবীক্ষণী তৎপরতায়
তা'কে অধিগত ক'রে
সুবিন্যাসে বিনায়িত ক'রে
সত্তার স্বস্তিকে পরিপোষিত ক'রে তোলা,
—এ জানার ভূমি হ'চ্ছে অনুরাগ;
তাই, এই দু'প্রকার জানার ভূমিই কিন্তু
আলাহিদা,
যা' পছন্দসই তা'তে প্রত্যেকেই
অন্তরাসী হ'য়ে ওঠে,
আর, যা' তা' নয়
তা' তা'র কাছে
অপ্রীতিকরই হ'য়ে থাকে,

আর,
তদানুপাতিক জানার বোধ-বিনায়নাও
তেমনতরই হ'য়ে ওঠে,
দুটো রকমের তফাৎ অনেকখানি,
একটার উল্টো আর-একটা;
তাই, তোমার বাক্-নিপুণতার ভিতর-দিয়ে
যতই প্রত্যেককে
অন্তরাসী ক'রে তুলতে পারবে—
হৃদয়কে স্পর্শ ক'রে,
তদনুগ বোধি-বিনায়নায়,—
কৃতার্থ হ'য়ে উঠবে তুমি ততই,
—তোমার ঐ সাত্ত্বিক অনুবেদনী বোধি

মানুষের হৃদয়কে অনুপ্রাণিত ক'রে,
অন্তরাসী ক'রে
উদ্‌গ্রীব অনুশীলনার সহিত
অজানাকে আয়ত্ত করতে
প্রচেষ্টাবান ক'রে তুলবে,
ফলে, তোমার শিক্ষাদান
সার্থক হ'য়ে উঠবে সেখানে;
তাই, প্রথমে নজর রেখো—
তোমার ছাত্র বা অধ্যর্থী
যেই থাকুক না কেন,
তোমার পরিবেষণ যেন তা'র পক্ষে
লোভজনক হ'য়ে ওঠে,
হৃদ্য হ'য়ে ওঠে,
অন্তরাস-উদ্দীপী হ'য়ে ওঠে,
ঐ অন্তরাসী অনুবেদনায়
তা'রা শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে
এমনতর আয়ত্ত করবে—
সহজ সন্দীপনায়,
তৃপ্তির সৌরভ-বিকিরণ ক'রে—
যে-তৃপ্তি
অন্যকেও পরিতৃপ্ত ক'রে তুলতে পারবে;
ফলকথা,
ছাত্রই হোক আর অধ্যর্থীই হোক,
তা'কে যদি কোন বিষয়
আয়ত্ত করাতে চাও,
অধ্যয়নী অনুপ্রেরণায়
তা'কে ফুল্লই ক'রে তোল,

সেখানে আঘাত দিতে যেও না,—
ফলে, তা'র ধারণা ক'রবার মস্তিষ্কই
ভ্রান্তি-আবেগী সঙ্কোচনায় কুঁচকে গিয়ে
ভুলগুলিতেই আবদ্ধ হ'য়ে থাকবে—
তা'কে পুনর্বিনায়িত না-করা পর্য্যন্ত;
যা' সারাতে চাও,
যে-চলনাকে নিরোধ করতে চাও,
যা' শুভদ নয় মোটেই,
সে-জায়গায় বরং ধমক ব্যবহার ক'রো—
তা'ও কিন্তু
হৃদ্য অনুকম্পী অনুবেদনা নিয়ে,
যা'তে সে কুঁচকে না যেয়ে
বরং বিহিত ধারণায় বিনায়িত হ'য়ে উঠে
তা' হ'তে প্রতিনিবৃত্ত হয়;
আবার, অপ্রীতিকর বা কষ্টকর হ'লেও
যা' সত্তাপোষণী
তা'কে অধিগত করতে
প্রবুদ্ধ ক'রে তোল তা'কে,
—এই হ'লো মোক্‌থা তুক;
হাতেকলমে এইগুলি অভ্যাস কর,
ঐ কৃতী-সম্বেগ তোমাকে
কৃতার্থ ক'রে তুলবে। ২০১।

শুনবে—?
আরো একটা ছোট্ট কথা বলি,—
সন্তানসন্ততির সমক্ষে
পিতামাতা,

ছাত্রের সম্মুখে
অধ্যাপক,
অনুগতিসম্পন্ন অশ্রেয় যা'রা
তা'দের সম্মুখে শ্রেয়—
তা' স্ত্রীই হোন,
বা পুরুষই হোন,
মনিব
ভৃত্যের সম্মুখে,
অজ্ঞ বা অনিয়ন্ত্রিতদের সম্মুখে
নেতা—
কখনই যেন ঝগড়া
বা দুঃশীল ইতর ব্যবহার
কিছুতেই না করেন;
তাঁ'দের অমনতর ঐ ব্যবহার
তাড়াতাড়ি পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে,
তা'তে অন্যেরও শ্রদ্ধাদীপনা
নষ্ট হ'য়ে ওঠে;
ফলে, ব্যতিক্রমী বিকৃতি
প্রত্যেককে
বিচ্ছিন্ন ও বিপন্ন ক'রে
বিশ্লিষ্ট ক'রে তোলে,
সহ্য-ধৈর্য্য-অধ্যবসায়ও
ক্রমে-ক্রমে তিরোহিত হ'য়ে যায়;
ফলে হয়—
'ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ',
তাই বলি—
সাবধান হও,

সংযত হও,
প্রীতিসন্দীপ্ত হও,
স্নেহ-উচ্ছল হও,
কৃতিযাগ-পরাক্রমী হ'য়ে ওঠ—
স্নেহল হবিঃ-সিঞ্চিত হ'য়ে
ঊর্জ্জনার উদাত্ত হোমাগ্নিতে,
আর, তা' সঞ্চারিত হোক—
সবার অন্তরে;

তোমার শাসন যদি
পোষণকে উচ্ছল ক'রে না তোলে,
তৃপণ-অভিদীপ্ত ক'রে না তোলে,—
শিক্ষা
মাথা হেঁট ক'রে চ'লে যাবে,
বিদায় নেবে,
তোমারও সার্থকতা
সুরভিসিঞ্চিত হ'য়ে উঠবে না;
তাই বলি—
সাবধান! ২০২।

শিক্ষক! স্মরণে যেন থাকে—
শিক্ষকতা করার পূর্ব্বাহ্নেই
অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়ে
ঐ সূত্রসঙ্গতির সহিত
তোমার বাক্য ও ব্যবহারের সামঞ্জস্য
চরিত্রে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
সজাগ হ'য়ে যেন চলে—
সার্থক বোধি-তাৎপর্য্যে,

—তা' নিষ্ঠায়,

আচারে,

ব্যবহারে,

শ্রদ্ধার্হ চলনে,

কর্ম্মের উপচয়ী রূপায়ণী সার্থক-সঙ্গতি নিয়ে,

তবে তো তোমার শিক্ষকতা

ছাত্রের অন্তরে

মূর্ত্তি পরিগ্রহ করতে পারবে

অমনতর ক'রেই—

একটা জাগ্রত জীবন-অভিব্যক্তি নিয়ে । ২০৩।

শিক্ষক!

সব সময় স্মরণ রেখো—

তোমার প্রথম করণীয় হ'চ্ছে—

ছাত্রকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ক'রে তোলা;

সে যেন

কিছুতেই ভারাক্রান্ত না হ'য়ে ওঠে—

তা' চিন্তার ভিতর-দিয়েই হোক

আর, চলনের ভিতর-দিয়েই হোক,

তারপরেই হ'চ্ছে—

তা'র ধারণাকে পরিশুদ্ধ ক'রে

বোধকে স্বতঃস্থিত ক'রে তোলা,

এই স্বতঃস্থিতির ভিতর-দিয়েই

যেন স্বতঃস্ফূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে সে,

যেই দেখলে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে,—

ঐ স্ফুরণ-দীপনা যেন

বিহিত পরিচালনায়

তা'র স্বভাবে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে,
অভ্যাসকে এমনতর ক'রে আনতে হবে;
সে যদি আনমনাও থাকে—
তা'র অভ্যস্ত চলনই যেন
পরিশুদ্ধি বজায় রেখে
তা'র করণীয়কে নিষ্পন্ন ক'রে তুলতে পারে;
এমনতর নিষ্পন্নতায়
যতই তা'কে বিনায়িত ক'রে তুলবে,
তা'র ব্যক্তিত্বও
নিষ্পাদন-সম্বেগী হ'য়ে উঠবে ততই—
একটা স্বতঃ-সঙ্গতিশীল
সার্থক বোধি নিয়ে;
তাই, আবার বলি—
ছাত্রকে কখনও ভারাক্রান্ত ক'রে তুলো না,
যা'তে সে অস্বস্তি বোধ করে
এমনতরভাবে চাপ দিতে যেও না তা'র উপর;
তা'র বোধ ও সন্ধিৎসাকে
এমনতর সম্বেগশালী ক'রে তুলতে হবে—
স্ফূর্ত্তির ভিতর-দিয়ে
যা'তে অজচ্ছলভাবে ক'রেও
সে ক্লান্ত না হ'য়ে ওঠে,
বরং ঐ পরিশ্রমে স্ফূর্ত্তিই উপভোগ করে,
আর, ঐ স্ফূর্ত্তি-লোলুপতাই তা'কে যেন
অনুশীলনে উৎসাহিত ক'রে তোলে—
নিষ্পন্নতার অভিসারিণী আবেগ নিয়ে;
এই হ'চ্ছে শিক্ষা দেওয়ার
মোক্‌থা তুক। ২০৪।

শিষ্যত্বের শীলন-শাসনে
শাসিত না থেকে
যদি শিক্ষক হ'য়েই চলতে চাও,—
যোগ্যতাহারা ব্যক্তিত্ব তোমার
মূঢ়ত্বেই ব্যর্থ হ'য়ে চলবে;
শীলন-শালিনী সঙ্গতির
বহুধা-উন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা হ'তে
বঞ্চিতই থাকবে তুমি। ২০৫।

লাখ উপদেশ দাও,
তা' মানুষের জীবনে
সার্থকতা লাভ করবে কমই,
সাফল্যে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে কমই,—
যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজে না কর,
এবং তা'দিগকে করিয়ে
তা'তে অভ্যস্ত ক'রে না তোল। ২০৬।

মানুষের বুঝের ধরনকে আশ্রয় ক'রে
যেমন ক'রে গজিয়ে তুলতে হয়,—
ঐ তালে সঙ্গতি রেখে তা'ই ক'রো;
নয়তো, বুঝের ভিতর বিকৃতি ঢুকতে পারে,—
"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্"। ২০৭।

পারিবারিক পরিবিধান-পরিচর্য্যায়
দক্ষ যা'তে হ'তে পারে,—
স্ত্রীদিগকে এমনতর বিদ্যা ও ব্যবস্থিতিতে
পারদর্শী ক'রে তোল—

বাস্তব বিদ্যোৎসাহী সৌকর্য্যে;
আর, এই হ'চ্ছে
পারিবারিক সংস্থিতির মৌলিক দাঁড়া। ২০৮।

শোন বলি!
ভুলে যেও না,—
ছোটবেলা থেকেই তোমার কন্যাকে
এমনভাবেই অভ্যস্ত ক'রে তুলো—
যেন সে
বিবাহ সম্পন্ন হবার পূর্ব্বে
কোন পুরুষ-সম্বন্ধে
স্বামী-ভাবান্বিত চিন্তায়
চিত্তকে উদ্বেলিত না ক'রে তোলে;
যেন সে
সেবাপ্রাণা, শ্রদ্ধার্হ-চলনশীলা
সর্ব্বান্তঃকরণে বৈশিষ্ট্যপালী শ্রেয়পরায়ণা
সতীত্ব-সম্বুদ্ধা হ'য়ে ওঠে—
সুনিষ্ঠ,
অচ্যুত,
অচলা হ'য়ে;
কন্যাদিগের শিক্ষার
মৌলিক ভিত্তিই কিন্তু এইখানে। ২০৯।

মেয়েদের অভিভাবক যা'রা
আবার তা'দিগকে বলছি—
তোমরা সন্ধিৎসু দৃষ্টির সহিত

শাসন ও প্রীতিনিয়ন্ত্রণে দেখো,
বিনায়ন ক'রো,
মেয়েরা যেন অবিবাহিত কালে
কিছুতেই
কোনপ্রকারেই
কামাচার-স্পর্শী হ'য়ে না ওঠে,
বিবাহের পূর্ব্বে তা'রা যেন
গৃহস্থালী-বিদ্যায় দক্ষ হ'য়ে ওঠে,
সুনিপুণ হ'য়ে ওঠে,
তড়িৎ-উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে,
সর্ব্বতোভাবে সুব্যবস্থ হ'য়ে ওঠে,
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে
স্বতঃ-অভিদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
মন বুঝে,
প্রয়োজন বুঝে,
চলতে-করতে
তা'রা যেন স্বতঃসিদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
হৃদ্য আপ্যায়নায়,
নিষ্ঠা, বাক্য, ব্যবহার, আচার
ও কর্ম্মদীপনী সৌকর্য্যে
সব সময়ই যেন তা'রা
এমন অনুপ্রেরিত হ'য়ে থাকে,—
যা'তে সহজভাবে নিজেকে
ক্লান্তই মনে না করে,
এই ক্লান্ত মনে করাই যেন
তা'দের পক্ষে অপমানের হ'য়ে ওঠে,
এই রকমে তা'দিগকে অভ্যস্ত ক'রে তুলতে

তোমাদেরও অভ্যাস-ব্যবহারের অভিব্যক্তি
যতখানি প্রয়োজন
তা'র যেন ত্রুটি না হয়,
প্রীতি যদি না থাকে,—
শুধু দণ্ডনীতিতে
তা'দের কিন্তু অমন ক'রে তোলা যায় না;
কামাচার-স্পর্শী মেয়েদের
সাধারণতঃ অনেক সময়ই
বিকেন্দ্রিক বোধি নিয়েই
চলার ঝোঁক হ'য়ে ওঠে,
আর, অসঙ্গত অপটু জাতকেরই
জননী হয় তা'রা প্রায়শঃ,
তা'রা জীবনকে
ঐ অমনতর কৃতী ক'রে তুলতে
সুব্যবস্থ ক'রে তুলতে
অবসন্নই হ'য়ে ওঠে বেশী,
তা' কষ্টকর হ'য়ে ওঠে তা'দের পক্ষে;
তারপর যেন স্মরণ থাকে—
তা'দিগকে সৎকুলে
অর্থাৎ, তোমাদের অপেক্ষা শ্রেয় বা বরণীয় কুলে
শ্রেয়-পাত্রস্থ করতে পারাই
তোমাদের পক্ষে
শ্রেয়প্রসাদসন্দীপী হবার একমাত্র উপায়,—
যা'তে শ্বশুরকুলে যেয়ে
তা'রা তোমাদের বংশ ও কুল-গরিমাকে
সার্থক ক'রে তুলতে পারে,
আরো স্মরণ রেখো—

পাত্র হাজার কৃতবিদ্য হ'লেও
নিম্নকুলে কন্যা-অর্পণ কিন্তু
বিশেষ মহাপাতক;
বিবাহের পূর্ব্বে যেগুলি দেখবার প্রয়োজন
তা' তো দেখবেই,
তা' ছাড়া দেখবে,
তোমার মেয়ের প্রকৃতি
যে-পাত্রে তা'কে অর্পণ করছ—
তা'র প্রকৃতির অনুপোষণী ও আপূরণী কিনা,
অনুপোষণী ও আপূরণী হওয়াই হ'চ্ছে—
সম্বন্ধ-নির্ণয়ে প্রধান বিবেচ্য,
এত তোমার মেয়েও সুখী হবে,
তোমরাও নন্দিত হ'য়ে উঠবে। ২১০।

যদি তোমার গৃহস্থালীকে
শ্রীমণ্ডিতই ক'রে তুলতে চাও,
তবে তোমার মেয়েদের
কেতাবী শিক্ষার জন্য প্রস্তুত না ক'রে
তা'দের পুতুল খেলার বয়স থেকেই
এমন-কি, ঐ খেলার ভিতর-দিয়েই
এমনতরভাবে গ'ড়ে তুলতে চেষ্টা কর—
আদর্শ-ধর্ম্ম-কৃষ্টির
অন্বিত চলন-তৎপর ক'রে,
সহ্য-ধৈর্য্য-অধ্যবসায়ী ভূমিতে
সহজ বিচরণে অনুপ্রেরিত ক'রে,
বাক্য-ব্যবহার ও সদাচারের
সুষ্ঠু নিয়মগুলিতে অভ্যস্ত ক'রে তুলে,

যা'তে সন্ধিৎসু সতর্কতার সহিত
তা'রা ঐ গৃহস্থালীর যা-কিছু করণীয়,
তা'কে শুভদ, সুব্যবস্থ ও উপচয়ী
ক'রে তুলতে পারে—
নিয়ন্ত্রণ-কুশল,
সুলক্ষণ,
শুভদ, বিহিত বিনায়নে,
কখন কা'র কী প্রয়োজন
অনুধায়িনী তৎপরতা নিয়ে
সেগুলিকে নির্দ্ধারণ ক'রে
তদনুগ অনুচর্য্যায়
সবাইকে সুখ-সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে পারে—
আশায়, ভরসায়, সাহসে,
সমগ্র যা'-কিছুর সুবিনায়িত তৎপর চলনকে
স্বতঃ ক'রে তুলে;
সুষ্ঠু সঙ্গতিশীল জীবন-চলনার জন্য
যা'-কিছু করণীয়,
সেগুলি নিজেরা হাতে-কলমে ক'রে,
পরিবারের মধ্যে তদনুগ পরিমণ্ডল
সৃষ্টি ক'রে
সক্রিয় ভাব-ভঙ্গী চাল-চলনের ভিতর-দিয়ে
সেগুলি তা'দের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রো;
বিহিত নৈপুণ্যে বাস্তবভাবে চ'লে
আচরণ, অভিব্যক্তি ও আলোচনার সাহায্যে
তা'দিগকে দেখিয়ে দিও—
সুকেন্দ্রিক হ'তে হয় কেমন ক'রে,
কা'কে মুখ্য ক'রে ধ'রে চলা লাগে,

কৌলিক আচারগুলি পালন করতে হয়
কেমনভাবে,
প্রতিকূলকে বিনায়িত করতে হয় কী রকমে,
পরস্পরের মধ্যে
সঙ্গতি বজায় রেখে চলতে হয়
কোন্ ধরনে,
রন্ধন, পরিবেষণ,
স্বাস্থ্য-সদাচার,
পীড়িতের শুশ্রূষা,
আহার-বিহার,
আমোদ-উৎসব,
বিপদ-আপদ,
অভাব-অনটন,
ইত্যাদি ব্যাপারে করণীয় কী,
কোথায়, কখন, কা'র সঙ্গে
কিভাবে কথা বলতে হবে,
ব্যবহার করতে হবে,
অনুচর্য্যা করতে হবে—
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে—ইত্যাদি;
এমনতর যদি ক'রে তুলতে পার,
মেয়েদের বাপ-মাও সুখী হবে,
তা'দের শ্বশুরবাড়ীর সবাইও
সুখী হবে তা'তে। ২১১।

শাসন না তিরস্কার
অনুরাগ-মরীচিকাকে
অপসারিত ক'রে দেয়,

আর, রাগদীপনাকে
নিষ্ঠানিটোল তৎপরতায়
শক্ত ও সুধী ক'রে তোলে,
শ্রদ্ধা সেখানে কৃতার্থ হ'য়ে ওঠে। ২১২।

শাসন কর তা'দিগকে—
অশিষ্ট হওয়াটাকে—
যা'রা স্বার্থ ও সম্মান ব'লে মনে করে;
সাত্বত শিষ্ট হও,—
ব্যষ্টিগত সপরিবেশ তাৎপর্য্য নিয়ে,
বাস্তব-সমীক্ষু সম্বেদনার
সার্থক তৎপরতায়। ২১৩।

তুমি যদি আচার্য্যই হও
বা অভিভাবকই হও,
যদি কাউকে
বিহিতভাবেই বুঝে থাক
কোন স্থলে
তা'কে শাসন বা তিরস্কার করতে হয়—
আর, সেই তিরস্কার
সে যদি সহ্য ক'রে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে,—
তা'র ভাল হওয়াই সম্ভব;
প্রথমে—
তা'কে ঐ তিরস্কার করতে হ'লে
যথাসম্ভব হৃদয়গ্রাহী ক'রে তুলো তা,'
সে দুঃস্থ হ'লেও

তা'র অনুকম্পা বা নিষ্ঠারাগ
তা'র অভিমানকে ছাপিয়ে যদি থাকে—
তা' বেড়েই ওঠে তা'তে,
তাই-ই ভাল;
যদি দেখ
তা'তেও কিছু না হয়—
তখন সেখানে যেমনতর প্রয়োজন
তা'ই করো;
অন্তর্নিহিত দুষ্ট বেদনা
যা'র ভিতরে তীব্র হ'য়ে আছে
সে তিরস্কারের
বিকৃত হবেই কি হবে,
আর, সে-বিকার
তা'র ব্যক্তিত্বের পক্ষে ক্ষতিজনক;
তাই বলি,
বিহিত নিয়ন্ত্রণের সহিত
ঐ তিরস্কার করাই ভাল—
তা' ছাত্রই হোক
শিষ্যই হোক,
যেই হোক না কেন,
ঐ শাসনের ভিতর-দিয়েই
যেন তোমার ঐ অনুকম্পা
উচ্ছল হ'য়ে ওঠে;
আর, অভিমানই যেখানে বেশী
আত্মম্ভরিতাই যেখানে বেশী—
তা'তে সে
অপদস্থও বোধ ক'রতে পারে,

যদি তা'র আচার্য্যের প্রতি
কিছুমাত্র নিষ্ঠাও থাকে—
ধীদৃষ্টি নিয়ে
বিনিয়ে
এমনভাবে বিনায়িত ক'রো
যা'তে সে
মঙ্গলপন্থীই হ'য়ে ওঠে ক্রমশঃ—
'অদ্য বর্ষশতান্তে বা';
নিষ্ঠারঙ্গিল যতক্ষণ মানুষ না হ'য়ে উঠছে
সব যা'-কিছু এড়িয়ে,—
ধীসন্দীপনা ততদিন
রাগরঞ্জিত হবার নয় কিন্তু। ২১৪।

শিক্ষকতা তোমার
সার্থক হ'য়ে উঠবে তখনই,
যখনই
তোমার সুকেন্দ্রিক প্রাণন-স্পন্দন
ও স্নেহল আপ্যায়নী অনুচর্য্যার ফলে
শিক্ষার সংঘাত
ছাত্রকে সংক্ষুব্ধ না ক'রে তুলে
শেখার নেশায় ভরপুর ক'রে তুলবে তা'কে—
ক্লান্তিহীন আগ্রহ-উৎসারণী
লুব্ধ আবেগদীপনায়
বোধ-বীক্ষণী আত্মনিয়মনায় প্রবুদ্ধ ক'রে,
তা'র স্মৃতিকে
লোলুপ জাগরণে জাগ্রত ক'রে তুলে;

এ যতক্ষণ না হ'চ্ছে—
তুমি শিক্ষকতার মক্‌স ক'রছ মাত্র,
শিক্ষা তোমার ব্যক্তিত্বে প্রবেশ করেনি তখনও। ২১৫।

নিরক্ষরকে যদি
অক্ষর-অন্বিত করতে চাও,—
সুকেন্দ্রিক অনুশীলনী অর্থনায়
নিয়োজিত ক'রেই তা' ক'রো;
মানুষের কৃতিদীপনার ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতার অনুশীলনে
অক্ষর-পরিচয় যতই হ'য়ে উঠবে,—
বিবিদিষাও অর্থান্বিত হ'য়ে
সার্থক অক্ষর-নিয়োজনায়
বোধকেও ততই
প্রবীণ ক'রে তুলবে,
এই যোগচলনই হ'চ্ছে—
বাস্তব শিক্ষার সহজ পন্থা। ২১৬।

যদি কাউকে পরীক্ষা ক'রতে চাও,—
আর, সেই পরীক্ষার ভিতর-দিয়ে
শুভদীপনায় তা'কে
অজানার আলয় অতিক্রম করতে শেখাতে চাও—
আগে বোঝ,
খতিয়ে নাও—
সে কতটুক জানে;
কা'র কতখানি জানা নেই—
তা'র তদ্বির ক'রে

বাহাদুরি করতে গিয়ে
অজান পঙ্কে তুমিই ঢ'লে প'ড়ো না,
কে কতখানি জানে
তা'ই তোমার জানবার বিষয়,
আর, সেই জানার ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতায় কে কতখানি উন্নীত হয়েছে
তা'ই হ'চ্ছে
তোমার পরিচিত হওয়ার বিষয়। ২১৭।

তোমার আওতায়
শিক্ষার্থী যদি কেউ থাকে,
আর, অনুরতিপরায়ণ যদি সে হয়—
তা'র শিক্ষা-সন্দীপী যা'-কিছু
তা' তো বলবে ও করবেই,
তা' ছাড়া,
সেগুলি তা'র ভিতর
অর্থান্বিত সঙ্গতিশীল কতখানি হ'চ্ছে,—
তা'র বোধবৃত্তি ক্রমশঃ কতখানি পুষ্ট হ'চ্ছে—
দেখে-শুনে
কথাচ্ছলে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে
তা' পরখ করবে,
আর, তুমি যা' বল
তা'র অনুশীলন
কেমন কত ত্বারিত্যে করতে পারে—
নিষ্পাদনী সুন্দর সন্নিবেশের সহিত,—
সন্ধিৎসু দৃষ্টিতে সেগুলি দেখবে,
আর, করবার তুক যেগুলি আছে

তা'ও তা'কে বিদিত করাবে;
কিন্তু এর ভিতরই মাঝে-মাঝে
তা'র পক্ষে কষ্টকর হয়
এমনতর নিদেশও দেবে—
উদ্দীপনী প্রেরণার সহিত,
অবশ্য নজর রেখো—
তা'র স্বাস্থ্য ভেঙ্গে না পড়ে,
জীবন বিপন্ন না হয়;
মাঝে-মাঝে হৃদ্যভাবে তাড়না করতেও
কসুর ক'রো না,
লক্ষ্য ক'রো,
তা'তেও সে স্ফূর্ত্তিযুক্ত থাকে কিনা,
কাউকে দিয়ে উৎফুল্ল হয় কিনা
তা'ও নজরে রেখো,
আবার, নিয়ে কৃতজ্ঞতা-উচ্ছল হয় কিনা
তা'ও দেখো,
আর, তা'র ভিতর
দিয়ে ধন্য হবার প্রবৃত্তি
সক্রিয়ভাবে ফুটে ওঠে,
না, নেবার আগ্রহই বেড়ে চলে,
তা'ও লক্ষ্য ক'রো;
আবার, এ-সব ব্যাপারে আশাপ্রদ দেখলেই
তা'র পক্ষে সমীচীন হ'লেও
যে-সব কাজ অসম্ভব ভেবে সে হপ্‌কে যায়,
তা'ও তা'কে করতে দেবে—
কিন্তু বিশেষ জোর দিয়ে
উদ্দীপনী উৎসাহে প্রবুদ্ধ ক'রে;

আবার, সে তা' না পারলে
দুঃখিত হ'য়ো না,
তা'র চাইতে নরম তাকের কিছু করিও,
মাঝে-মাঝে এমন করানই চাই;
এমনতর করার ফলে দেখতে পাবে—
তা'র সাহস, উৎসাহ,
বীর্য্যবত্তা, সঙ্কল্পও শক্ত হ'য়ে উঠছে,
সে পারবে,
সে আশা পোষণ করবে,
এবং করারও ফন্দী মাথায় গজিয়ে উঠবে,
কিন্তু নজর রেখো—
তা'র চলনা ও বলনা যেন সঙ্গতিশীল হয়;
আর, যেখানে
যেমন-যেমন অবস্থায়
যা'-যা' করতে যা'-যা' লাগে
দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্গতি বজায় রেখে
তৎপর বীক্ষণায়
সেগুলি করবেই কি করবে,
আর, সেগুলি তোমাতে ও আদর্শে
অর্থান্বিত হ'য়ে
তা'কে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে যা'তে
বেশ ক'রে নজর দিয়ে
তা'র ব্যবস্থা ক'রো—
তা'র ধাতু ও অবস্থামাফিক;
তুমিও শুভপ্রসাদনন্দিত হ'য়ে উঠবে,
শিক্ষার্থী শুভপ্রসাদনন্দনায়
নিজেকে ধন্য মনে করবে। ২১৮।

তুমি চাও বা না-চাও,—
শ্রদ্ধানিষ্যন্দী উৎসুক ফুল্লতা নিয়ে
যদি তোমাকে কেউ কিছু দিতে আসে,—
আনন্দ-অভিব্যক্তির সহিত
তা'র তা' গ্রহণ ক'রো,
ফিরিয়ে দিও না—
নেহাৎ অগ্রহণীয় না হ'লে;
স্মরণ রেখো,
ঐ দেবার উৎসুকভাব—
পারস্পরিক অনুচর্য্যার
দম্বলবাহী সন্দীপনা—
স্বেচ্ছাক্রমে বা তোমার চাহিদায়
ফুল্ল ও কৃতার্থ হ'য়ে
যা' দিয়ে সে সুখী হয়
তেমনতর দেবার অভ্যাসে অভ্যস্ত ক'রে
তা'কে তার পরিবেশের
ব্যষ্টি হ'তে ক্রমশঃ সমষ্টিতে
প্রসারিত করতে থাকবে;
তা'র কৃতি-হৃদয়ের সন্দীপ্ত দীপ্তি
চর্য্যাসন্দীপ্ত চয়ন
প্রসাদমণ্ডিত হ'য়ে
হৃদয়কে ব্যাপ্তির দিকে
প্রসারিত ক'রে তুলতে থাকবে,
তা'তে সেও তৃপ্ত হবে,
পরিবেশও
ব্যষ্টি-সহ সমষ্টি নিয়ে
তা'কে আলিঙ্গন করতে পারবে;

আবার, তুমিও দিও—
যেখানে যেমন দেওয়া উচিত,
সেই হ'চ্ছে শিক্ষার ইন্ধন;
দৈনন্দিন দেওয়া-নেওয়ার
এই লীলা-উৎসবের ভিতর-দিয়ে
এমনি ক'রেই
সমাজ বা পরিবেশে
ঐ সুর-সন্দীপনা
ব্যাপ্তি লাভ করতে থাকবে,—
যা'র ফলে
যে-পরিচর্য্যায়
যে-উদ্বোধনী অনুকম্পায়
ব্যষ্টি হ'তে সমষ্টি পর্য্যন্ত
সাত্বত সন্দীপনায়
বসবাস করতে পারবে—
তৃপ্তির সৌরভ বহন করতে-করতে। ২১৯।

তোমার লোকসেবী সৎপরিচর্য্যায়
নন্দিত হ'য়ে
মানুষ
আত্মপ্রসাদ-সন্দীপনায়
যা' তোমাকে দেয়—
অবদান-স্বরূপ,
তাই-ই কিন্তু ভিক্ষা,
এমনতর ভিক্ষার আহরণ বা প্রণামী হ'চ্ছে—
আচার্য্যকে নৈবেদ্য-দানের
প্রসাদরঞ্জিত অর্ঘ্য;

ঐ অর্ঘ্য-আহরণী কৃতবিদ্যায়
তোমার ভিতর যে-সমস্ত গুণ
যেমনতর তাৎপর্য্য নিয়ে
তোমাতে উদ্ভিন্ন হয়—
কুশলকৌশলী তৎপরতায়,—
তা'ই কিন্তু তোমার ভিক্ষার প্রসাদ,
শিষ্য বা ছাত্রের পক্ষে অমূল্য আধান;
তাই, ইষ্টার্থ সংগ্রহ করতে—
অর্থাৎ, যা' ইষ্টপূজায় লাগে
তা' সংগ্রহ করতে—
যা' তোমার আত্মপ্রসাদরঞ্জিত ভিক্ষালব্ধ অবদান—
তা'ই দিও,

তা'তে মঙ্গল তোমার
ইষ্টার্থে সুজাগ্রত হ'য়ে
তোমাতে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে
ক্রম-নিয়মনায়
তোমাকে দেবমানব ক'রে তুলবে;

লোকসম্পদের
প্রধান প্রোদ্যোক্তা ক'রে তুলবে,
আশীর্ব্বাদের মৃদূষ্ণ ঝরণাধারায়
তোমার জীবনকে
লোকপ্রীতিপ্রপাত ক'রে তুলবে;

আর, ভেবে দেখো—
ভিক্ষা করতে গিয়ে
তোমার আচার-ব্যবহার,
অভিভাষণ-উদ্দীপনা,
ইষ্টার্থ-পরিবেষণা,

ও পরিচর্য্যা-পরিভৃতির পরিনন্দনা

তোমাকে যেন

আনন্দের ঘন বিভব ক'রে তোলে

সবার কাছে;

শিক্ষাবিপাক,

বিপাক-বিবেচনা

ও ব্যতিক্রমদুষ্টি

যেন তোমাদিগকে খর্ব্ব ক'রে না তোলে। ২২০।

তোমার সৌম্য স্বভাব,

হৃদ্য, সঙ্গতিশীল কৃতিচলন

ও বাক্-ব্যবহার

চোখে-দেখা ও কানে-শোনার ভিতর-দিয়ে

ছাত্রদের মর্ম্মে প্রবেশ ক'রে

তা'দের বোধে অর্থান্বিত হ'য়ে

অমনতর প্রণোদন-প্রসাদের

উৎকর্ষ-চলনে

তা'দিগকে যদি এমনতর উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে,—

যা'তে তা'রা অমনতর

আচারে, ব্যবহারে, করণে, চলনে

নিয়োজিত না হ'য়েই পারে না,—

তোমার শিক্ষকতার

সার্থকতাই তো তা'তে

তবে তো তুমি শিক্ষক,

আর, তোমার ব্যক্তিত্ব-বিনায়িত শিক্ষার

মর্য্যাদা কিন্তু ঐ। ২২১।

তোমার শিক্ষাপদ্ধতি
যেন এমনতর জীয়ন্ত যোগ্যতার
আবাহক হ'য়ে ওঠে,—
যা'র ফলে, প্রতিটি ছাত্র
বাস্তব অনুক্রিয়তায়
লোকসত্তাপোষণী কর্ম্মগুলিতে দক্ষ হ'য়ে ওঠে,
সে যেখানেই থাক্ না কেন,
তা'র পরিবেশের ভিতর থেকে
তা'র বর্দ্ধনী অনুচর্য্যার মাধ্যমে
নিজের ভরণপোষণী যা'-কিছুকে
সংগ্রহ করতে পারে—
অন্যের উপচয়ী হ'য়ে,—
ভার হ'য়ে নয়কো;
তা'দিগকে যতই বাস্তবভাবে
এমনতর শিক্ষায়
দীক্ষিত ক'রে তুলতে পারবে,
তপানুশীলনে স্ফূর্ত্ত-সম্বেগী
ক'রে তুলতে পারবে,
সহজ বোধ-সন্দীপ্ত ক'রে
আত্মনির্ভরশীল ক'রে তুলতে পারবে,
চাকুরিজীবী হবার প্রলোভন
তা'দের জীবন থেকে
ততই খ'সে পড়তে থাকবে;
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অন্বিত সঙ্গতির
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায় উদ্বুদ্ধ ক'রে
আদর্শপ্রতিষ্ঠ লোকচর্য্যায়

তা'দিগকে যদি সরাসরিভাবে
অন্তরাসী ক'রে তুলতে পার,—
বিনীত সৎচলনশীল ও অসৎ-নিরোধী হ'য়ে
সবারই মাঙ্গলিক হোতা হ'য়ে উঠবে
স্বতঃই তা'রা,
মনে রেখো—
শিক্ষার সার্থকতাই ঐ পথে। ২২২।

তুমি যদি আচার্য্য হও,
আর, তোমার কোন ছাত্র বা শিষ্যের প্রতি
কোন-কাজের ভার দিয়ে থাক,—
প্রত্যক্ষভাবেই হোক,
আর, অপ্রত্যক্ষভাবেই হোক,—
যথাসাধ্য
তা'কে বা তা'দিগকে সাহায্য ক'রো না;
বরং তীক্ষ্ণ নজরে দেখ—
কেমনতর কুশলকৌশলে কে চলছে,
আর, তা'র ফলই বা কী হ'চ্ছে,
খাঁকতিকেই বা উল্লঙ্ঘন করছে কী ক'রে;
এমনি ক'রে তা'দিগকে
কৃতকার্য্য ক'রে যদি তুলতে পার,
তা'তে তা'রা শিক্ষিত হ'য়ে উঠবে—
যদি নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতির সহিত
শ্রমপ্রিয়তা থেকে থাকে তা'দের;
আর, সাহায্য যদি কোথাও করতে হয়,
অপ্রত্যক্ষভাবে
যথাসম্ভব সাহায্য ক'রো,

ফল কথা,
তা'কে কৃতকার্য্য ক'রে তোলাই চাই;
এমনতর ক'রে কৃতকার্য্য ক'রে তুললে
দেখবে—
তোমার ঐ ছাত্র বা শিষ্য
ধাপে-ধাপে কেমনতর
কুশলকৌশলী হ'য়ে এগিয়ে চলছে;
তা'রাও তৃপ্তি পাবে,
তুমি তো পাবেই। ২২৩।

তোমার শিক্ষাবিভাগে
ক্রম আনুপাতিক
প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর
যে-বিষয়ে তা'র আকাঙ্ক্ষা আছে—
যত পার
তা'রই স্থান সঙ্কুলান ক'রে তোল,
আর, শিক্ষাচর্য্যাকেও
তেমনি সম্বুদ্ধ ক'রে তোল—
কৃতিদীপ্ত পরিচর্য্যা নিয়ে,
বিদ্যালয়ের বিহিত পরিক্রমায়,
ঠ'কে যেও না,
যা'কে ভাবছ অনুপযুক্ত—
তোমার পরিচর্য্যায়
সেও হয়তো সুষ্ঠু উপযুক্ত হ'য়ে উঠবে,
তুমি সার্থক হবে,
তোমার দেশও সার্থক হবে;
কিন্তু সব সময়েই লক্ষ্য রেখো—

প্রতি বিদ্যালয়েই যেন
শিষ্ট-বান্ধবতা উচ্ছল হ'য়ে চলে,
প্রত্যেকেই প্রত্যেকের স্বার্থ হ'য়ে ওঠে—
শুভসুন্দর তাৎপর্য্যে,
মতপার্থক্য থাকলেও
কৃতি-ও-নিষ্পাদন-পার্থক্য
কিছু না থাকে তা'দের মধ্যে;
ছোট যদি বড় হ'তে পারে,
শিষ্ট শুভসুন্দর হ'য়ে উঠতে পারে,
আচরণ ও ব্যবহারে
লোকরঞ্জন হ'য়ে উঠতে পারে,—
জাতির ঐশ্বর্য্য কিন্তু তা'রাই । ২২৪।

অল্পবয়স্কদের জন্য হোক
বা বয়স্কদের জন্য হোক,
এমনতর খেলাধূলার উদ্ভাবন ও আমদানী ক'রো,
যে ক্রীড়া-কৌশলের ভিতর-দিয়ে
তা'রা সঙ্গত ধী-সম্পন্ন হ'য়ে ওঠে—
সন্ধিৎসু বোধিবিচক্ষণতায় অন্তরাসী হ'য়ে,
তা'দের ইন্দ্রিয়
অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ইত্যাদি,
প্রবৃত্তিগুলি,
মানসিক অন্ধতা বা বধিরতা ইত্যাদি
ঐ ক্রীড়াচাতুর্য্যের ভিতর-দিয়ে
ঐ বিন্যাস-অনুযায়ী চলনে অন্বিত হ'য়ে
সার্থক-সঙ্গতিতে
উৎকর্ষ-অধিগমনশীল হ'য়ে ওঠে,—

সঙ্গে-সঙ্গে বিধান-বিন্যাসও
সক্রিয় তৎপরতায়
সুষ্ঠু সঙ্গতিশীল হ'য়ে
বল-বীর্য্য ও স্বাস্থ্যের অধিকারী হ'য়ে ওঠে,
শরীর, চিন্তা, আত্মিক অধিগমনও
সুসঙ্গত বিন্যাসে অন্বিত হ'য়ে
সর্ব্বাঙ্গীণ বিধানকে
সুষ্ঠু সঞ্চলনশীল ক'রে তোলে—
দক্ষ বোধিকুশল তৎপরতা নিয়ে,
সতর্ক, তড়িৎ চলৎশীলতায়,
উপস্থিতবুদ্ধিকে উদগ্র ক'রে,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম-প্রদীপনায়,—
ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তিগুলিকে
আত্মিক সম্বেগ, চিত্ত
ও শারীরিক বিন্যাসের সহিত
সুসঙ্গত অনুদীপনী অনুধ্যায়িতায়
সুবিন্যস্ত ক'রে;
আর, এই ক্রীড়া-কৌশল
যেন শিক্ষাক্ষেত্রেও
যোগ্যতা ও সুব্যবস্থ প্রস্তুতি-প্রবণতা নিয়ে
কুশলদীপনাকে উদ্ভিন্ন ক'রে
সত্তা-সংস্থিতিকে
সার্থক সঙ্গতিশীল ক'রে তোলে,
সঙ্গে-সঙ্গে বাক্য-ব্যবহার-আচরণের
সঙ্গতিশীল প্রয়োগ ও চালন-পটুতা
যেন সর্ব্বাঙ্গীণ সুষ্ঠু কুশল চাতুর্য্যে
বিনায়নী অনুপ্রেরণায় উদ্‌গ্রীব আকৃতিতে

নিষ্পন্নতায় মূর্ত্তি লাভ করে;
দেখবে,—
স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য
স্বাগত আহ্বানে
নন্দিত ক'রে তুলছে সবাইকে;
সুষ্ঠু অনুশীলনী তৎপরতা
ও যোগদীপনী প্রভাব-বিভবই
ঈশ্বরের সাম-আহ্বান। ২২৫।

তুমি শিক্ষকই হও,
অধ্যাপকই হও,
যে-পদ নিয়েই
তুমি শিক্ষকতার কার্য্যে
নিযুক্ত হও না কেন,—
নিজে সুকেন্দ্রিক হ'য়ে
ছাত্র বা শিষ্যের প্রতি
হৃদ্য অনুবেদনী আকৃতি নিয়ে,
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অন্বিত সঙ্গতিকে ভূমি ক'রে
এমনতরভাবে শিক্ষা দিও—
যা'তে আচার্য্যের প্রতি
শ্রদ্ধা ও প্রীতি-উদ্দীপনায়
আগ্রহ-আতিশয্যে
অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে
তা'রা যোগ্যতার বাস্তব মূর্ত্তি লাভ করে;
সুবীক্ষণী তৎপরতায়
ঐ অমনতর অনুপ্রেরণা জোগাতে

এতটুকুও নিরস্ত থেকো না;
ঐ অনুপ্রেরণা যা'তে
প্রত্যেকটি শিষ্য বা ছাত্রের
হৃদয়স্পর্শী হ'য়ে
উৎফুল্ল ক'রে তোলে তা'কে
সেদিকে বিশেষ নজর রেখো;
শ্রেয়শ্রদ্ধ অনুরতিই হ'চ্ছে
মানুষের দীপনকেন্দ্র,
আর, নানা স্থানে
নানা ছন্দে
বিহিত পরিবেষণে
পাঠ্যের ভিতর-দিয়ে
ঐ শ্রদ্ধানুরতিকে
উদ্দীপিত ও সঞ্চারিত করার ধান্ধা
যেন তোমার লেগেই থাকে;
আর, তোমার শিক্ষার কাঠামোই যেন হয় এমনতর—
যা'তে প্রত্যেকের বোধবিভা
বিষয়কে ভিত্তি ক'রে
বিশ্লেষণ-তৎপরতায়
নন্দিত সুদর্শিতার সহিত
নির্দ্ধারণ করতে পারে—
সত্তাপালনী বা সত্তাপোষণী কী,
তা' কেন,
কেমন ক'রে,
অসৎই বা কী,
তা' নিরোধ ক'রতে হয় কেমন ক'রে;
প্রত্যেকটি বিষয়কেই

অমনি ক'রেই বিনায়িত ক'রে
তা'দের সম্মুখে ধ'রো—
আকৃষ্ট ক'রে তা'দের হৃদয়কে,
বিন্যস্ত ক'রে তা'দের বোধিকে;
এমনতরই মরকোচে
ফুল্ল উন্মাদনার সহিত
হৃদ্য পরিবেষণে
তা'দের মস্তিষ্ককে এমন ক'রে তোল,—
যা'তে তা'রা ভাল-মন্দ
শুভ-অশুভ ইত্যাদিকে
সহজেই নির্ণয় ক'রে নিতে পারে,—
আর যা'-কিছুর শুভ নিয়ন্ত্রণে
প্রয়োজনীয় যা'
তা' সংগ্রহ করতে পারে—
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায় স্থিতধী হ'য়ে;
নজর রেখো—
তোমার দৃষ্টান্ত ও চরিত্রই যেন
তা'দিগকে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে,
আর, তোমার শিক্ষাপ্রণালী যেন
একঘেয়ে না হয়ে ওঠে তা'দের কাছে;
এই অন্তরাসী হৃদ্য পরিবেষণের ভিতর-দিয়ে
দেখবে—
তা'দের ব্যক্তিত্ব
কেমনতর বিভামণ্ডিত হ'য়ে উঠছে,
তা'দের অন্তরস্থ সামসঙ্গীত
অর্ঘ্য-অন্বিত অনুবেদনায়

হোমদীপী সম্ভারে
আরতি-অর্ঘ্যে
তোমাকে অভিনন্দিত ক'রে তুলছে;
আর, ঐ অভিনন্দনা
তোমার অন্তর-দেবতা ঈশ্বরে
সার্থক হ'য়ে উঠুক। ২২৬।

যদি শিক্ষক হওয়ার আগ্রহই
তোমাকে পেয়ে ব'সে থাকে,—
শিক্ষকতা ক'রেই যদি
তুমি সার্থক হ'তে চাও,—
প্রথম করণীয় হিসাবে—
তুমি সুকেন্দ্রিক সক্রিয় সমাহিতির সহিত
সশ্রদ্ধ অনুচর্য্যায়
কেন্দ্রার্থ-উপচয়ী যা',
বাস্তবভাবে যথাসম্ভব
তৎপালননিরত হ'য়ে চল,
বোধবীক্ষণী পরিচর্য্যায়
তোমার ধীকে
এমনভাবে বিনায়িত ক'রে তোল,—
যা'তে প্রতিপদক্ষেপে
তোমার চারিত্রিক বিকিরণায়
তা' স্ফুটতর হ'য়ে ওঠে—
একটা অন্বিত সঙ্গতির সার্থক বিনায়না নিয়ে;
তুমি এমনতর শ্রদ্ধোচ্ছল অন্তঃকরণ নিয়ে
স্নেহল অনুবেদনায়
তোমার ছাত্রদের সম্মুখীন হবে,

যে যেমনই হোক না কেন,
তা'দের অন্তঃকরণ
ঐ হৃদ্য চারিত্রিক বিভূতির স্নেহলস্পর্শে
যেন ভরপুর হ'য়ে ওঠে—
সোহাগদীপনী স্মিত-গম্ভীর
সম্ভ্রমাত্মক উপস্থিতি নিয়ে;
মনে রেখো—
তোমার সম্মুখে তা'রা যেন
শ্রদ্ধোচ্ছল অনুদীপনার সহিত
তা'দের অন্তঃকরণের
ধৃতি বা ধারণা যা'ই হোক,
সেগুলিকে উলঙ্গ ক'রে ধরতে পারে;
তা'রা এমনতর যতই পারবে,—
তা'দের গলদ কোথায় বা কেমনতর
তা'ও তুমি বুঝতে পারবে তেমনি ক'রে,
কা'রও বৈকল্য আছে বুঝলেও
তুমি তা'তে আঘাত হেনো না,
তা'তে কিন্তু ঐ বিকৃতিই
অন্তঃপ্রোথিত হ'য়ে ওঠে,
যদি তা' হয়,—
তা'র পরিশুদ্ধিও কঠিন হ'য়ে পড়ে;
এমনতর প্রেরণায়
ঐ ধৃতিগুলিকে
তুমি পরিমার্জ্জিত ক'রে তুলবে,
বিশুদ্ধ ক'রে তুলবে,—
যা'তে তা'দের অন্তর্নিহিত ধারণা
বিশুদ্ধ হ'য়ে

প্রত্যয়ে উপনীত হয়,
আর, সেই প্রত্যয় যেন বিকাশ পায় সক্রিয়ভাবে—
তা'র অনুক্রিয় অনুচলনে;
এমনি ক'রেই ওগুলিকে
সার্থক-সমাহিত ক'রে
তা'দের অন্তঃকরণের
বিন্যাস-বিনায়নে প্রযত্নশীল হও—
স্বাভাবিক সুযুক্ত নিয়ন্ত্রণ-তৎপরতায়;
ধাতস্থ না করিয়ে
মুখস্থ করান ভাল নয়,
তা'তে তা'দের অশুদ্ধ ধারণারই
পুনরাবৃত্তি ঘ'টে থাকে প্রায়শঃ;
ছাত্রের বোধগুলি এমনতরই
সুযুক্ত যুক্তিমালায়
গ্রথিত হ'য়ে ওঠে যেন—
যা' বাস্তব উজ্জ্বল অলঙ্কারে বিলসিত হ'য়ে
হৃদ্য বিনায়নে প্রতিভাত হ'য়ে ওঠে,
আর, সেগুলি যেন
তা'র সাত্ত্বিক বিভূতিকে
সার্থক প্রতিভায় বিভান্বিত ক'রে তোলে;
এই পরিশুদ্ধির ভিতর-দিয়ে
তা'র বোধকে এমন সহজ ক'রে তোল,—
যা'তে স্বাভাবিক উদ্বর্ত্তনায়
ঐ অমনতর সার্থকতায় উপনীত হ'য়ে
হৃদ্য পরিবেদনায়
সে তা' পরিবেষণ করতে পারে সকলকে;
অমন ক'রেই এগুলিকে আবার

আচার্য্যশ্রদ্ধ অনুবেদনায় উদ্ভিন্ন ক'রে
সুনিষ্ঠ সন্দীপনায়
সজাগ ক'রে তুলতে প্রয়াসশীল হও,—
যা'তে সে জীবনে
সুকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠতে পারে সর্ব্বতোভাবে;
তা'র জৈবী-সঙ্গতির ভিতরে
এইগুলি যেমন গ্রথিত ক'রে দিতে পারবে—
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
সুসঙ্গত সার্থক সুপরিবেষণে,
সে মানুষও হ'য়ে উঠবে তেমনতর—
তা'র বাঁচাবাড়ার আকৃতির ভিতর-দিয়ে
পরিস্থিতির বাঁচাবাড়াকে বিনায়িত ক'রে,
উৎফুল্ল অনুচর্য্যায়
সবাইকে বিভান্বিত ক'রে তুলে;
এতে তুমিও সার্থক হ'য়ে উঠবে—
শ্রদ্ধোচ্ছল অর্ঘ্যবিভূষিত হ'য়ে,
আর, তোমার ছাত্রও
কৃতী সার্থকতার আত্মপ্রসাদে
তোমাকে আজীবন অভিবাদন ক'রে চ'লবে। ২২৭।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক যিনি—
যা'-কিছু অধ্যাপনার ভিতর-দিয়ে
ধর্ম্ম ও কৃষ্টিকে বিহিত বিন্যাসে
ছাত্র বা শিষ্যদের অন্তঃকরণে
উপযুক্তভাবে যদি পরিবেষণ না করেন—
এমনতরভাবে—
যা'তে তা'রা

ফুল্ল উদ্যম-উন্মাদনায়
ঐ কৃষ্টি ও ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হ'য়ে ওঠে—
চিন্তা ও কর্ম্মে—
বাস্তব চরিত্রে—
গৌরবমহিমায় গরিমাময়ী বৈশিষ্ট্যপালী
আভিজাত্য নিয়ে—
তা'র সক্রিয় সেবা-সাহচর্য্যে
বৃথা আস্ফালনী আড়ম্বরকে পরিহার ক'রে—
প্রত্যেকে পারস্পরিক সহযোগী
সাহায্য ও সম্বর্দ্ধনা নিয়ে—
গ্রহণযোগ্যই বা কী,
রাখবার যোগ্যই বা কী,
বা ত্যাগের যোগ্যই বা কী;—
সে-বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানে উপনীত হ'য়ে—
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী পরিপোষণে—
একটা অর্জ্জনপটু অশুভ-নিরোধী
পরাক্রম-প্রবর্দ্ধনী চলন নিয়ে—
সার্থক হ'য়ে ওঠে তা'দের সব জানা
একটা সমন্বয়ী সামঞ্জস্যে—
বিরোধ ও বিরাগের
আত্যন্তিক তিরোধানে—
তা' কিন্তু সর্ব্বনাশের,
সে-বিদ্যা
অবিদ্যাকেই আরাধনা ক'রে থাকে,—
তা' কিন্তু বিচ্ছিন্নতা, বিভেদ
বা আত্মম্ভরিতারই পরিপোষক,
ফলে, জাতি, কৃষ্টি ও ধর্ম্ম

অবজ্ঞা-আহত হ'য়ে
বিচ্ছিন্নতার আত্মঘাতী কলুষ দ্বন্দ্বে
স্বার্থসন্ধিক্ষু প্রতারণা-বিদ্ধতায়
ব্যষ্টি, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রিকের
সর্ব্বনাশে গা ঢেলে দেওয়া ছাড়া
পথই থাকে না;
তাই বলি, শিক্ষক!
তুমিও সাবধান!
ছাত্র!
তুমিও ভেবে দেখ,
এখনও সাবধান হও,
সত্তাসম্বর্দ্ধনী-সংহতিহারা বিদ্যার সার্থকতা
জীবনে কতটুকু?—
বুঝে চ'লো। ২২৮।

শিক্ষক!
আরো স্মরণে রেখো—
তোমার ছাত্রের যেন
প্রশ্ন-সম্বন্ধীয় বোধ জন্মে,
প্রশ্নের বিষয় ও ব্যাপারগুলি
যেন তা'র অন্তশ্চক্ষুতে ভেসে ওঠে,
তা'র উত্তর দিতে কী-কী লাগে,
প্রথমে কী,
তা'র মাঝেই বা কী,
আবার, তা'র শেষই বা করতে হয় কী ক'রে,—
সে-সম্বন্ধে বুঝ যেন
ক্রমশঃই স্বচ্ছ হ'য়ে ওঠে,

প্রশ্ন আঁকাবাঁকা যাই হোক না কেন,—
সে যেন তা'কে বেছে-কুছে
সার্থক সঙ্গতি-শালিন্যে বিনায়িত ক'রে নিয়ে
তা'র উত্তরকেও
অমনতর বিনায়িত ক'রে
পারম্পর্য্যায়ী সার্থকতায়
নিষ্পন্ন করতে পারে,
প্রশ্নানুপাতিক
উত্তরের আদিতেই বা কী থাকা উচিত,
মধ্যেই বা কী থাকা উচিত,
আর, সমাধানই বা কী ক'রে করতে হয়,—
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
পর্য্যায়ী অনুক্রমণায়
বিহিতভাবে তা' যেন করতে পারে—
আদি, মধ্য ও অন্তের
সার্থক-সঙ্গতি নিয়ে,
বুঝতে দিও—
প্রশ্নের উত্তরে
কতকগুলি কথার অবতারণা করলেই
উত্তর হয় না,
উপযুক অল্প কথাতেই তা'র কথিতব্য যা'
বিশেষ সঙ্গতি নিয়ে
সার্থক সুযুক্ত পর্য্যায়ে
তা'র অবতারণা ক'রে
প্রশ্নকর্ত্তার বোধকে
তর্পিত ক'রে তুলতে পারে যা'তে
তাই-ই তা'র করণীয়;

প্রশ্ন ক'রে
তা'কে জিজ্ঞাসা ক'রো—
প্রশ্নেতে মুখ্যতঃ কী বোঝা যায়,
প্রশ্নের অন্তরেই বা কী লুকিয়ে আছে,
তা' কী ক'রে ধারণায় আনতে পারা যায়,—
উত্তরে স্বতঃ-সমাধানে
তা' কী ক'রেই বা ফুটন্ত হ'য়ে উঠতে পারে,
এমনতর ক'রে
প্রশ্নবোধকে তা'র ভিতরে জাগিয়ে তোল,
যা'তে উত্তর স্বতঃ-বোধিদীপনায়
তা'তে জাগ্রত হ'য়ে ওঠে,
এবং সে তা' ব্যক্তও করতে পারে তেমনি ক'রে;
অনেকের হয়তো জানা আছে বহুত,—
কিন্তু প্রশ্ন-সম্বন্ধে বোধ কম,
উত্তরকে বিনায়িত ক'রে
প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হ'তে পারে না,
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
তা'র জানাগুলি এমনভাবে
বিন্যস্ত হ'য়ে ওঠেনি—
সজাগ অনুভূতি নিয়ে,
যা'র ফলে, সে
ঐ প্রশ্নের বিহিত সমাধানে
তা'র উত্তরকে ব্যক্ত ক'রে তুলতে পারে;
তাই বলি—
শিক্ষণীয় বিষয়গুলির
এমনতর হৃদ্য পরিবেষণ করবে—

ছাত্রের মনে একটা বোধায়নী
উপভোগ্য ক্রীড়া-কুতূহল জাগিয়ে তুলে,—
যা'র ফলে, সে
প্রশ্নের সমস্ত মারপ্যাঁচ-সহ
তা'র উত্তরকে বিনায়িত ক'রে
বিহিতভাবে সমাধানে এনে
সার্থক তর্পণায়
পরিবেষণ ক'রতে পারে তা';
আবার, এটাও মনে রেখো—
প্রশ্ন করতেও জানা চাই,—
যে-প্রশ্ন উত্তরকে স্বতঃসন্দীপনায় আহ্বান করে,
যা'র থেকে ছাত্রও বুঝতে পারে,
কিসের থেকে কতভাবে
কী প্রশ্ন হ'তে পারে,
কেমন ক'রে—
যা'র ফলে,
উত্তরও তা'র সঙ্গে-সঙ্গে গজিয়ে ওঠে;
গোড়াতেই এমনতর নজর রাখলে
ভুলভ্রান্তির তালিমী পরিশোধনার সহিত
তা'র বোধিদীপনাও
স্বস্থ ও সজাগ হ'য়ে চলবে;
নয়তো, জানার উপাদান বা উপকরণ
বহুত থাকতে পারে,—
বিনায়নার অভাবে
তা' তা'র জীবনে সার্থক হ'য়ে উঠবে না,
বোধিসত্তাও অন্বিত সৌষ্ঠবে
সমাধানী ধৃতিমুখর হ'য়ে উঠবে না। ২২৯।

তুমি যদি আচার্য্য হও
বা অধ্যাপকই হও,
তোমার যদি শিষ্য বা ছাত্র ব'লে
কেউ বা কাহারা থাকে,
তা'কে বা তা'দিগকে যতখানি পার
বেশ ক'রে বাজিয়ে দেখো,—
তা'র বা তা'দের
তোমার প্রতি নিষ্ঠা অস্খলিত আছে কিনা,
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ ওজোদীপ্ত কিনা,
সব যা'-কিছু নিয়ে
তা'রা শ্রমপ্রিয় কিনা,
আর, এগুলি তা'দের ভিতর
স্বতঃ ও স্বাভাবিক কিনা,
সক্রিয় কেমন,
তোমার প্রতি
তা'দের অপূরয়মাণ অনুবেদনা কেমনতর,
ঐ নিষ্ঠা, অনুগতি ও কৃতিসম্বেগ
তা'দের ভিতর ব্যতিক্রম-বিভাবিত কিনা!
আবার, এগুলি যদি ব্যতিক্রমদুষ্ট না হয়—
কিংবা, ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'লেও—
তোমাকে কেন্দ্র ক'রে
বিকৃতিসম্পন্ন কিনা,
তা'দিগকে বহন ক'রো
একদম সন্ততি-উচ্ছল অনুবেদনা নিয়ে,
আগ্রহ নিয়ে;
তারপর, তা'দিগকে
বন্দেজ ক'রে কিছু দিও না,

তোমার দিতে ইচ্ছা হ'লে—
আশিস্-উপহার-স্বরূপ কিছু দিতে হয়—
দিও;
আর, তোমার ও তোমার পরিবারের
পোষণ-পরিবর্দ্ধনার স্বতঃ-দায়িত্বশীলতা
ক্রমে-ক্রমে গজিয়ে তুলতে থাক—
তা'দের ভিতর
লোকচর্য্যী ভজনদীপনার ভিতর-দিয়ে;
এটা কিন্তু তোমার
প্রাপ্তিলোভের জন্য নয়,
তা'দের অন্তঃস্থ আগ্রহকে সক্রিয় করতে—
বোধবিনায়নী তাৎপর্য্যে,
চিন্তা, চলন, আচার-ব্যবহারের
সঙ্গতিশীল সার্থকতায়;
যে তোমার জন্য বেশী করে বা দেয়—
তা'তেই যে তুমি আগ্রহশীল হ'য়ে উঠবে
উদ্বেলনী আদর নিয়ে,
তা' শুধু নয়,
যা'রা তেমন দিতে পারে না—
তা'দের প্রতি মনোনিবেশ করতে
ত্রুটি ক'রো না—
স্নেহদীপ্ত সমীচীন শাসনে;
আরো একটা কথা বলছি—
মাঝে-মাঝে
কোন অপরাধ না করলেও—
মুখে, আচার-ব্যবহারে
ক্ষণস্থায়ী বিরক্তিকর ব্যবহারে

তাড়ন-পীড়ন যদি করতে হয়—
সমীচীন বোধ ক'রলে তা' ক'রো;
লক্ষ্য রেখো—
ঐ তাড়ন-পীড়ন তা'দের ভিতর
বা তা'দের মনে বা কর্ম্মে
বিকৃতি আনছে কিনা,
যদি বিরক্তি আনে,
বিকৃতি সৃষ্টি করে,
বুঝে নিও—
তা'দের ভিতর যে নিষ্ঠা আছে
তা' শক্ত নয়কো;
কতখানি চাপে তা' ভেঙ্গে যেতে পারে
সেটাও বিবেচনা ক'রো;
যা'দের ভেঙ্গে যায়—
তা'দের প্রতি আশা কম ক'রো;
যা'দের ভাঙ্গে না,—
শিষ্ট-সম্বোধী যা'রা—
সুসন্ধিক্ষু কৃতি-তৎপরতায়,
তা'দের প্রতি তোমার আশা
হয়তো সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে;
আর, ঐ কাজ-কর্ম্মের ভিতর
লোক-অনুধায়নী অনুশাসনে
শৃঙ্খলা আনতে চেষ্টা কর—
সার্থক সঙ্গতিশীল কৃতিকুশল তৎপরতায়
তা'দিগকে বিনায়িত ক'রে,
আর, ঐ শৃঙ্খলা
যাতে বর্দ্ধনপ্রবণ হ'য়ে চলে তা' ক'রো;

এই রকমের পারস্পরিকতার ভিতর-দিয়ে
ও সাহিত্য, বিজ্ঞানশিক্ষার সব-জাতীয় সরঞ্জাম
সুষ্ঠুভাবে নিজের আয়ত্তে রেখে
ও তা'র সুশৃঙ্খল পাঠ, আলোচনা
ও অনুশীলনী গবেষণার মধ্য-দিয়ে
তা'দিগকে
স্বাভাবিকভাবে
সৰ্ব্ববিদ্যাবিশারদ ক'রে তোল,—
যা'তে তা'রা বিশুদ্ধ বাস্তবভাবে
নানারকমে
তা'দের ঐ প্রত্যয়ীভূত বিজ্ঞতাকে
প্রকাশ ক'রতে পারে—
ক'রে-ক'রে—
রকমারি তাৎপর্য্যে;
তৃপ্তি পাবে তা'রা,
তৃপ্ত হবে তুমি,
তোমার পরিবেশ, দেশ, বিদেশ;
উপযুক্ত সময়ে সমাবর্ত্তন দিয়ে
উপযুক্ত যে যেমন প্রণামী, অর্ঘ্য
বা লওয়াজিমা দেয় তোমাকে
তা' নিও;
অবশ্য কিছু দাবী ক'রো না,
তবে তা'দের দানপ্রবৃত্তি
যা'তে পুষ্ট হ'য়ে ওঠে,—
তেমনতরভাবে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলো,
শ্রেয়জন বা সাধু মহাত্মাকে দেওয়ার প্রথা যে
কতখানি কল্যাণকর

তা'ও প্রকারান্তরে গল্পচ্ছলে ব'লো,
মনে রেখো—
এতে যে যেমন সানন্দে সাড়া দেয়
তা'র মেকদারও তেমনি;
আর, সাধু মানেই হ'চ্ছে—
যাঁ'রা সত্তার
বর্দ্ধনপোষণী পরিচর্য্যা নিয়ে
আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে—
কৃতি-সন্দীপনার শ্রমপ্রিয় পরিচর্য্যায়
সেগুলিকে নিষ্পাদন করেন—
জীবনবৃদ্ধির উপাসনায়;
আর, মহাত্মা তিনিই
যিনি ব্যষ্টি-সহ সমষ্টির
বাঁচাবাড়ার পরিচর্য্যা নিয়ে
প্রতিপ্রত্যেককে
শিষ্ট সম্বর্দ্ধনায় দক্ষ ক'রে তোলেন—
কোনপ্রকার ব্যতিক্রমের প্রশ্রয় না দিয়ে;
আর, অনুশাসন-বাণীর সংক্ষিপ্ত সার যা'-কিছু
সেগুলিকে বিন্যাস ক'রে
তা'দের কাছে বল,—
যা'তে তা'দের সমাবর্ত্তন
সিদ্ধ হ'য়ে ওঠে;
এমনতর স্বাভাবিক অনুশাসনের ভিতর-দিয়ে
তা'দিগকে
দক্ষ ও পরাক্রমী ক'রে তোল—
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায় উর্জ্জনাদীপ্ত রেখে;
তা'হলে—দেশ

বীরশূন্য হবে না,
বীর্য্যশূন্য হবে না,
বিদ্যাশূন্য হবে না,
বরং বিদ্যাবিভবী পরাক্রমে
উচ্ছল হ'য়ে উঠবে,—
স্বস্তিপ্রসন্ন তীব্র বীর্য্যে,
বিদ্যমানতার জ্ঞানপ্রভা নিয়ে
বিদ্যায় বর্দ্ধিষ্ণু হ'য়ে,
স্বস্তিপ্রসন্ন অনুপ্রাণনে,
বীর্য্যবান দক্ষতা নিয়ে,
বিদ্যা-আশ্রমের এই-ই বিশেষত্ব;
আর, তুমি যদি বিদ্যার্থী হও—
আচার্য্য বা অধ্যাপককে
যদি বাজিয়ে নিতে চাও—
তবে তাঁকে গ্রহণ ক'রবার পূর্ব্বেই তা' নিও,
তাঁ'র কাছে যাওয়া-আসা ক'রো,
দেখো, তিনি স্নেহপ্রবণ কিনা,
তিনি আচরণের ভিতর-দিয়ে
উদগতি লাভ ক'রেছেন কিনা,
তিনি স্বার্থসন্ধিক্ষু
না, শিষ্য বা ছাত্র-সংবর্দ্ধনশীল,
গ্রহণ ক'রে যদি বিচ্যুত হ'য়ে পড়,—
তা' হয়তো তোমার নিষ্ঠাকে
সংক্রামিত ক'রে তুলতে পারে,
তাই, তুমি তৎপর থেকো,—
সব দিক্-দিয়ে
সব রকমে

যা'তে তাঁকে গ্রহণ ক'রে
ছেড়ে দিতে না হয়;
আর, গ্রহণ যদি কর—
তা' কিন্তু তোমার জীবনপণ ক'রে ক'রো;
আচার্য্যের তিরোধান হ'লে সে অন্য কথা;
গ্রহণ ক'রে
বিচ্যুত হওয়াও যা,'
নিজের সন্দীপনী নিষ্ঠাকে
বিক্ষত ক'রে তোলাও তা'ই,
যা'র ফলে, হওয়াটা
নানাপ্রকার রকমারি বোধনায়
বিক্ষতই হ'য়ে উঠে থাকে;
তাই, সাবধান!
তাই, ঋষিরা বলেছেন—
'আচার্য্যদেবো ভব'
—আচার্য্যই তোমার দেবতা হউন। ২৩০।

বৈদ্য যদি পুরোহিত-চরিত্র না হয়,
শ্রদ্ধাবান শ্রেয়-অনুচর্য্যাপরায়ণ না হয়,
মহতের সেবাপরায়ণ না হয়,
দুঃস্থের বান্ধব না হয়,
সে-বৈদ্যত্ব ঝক্‌মারি ছাড়া আর কিছুই না,
তা'র অর্থ
অনর্থেরই হোতা হ'য়ে থাকে,
আর, তা' নিজের পক্ষেও যেমন,
অন্যের পক্ষেও তেমনি । ২৩১।

তুমি বৈদ্য বা ডাক্তার,
মানুষের সঙ্কটজনক জরুরী অবস্থায়
যা'তে শুনে বা ইঙ্গিতে
তা'র কারণ ঠিক পাও,
এমনতর প্রস্তুতি নিয়ে তুমি যদি না থাক—
তা' কিন্তু পাতকই তোমার কাছে;
ঐ অবস্থা হ'তে যা'তে মানুষ রেহাই পায়;
অতখানি ত্বারিত্যের সহিত
তা'র জন্য প্রস্তুত তো থাকবেই,
তা' ছাড়া, ঐ জরুরী অবস্থার
উৎক্রমণ যা' হ'তে হ'য়েছে,
তা' হ'তেও নিরাময় ক'রে
মানুষকে স্বস্তির শুভ-আলিঙ্গন দেওয়াই
তোমার ধর্ম্ম;
এমনকি, প্রত্যেক পরিবার ও প্রতিবেশীকেও
আপদ্-নিরাকরণী অনুধ্যায়িনী শিক্ষায়
শিক্ষিত ক'রে তোলা প্রয়োজন;
একে অবজ্ঞা করা
কিছুতেই সমীচীন নয়;
সত্তা নিয়ে বসবাস সবাই করে,
সত্তার দরদ কিন্তু কা'রও কম নয়,
যা'-কিছুর কেন্দ্র
ঐ সাত্ত্বিক জীবনই,
তা'কে অবজ্ঞা ক'রে যা' কর,
মোটের'পর কিন্তু লোকসানই তা';
তাই বলি—
দেখ, শোন, ভাব, চল,

ও জীবনকে অটুট রাখতে যা' করণীয়
করতে থাক;—
পুণ্যের আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রবে। ২৩২।

শোন বৈদ্য!
বৈদ্য কেন,
সবাইকেই বলি—
বিশেষতঃ যা'রা বিজ্ঞান-সন্ধিৎসু!—
এতখানি সতর্ক-সন্ধিৎসু হও—
স্বতঃস্রোতা আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে,
ও বাস্তব চলনে তেমনি ক'রে চল—
যা'তে বিধানের কোথাও ব্যত্যয়ী কিছু হ'লে
বৈধানিক স্নায়ু, মাংসপেশী
ত্বক্,
অস্থিমজ্জা,
তৎ-অনুসৃত যন্ত্রবিধান,—
যেমন হৃদয়, যকৃৎ, প্লীহা, বক্ষ,
পাকস্থলী, মূত্রস্থলী, মলভাণ্ড ইত্যাদিতে
কী-পরিবর্ত্তনের ফলে তা' হয়,—
এবং মানসিক কী-ভাবের বিকাশে
শরীরের কোথায় কেমনতর
ভঙ্গী বা পরিবর্ত্তন হয়,—
সম্যক্‌রূপে
অর্থাৎ, সব দিক্-দিয়ে সব রকমে
সেগুলিকে অনুভব করতে পার,
জানতে পার;
শুধু শরীর-বিধান কেন,

যাবতীয় বস্তু, বিষয় ও জীব সম্বন্ধেই
ঐ একই কথা,
অর্থাৎ, স্বস্থতার ব্যত্যয়
যেখানে যে-ভাবে যেমন ক্'রেই হোক,—
তা'র সঙ্গে জড়িত কারণগুলি
উদ্‌ঘাটন করতে যা'তে পার,—
সে-বিষয়ে সক্রিয় সন্ধিৎসা নিয়েই চ'লো;
এইগুলিকে যথাবিধি
খুঁজে বের ক'রে
সে-সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান
যত বেশী অর্জ্জন করতে পারবে,—
তোমার বহুদর্শী অভিজ্ঞতা বা অভিজ্ঞান
তেমনতরই সুপুষ্ট ও সম্যক্ হ'য়ে উঠবে,
পাণ্ডিত্য তোমাকে অভিনন্দিত করবে। ২৩৩।

সূর্য্যের তাপ ও তেজ—
যা' দুনিয়ার প্রতিটি বস্তুর কণাতে
নিক্ষিপ্ত হ'য়ে থাকে—
তা' যখন প্রতিক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে,—
নিদাঘের দহন-বীর্য্য
তেমনি তাপ-উৎক্ষেপণায়
উর্ব্বাপিত হ'য়ে
দুনিয়াকে উত্তপ্ত ক'রে তোলে,
আর, গ্রীষ্ম হ'চ্ছে—
তা'রই একটা বিহিত উৎক্ষেপ,
আর, শীত হ'চ্ছে—
তা'রই উল্টো;

তুমি যদি তা'কে সংরক্ষিত করতে পার,—
তা'র দ্বারা বহুল উপকার পেতে পার,
তা'কে কার্য্যে নিয়োজিত ক'রে
বহুল কর্ম্মে সংস্থাপিত ক'রে
সার্থক হ'তে পার,
অর্থাৎ, ঐ তাপ-তেজকে
বিহিত সংরক্ষণায় পরিপোষণ করা চাই,
যা'র ফলে—
তোমার কৃতি-উদ্দেশ্যগুলি
সংসাধিত হ'য়ে উঠতে পারে
তা' দিয়ে। ২৩৪।

টীকা যদি কর—
তা' যেন বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষায় টেঁকসই হয়,
নইলে, ও-টীকা কিন্তু
বিভ্রান্ত অবাস্তবতাকেই আমন্ত্রণ করবে। ২৩৫।

কিছুকে
কোন আখ্যায়িকায় আখ্যাত করতে হ'লে—
দেখে-শুনে
বুঝ-বিবেচনার বিহিত তাৎপর্য্যে তা' ক'রো;
তোমার আখ্যান যেন
বাস্তব অর্থ বহন করে,—
তবে তো তা'র সার্থকতা পাবে! ২৩৬।

ব্যাখ্যা করতে হ'লে—
বিহিত বিবেচনায়

সঙ্গতি নিয়ে
বাস্তব সার্থকতায় তা' ক'রো,
মানুষ যেন বিভ্রান্ত না হয়,
অন্বয় করতে হ'লে—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
যা'তে বাস্তবতা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে—
তা'ই ক'রো—
অন্বিত উৎক্রমণে,—
ব্যক্তির সাংস্কৃতিক অভিযানকে
অযথা ক্ষুণ্ণ না ক'রে;
আর, তা' যত অবজ্ঞাত হয়—
ভ্রান্তিও ঘোরালো হ'য়ে
ব্যক্তিত্বে তেমনি ভাবমূর্ত্তি গ্রহণ করে। ২৩৭।

শব্দের অভিধান করতে গেলে—
প্রত্যেকটি শব্দ যা'তে
বিহিতভাবে বিধৃত হয়,
ধারণায় আসে,—
তা' উৎস হ'তে ব্যবহার পর্য্যন্ত
যা' যেখানে যেমনতর হ'য়ে থাকে—
তা' ক'রো—
বোধায়নী তাৎপর্য্যে,
ব্যতিক্রমদুষ্টির স্থান যা'তে না থাকে—
নজর রেখো,
ব্যতিক্রমের মরীচিকা
আসল রূপকে আবৃত ক'রে
তা'র নকল প্রতিফলনই দেখিয়ে দেয় কিন্তু। ২৩৮।

ভাব, ভাষা, যুক্তি,
ছন্দ ও অনুরণন
যতই সৌষ্ঠবমণ্ডিত হ'য়ে
আদর্শ-উল্লোল হ'য়ে ওঠে—
জীবনীয় সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনায়,—
রচনা জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠে সেখানে তেমনি,
এই হ'লো রচনার পঞ্চপ্রাণ। ২৩৯।

সমস্ত রসের সমবায়ে
সন্দীপনার বোধ-পরিবেষণী
সাত্বত সম্বেদনাই হ'চ্ছে
সাহিত্যের প্রাণনদীপ্তি। ২৪০।

পরিস্থিতির ভাল-মন্দ পরিচলনকে
আলোড়ন-বিলোড়ন ক'রে
সার্থক সঙ্গতিশীল সাত্বত পন্থায়
সাত্ত্বিক মর্য্যাদায়
সুদীপ্ত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে—
সাহিত্যের সমীচীন তাৎপর্য্য,
আর, তাই-ই হ'চ্ছে
জনগণের জীবনীয় সন্দীপনা। ২৪১।

বিষয় বা ব্যাপারের
সান্নিধ্য ও সংস্রব-সংস্পর্শে
তোমার অনুচলন ও অনুভবে উপস্থিত হ'য়ে
শুভ-সম্পাদনী বা অহিত সৃষ্টি করে—
এমনতর যা'-কিছু বহুদর্শিতা

তোমার সাত্বত জীবনকে
যেমন ক'রে যে-ভাবে
শুভ-বিন্যাস বা বিপর্য্যয়ে
বিশেষিত ক'রে
কর্ম্মপ্রতিভার সহিত
যে অনুভবাত্মক জ্ঞানে
তোমাকে উচ্ছলিত ক'রে তুলেছে,—
তা'রই সার্থক, সমীচীন, সুসঙ্গত,
রসাত্মক, হিতপ্রসূ যে-অভিব্যক্তি
তোমার গন্তব্য স্থির ক'রে দেয়,
তা'কে সাহিত্য বলা যায়। ২৪২।

সাহিত্যিক অভিনিবেশে স্মরণ রেখো—
যা'তে বাস্তব বীক্ষণাগুলি
বিন্যাসবিদীপ্ত হ'য়ে
একটা বাস্তবতার রূপ
সহজেই তোমার বাস্তব দৃষ্টিতে আবির্ভূত হয়—
অসৎকে জয়ে প্রতিষ্ঠিত না ক'রে,
উৎখাত ক'রে,
মিলনের মধুর তাৎপর্য্যে
বিয়োগের বন্ধুর সন্দীপনাকে
অতিক্রম ক'রে,
আর, তা'ই কিন্তু অস্তিত্বের সারসন্দীপনা। ২৪৩।

জীবনের যৌথ-সন্দীপনী বীচি-বীথিকার
বিন্যাস-বিনায়নের ভিতর-দিয়ে
সাত্বত-পরিচর্য্যী সঙ্গতিশীল সার্থকতায়

ব্যক্তিত্ব যখন
বিভূতি-বিভূষণে
সুসন্দীপনী ঊর্জ্জনায়
আদর্শন্যস্ত হ'য়ে
সার্থক শোভনায়
সন্তৃপ্ত হ'য়ে ওঠে,
ঐ বিনায়িত ব্যক্তিত্বের শুভসৌন্দর্য্য
বিভান্বিত ক'রে তোলে চরিত্রকে—
কলস্রোতা কলামাধুর্য্যে;
আর, ঐ চারিত্রিক প্রদীপভাণ্ডের স্মিত-শিখাই তো
শিক্ষার আলো,
আর, তা'ই তো জীয়ন-সাহিত্য;
প্রার্থনা আমার—
ঐ অমনতর তপানুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
প্রতিটি ব্যক্তিত্ব
স্বতঃ-সাহিত্যিক উদ্ভাবনায়
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠুক। ২৪৪।

সাহিত্যের মূল ভিত্তিই হ'চ্ছে—
জীবন ও কৃষ্টি,
অর্থাৎ, কৃষ্টি যা'তে জীবনকে
পোষণপ্রবৃদ্ধ ক'রে তুলে
বিবর্ত্তনে উৎকীর্ণ ক'রে দেয়—
তেমনতর নিয়মনের ভিতর-দিয়ে
ঘটনাকে সন্নিবেশ করতঃ
মানুষের অন্তরে

বিবর্ত্তনী আকৃতিকে
অনুপ্রেরিত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে—
সাহিত্যের মন্ত্র-চালনা;

এই বিষয় বা ব্যাপারের
বাক্‌ছবি-বিনায়নী তাৎপর্য্যের উপর
সাহিত্যের সুসঙ্গত দীপালী-জীবন
যতই উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,—
সেই দীপ্তিতে
মানুষের অনুপ্রেরণা উদ্ভিন্ন হ'য়ে
তা'কে অনুশীলনে
যতই অব্যাহত ক'রে তোলে—
বেদ-বিজ্ঞান-বিনায়নী
সুদর্শনদীপ্ত সৎ-অভিদীপনায়,
সুন্দরের স্বতঃ-অভিনন্দনে,—
সব্যষ্টি সম্প্রদায়, সমাজ, রাষ্ট্রও
ততই কৃষ্টিমুখর অনুদীপনা নিয়ে
উত্তাল আবেগে
যোগ্যতায় অভিদীপ্ত হ'য়ে
সার্থকতার দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে·
সাহিত্য যতই ভাল হোক—
এই বিবর্ত্তনী জীবনধারার ব্যত্যয়ী
যেখানে যা' যেমনতর,—
তা' ততই নিকৃষ্ট;
ঈশ্বরই সুসঙ্গত, সর্ব্ববিভান্বিত
সুসমাবিষ্ট প্রাজ্ঞ জীবন-সাহিত্য,
তাই, তিনি 'রসো বৈ সঃ'। ২৪৫।

যা' সহজ জীবনীয় তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
সুবীক্ষণী তৎপরতায়
বস্তু বা বিষয়ের সমীচীন বিন্যাসে
সহজভাবে লোককে
জ্ঞানদীপ্ত শুভ তাৎপর্য্যে উচ্ছল ক'রে
মুগ্ধ ক'রে তোলে—
সাহিত্য তো সেখানেই
শুভ-সন্দীপনী তৃপ্তি বিকিরণ ক'রে থাকে;
আর, লোকজীবনও
তদানুপাতিক ভাবদীপনী তৎপরতায়
সহজ কৃতিমুখর হ'য়ে
আত্মনিয়ন্ত্রণী অনুবেদনা নিয়ে
ফুল্ল সন্দীপনায় চলতে থাকে—
বিরোধ ও বিকৃতিকে এড়িয়ে
চর্য্যাশীল অনুবেদনায়
লোকসঙ্গতিকে শিষ্ট ও সুন্দর ক'রে তুলে। ২৪৬।

যদি সুযুক্ত বাস্তব
বৈধী সমাধান না দিতে পার—
শুধু সমালোচনা ক'রেই বাহবা নিতে চেও না,
সমাধানহারা সমালোচনা
লোকের অনিষ্টই ক'রে থাকে,
সে বুঝতে পারে না—
তা'র ব্যক্তিত্ব বা অস্তিত্ব
কেমনতর বিনায়নে
কী অবস্থায় দাঁড়ায়,
তা' বিচার ক'রতেও পারে না;

তাই, ঐ সমালোচনার বিষয় বা বস্তু
হ'য়ে পড়ে তা'র
মানসিক বিকল্প আগ্রহ,
ক্রমে-ক্রমে
এই অজান দুর্ব্বল মন তা'দের
ঐ বিধানহারা সমালোচনায় বিক্ষুব্ধ হ'লেও
লুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
যা' জীবনীয় নয়
করণীয় নয়
সত্তাপোষণী নয়—
সেগুলি ক'রতে সুরু করে,
লুব্ধ-দুষ্ট প্রলোভন তা'দের পেয়ে বসে,
সে তো নষ্ট পায়ই,
ফলে সপরিবেশ দেশকেও
অমনতর ক'রে নষ্ট ক'রতে থাকে—
প্রতিটি বিশেষ ধ'রে;
তাই, যদি উচ্ছ্বসিত সমাধান না দিতে পার,—
সেগুলির এমনতর সমালোচনা ক'রে
বক্তৃতার মহড়ায়
গালগল্পের মহড়ায়
কথাপ্রসঙ্গে
নষ্টামিকে শিষ্টাচারে তুলে
তা'দিগকে লুব্ধ ক'রে
সমর্থন ক'রে
একটা সর্ব্বনাশের প্রপাত সৃষ্টি করতে যেও না;
যা' তোমার ঐতিহ্যে নাই
আত্মিক সংস্কারে নাই

কুলচর্য্যায় নাই—
তা'র স্বপক্ষে যদি কেউ কিছু কয়,—
তখনই তা' করতে যেও না,—
এমন-কি, নতুন যা'-কিছু—
তা' তোমার সাত্বত দীপনাকে
খিন্ন ক'রে তোলে কিনা—
যতদিন পর্য্যন্ত
তা' বিহিতভাবে স্বতঃসন্দীপনায় না বুঝছ—
ভালমন্দের তুলাদণ্ডে মেপে,—
অন্ততঃ ততক্ষণ তা' করতে যেও না,
সাবধান!
নইলে, তুমি তো সাবাড় হবেই,
ও তা' দিয়ে বহু ব্যক্তিত্বকে
অবশ আক্রমণে নষ্ট ক'রে
জীবন-তাৎপর্য্যকে
ব্যাহত ক'রে তুলবেই কি তুলবে;
কদাচার
কুৎসিত সৌন্দর্য্যে
লুব্ধ তৎপরতায়
মানুষের মানস-প্রবাহকে
সেইদিকেই এগিয়ে দিয়ে
স্রোতল আগ্রহে
সর্ব্বনাশের ইন্ধন যা'-কিছুকে
যোগান দিতে থাকবে;
তাই, লোকের
অমনতর শত্রু হ'তে যেও না,
দশের শত্রু হ'তে যেও না,

দেশের শত্রু হ'তে যেও না;
তাই বলি—
বিহিত সমালোচনা কর,
সঙ্গে-সঙ্গে
জীবনীয় সুবিধান যা'
সমীচীন তাৎপর্য্যে
বিহিত আবেগ সৃষ্টি ক'রে
প্রত্যেক অন্তরে তা'কে প্রতিষ্ঠা কর—
কৃতিমুখর তাৎপর্য্যে। ২৪৭।

ভাব'—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে নিয়ে
বিশুদ্ধ বিন্যাসে;
বল এমনভাবে—
যা' বাস্তব ব্যতিক্রমে
বিধ্বস্ত না হ'য়ে ওঠে,
সুসঙ্গতির শুভ-সন্দীপনায়
মুখরিত হ'য়ে ওঠে যেমন তাৎপর্য্যে;
লেখা—
যা'তে ক্রমান্বয়ী তৎপরতায়
প্রতিটি কথার
অগ্রবর্ত্তী এবং পশ্চাদ্‌বর্ত্তী যা'-কিছু
সঙ্গতিশীল যুক্তিতে
মালার মত বিন্যস্ত হ'য়ে ওঠে—
সহজ-সুন্দর সার্থক বিনায়নে;
যা' করবে বা করছ
সেগুলি কর—

বেশ অমনতরভাবেই
বিনিয়ে-বিনিয়ে
চিন্তাচর্য্যার সুঠাম সন্দীপনায়
অবলোকনী অনুবেদনার
উৎসর্জ্জনী আকৃতি নিয়ে;
এমনি ক'রে তোমার চিন্তাচলন,
কথাবার্ত্তা,
লেখাপড়া—
সবগুলিকে
মস্তিষ্কে এমনতরভাবে বিনিয়ে রাখ,—
যা'তে ভ্রান্তি
কোনপ্রকারেই ব্যতিক্রম না আনতে পারে—
বিহিত বিধায়নায় সঞ্চারিত হ'য়ে
শুভ-অনুচলনে;
আর, তা'র তাৎপর্য্য-মাধুর্য্যে
তুমিও তৃপ্ত হ'য়ে ওঠ,
যা'রা দেখে-শোনে-পড়ে—
তা'রাও যেন
বিহিতভাবে উপভোগ করতে পারে,
তা'দেরও যেন মানসপটে তা' অঙ্কিত থাকে,
তবে তো সার্থকতা!
তবে তো প্রাজ্ঞ বিভূতি! ২৪৮।

প্রাজ্ঞকে অনুসরণ কর—
সেবায়, ভজনায়,
উপচয়ী কৃতি-তৎপরতায়,—
প্রজ্ঞা পাবে। ২৪৯।

উচ্ছিষ্টভোজী হ'তে যেও না,
বরং প্রাজ্ঞ-প্রসাদভোজী হও,
প্রাজ্ঞসেবী হও,
প্রাজ্ঞপালী হও,
প্রাজ্ঞ-অনুচর্য্যী হও,
তাঁ'দের দরদী হ'য়ে ওঠ,
তাঁ'দের কৃষ্টিকে বুঝে
সেগুলিকে আয়ত্ত করতে অনুশীলন কর—
নিজের ঐতিহ্যকে দাঁড়া ক'রে। ২৫০।

সুকেন্দ্রিক, সশ্রদ্ধ, সন্ধিৎসু সঙ্গতিশীল
অন্বিত অনুচর্য্যাই হ'চ্ছে—
জ্ঞানের গুপ্ত-মন্ত্র। ২৫১।

শ্রদ্ধোৎসারিণী অনুচর্য্যা,
অনুশীলনী তপ—
জ্ঞানলাভের প্রকৃত পন্থা। ২৫২।

শ্রদ্ধাবান, সুতৎপর, সংযতেন্দ্রিয় হও,
জ্ঞানলাভের পন্থাই ঐ,—
গীতায় শ্রীভগবান এমনতরই বলেছেন। ২৫৩।

বুঝ যেখানে কর্ম্মে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠে—
বোধের সৃষ্টি করে—
জ্ঞান কিন্তু সেখানেই। ২৫৪।

দেখা, বোঝা, চলা—
অন্বিত সঙ্গতিতে সার্থক সুকেন্দ্রিক হ'য়ে,—
এই হ'চ্ছে জানার বা জ্ঞানের তুক;
আর, এই সার্থক জ্ঞানসঙ্গতি
মানুষকে প্রাজ্ঞ ক'রে তোলে। ২৫৫।

সহজ বোধি যখন জ্ঞানকে ধিক্কার দেয়,
সে-জ্ঞান নিন্দনীয় বা ঘৃণ্য,—
আর, তা'র বিচারণাও
মূঢ় বা মোহাচ্ছন্ন। ২৫৬।

ভ্রান্তি কিন্তু জ্ঞান নয়কো,
বরং তা'র নিরসনই জ্ঞান। ২৫৭।

অবস্থানুযায়ী সাত্বত চলন—
ব্যবস্থিতি নিয়ে যা'র যেমনতর
তৎপর, সুন্দর ও সমীচীন,—
জ্ঞানও তা'র তেমনই। ২৫৮।

বোধবিনায়িত ব্যক্তিত্ব যা'র—
সেই বোধিসত্ত্ব,
আর, সার্থক সুকেন্দ্রিক শ্রদ্ধানুচর্য্যাই হ'লো—
ঐ বোধি বা জ্ঞানের ভিত্তি। ২৫৯।

তুমি তোমার
ইষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিকে

স্থিরভূমি ক'রে
বোধবিনায়নী তৎপরতায়
সঙ্গতিশীল সার্থকতা নিয়ে
জানার দিকে যতই এগিয়ে যাবে—
যে-বিষয়ে যেমন ক'রেই হোক,—
তুমি জ্ঞানী হ'য়ে উঠবে তেমনতর,
বহুদর্শিতায়
আবেগ-উচ্ছল পরিধি নিয়ে
সার্থকতা লাভ ক'রবে তেমনই। ২৬০।

সন্তর্পণে আরাধনী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
যা'রই করুণা লাভ কর না কেন,—
সে-করুণা করুণাময়েরই প্রবাহ—
ঐ তা'র ভিতর-দিয়ে;
তাই, শ্রদ্ধাপূত হও,
সমীচীন সন্তর্পিত হও,
অনুচর্য্যাপরায়ণ, আরাধনাপ্রাণ হ'য়ে
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে
দেখ, শোন, বোঝ, কর,
আর, তা' হতে
প্রাজ্ঞ অভিদীপনায়
অমৃত-সন্ধানী হও,
খোঁজ,
দেখ—
ঐ অমৃতপন্থার কিছু পাও কিনা;
প্রাজ্ঞ পরিবেদনায়
এমনি ক'রেই পরিপুষ্ট হও,

অন্যকেও পরিপুষ্ট ক'রে তোল—
প্রাজ্ঞ-পরিস্রবা হ'য়ে। ২৬১।

প্রাজ্ঞই যদি হ'তে চাও—
বহুদর্শী হও,
সব জিনিসগুলির ভালমন্দ সব দিক্ই দেখ,
তা'র ভিতর বেছে নাও—
কোন্টা কখন
তোমার ও অন্যের জীবনীয় হ'তে পারে,—
সে-জায়গায়
বেশ ক'রে বিনিয়ে
উপযুক্ত ব্যবস্থায় ব্যবহার কর;
আর, মন্দ কিছুকে
কোন্ তুকে কেমন ক'রে
নিরোধ করতে পারা যায়—
তা'কেও এস্তামাল ক'রে নাও,
বস্তুর বাস্তব অবস্থাগুলিকে জান,
জেনে—
যেখানে যেমন প্রয়োজন
সমীচীনভাবে
তা'র ব্যবহার ক'রো,
প্রয়োগ ক'রো,
এমনি ক'রেই আরোর দিকে এগিয়ে যাও—
ধীচক্ষুকে
সুদর্শী ও তীক্ষ্ণ রেখে। ২৬২।

শ্রদ্ধা যখন প্রীতি-আবেগ সৃষ্টি করে—
তৃপণ দীপনায়,
ঐ শ্রদ্ধেয়কে উপলক্ষ্য ক'রে
অনুচর্য্যা-নিরতি নিয়ে
ঐকান্তিকতার সহিত,—
তখনই পর্য্যায়ানুক্রমে
সার্থক-অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে
অনুশীলনার মাধ্যমে
বোধবিনায়নী তৎপরতায়
জীবনীয় দর্শনে উদ্বর্দ্ধিত হ'য়ে
বাস্তব জ্ঞান
মানুষকে
প্রজ্ঞায় বিধায়িত ক'রে তোলে। ২৬৩।

সুবিবেচী সন্ধিৎসা নিয়ে
যা' শিখবার তা' শেখো—
শ্রদ্ধানুচর্য্যায়,
হাতে-কলমে,
বিন্যাস-ব্যবস্থায়,
তোমার যোগ্যতাকে অভিদীপ্ত ক'রে,
সত্তাপোষণী ক'রে,
সঙ্গতিহীন অনন্বিত বহু বিদ্যায়
শ্রদ্ধাহীন পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করার চাইতে
তা' বরং ঢের ভাল,
কারণ, শ্রদ্ধাই জ্ঞানকে
সার্থক-সঙ্গত ক'রে তুলতে পারে—
সুসংহিত অন্বয়ী তাৎপর্য্যে;

ঐ অমনতর পাণ্ডিত্য তোমার
ধর্ম্মদ হবে না,
সত্তাপোষণী হবে না,
কৃষ্টিচর্য্যাকে ব্যাহতই ক'রে তুলবে—
আদর্শে ধৃতিবিহীন ক'রে,
বৈশিষ্ট্যে সংঘাত এনে,
ব্যক্তিত্বকে বিচ্ছিন্ন ক'রে,
বিভ্রান্ত ক'রে;
শ্রদ্ধাই জ্ঞানের ভূমি। ২৬৪।

জ্ঞান যেমন গুণে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,—
যোগ্যতারও বিবর্ত্তন হয় তেমনি। ২৬৫।

যে-জ্ঞান বা জানা
বৈশিষ্ট্যপালী সত্তা-সম্বর্দ্ধনায়
সার্থক হ'য়ে ওঠেনি—
পরিপোষণ-সার্থকতায়—
সক্রিয় সামঞ্জস্যে
গুচ্ছে-গুচ্ছে দানা বেঁধে—
পারস্পরিক সহযোগিতায়,—
তা' কিন্তু অজ্ঞতারই
বিভ্রান্ত ও বিক্ষিপ্ত পরিবেষণ। ২৬৬।

উপাধি
বিদ্যা ও বিজ্ঞতার নিদর্শন নয়কো,
কিন্তু উপাধিই যা'কে সেবা ক'রে কৃতার্থ হয়,—
বিদ্যা ও বিজ্ঞতা সেখানে। ২৬৭।

যে-কোন বিদ্যার পরিচর্য্যায়
বিদ্যাবান হও না কেন—
তা' লেখাপড়াই হোক আর যা'-কিছুই হোক,
বহু উপাধিমণ্ডিতই থাক না কেন,—
তা' যদি সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থপরায়ণ
সত্তাপোষণী না হ'য়ে ওঠে,
তা' কিন্তু মানুষকে বিক্ষিপ্ত, অবিন্যাসী
ও অসমঞ্জসই ক'রে তোলে;
তাই, যোগ্যতাসম্পন্ন বিদ্যাবত্তা
খুবই ভাল—
তা' যদি ইষ্টার্থী
সার্থক সত্তাপোষণী হ'য়ে ওঠে,
মস্তিষ্ক বিভ্রান্ত-বিলোল হ'য়ে উঠবে না। ২৬৮।

পাণ্ডিত্য সেখানে—
যেখানে একনিষ্ঠ কর্ম্মানুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সার্থক সুসঙ্গত বোধিমর্ম্মকে উদ্ভাসিত ক'রে
পরিবেক্ষণায় বহুদর্শিতা-উচ্ছল বোধি
দানা বেঁধে উঠেছে—
স্বভাবে সম্যক্ অভিব্যক্তি নিয়ে,—
এমনতর বিদ্বৎমণ্ডলীকেই
প্রজ্ঞাবান পণ্ডিত বলা যেতে পারে;
তা' ছাড়া,
কর্ম্মানুচর্য্যা ও বহুদর্শিতাকে অবজ্ঞা ক'রে
শুধু অধ্যয়নের ভিতর-দিয়ে
বিচ্ছিন্ন ও বিকট গ্রন্থি সৃষ্টি ক'রে
উপাধি-জলুসমণ্ডিত যে-বিদ্যা,

তা'কে বাতিকী বিদ্যা ছাড়া
আর কিছুই বলা চলে না। ২৬৯।

উপাধিই বিদ্যাবত্তার সাক্ষী নয়কো,
বিদ্যাবত্তা নির্ভর করে
বাস্তব অনুবেদনার সার্থক-সঙ্গতিতে
পারস্পরিক তাৎপর্য্যে,
অভিজ্ঞতার ভিতর-দিয়ে,
অন্তরের সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে
তা' সার্থক সন্দীপনায়
প্রত্যয়ের সৃষ্টি করে,—
যা' সুদূরপ্রসারী বোধসঙ্গতির সহিত
সার্থক অভিব্যক্তি নিয়ে
সুসঙ্গত হ'য়ে
বিজ্ঞতায় সহজ হ'য়ে ওঠে,
সে-জ্ঞানবেদনা
সঙ্গে-সঙ্গে
চরিত্র ও আচরণকে উদ্বুদ্ধ ক'রে
তৎসঞ্চারিণী তৎপরতায়
স্বতঃ-বিভান্বিত হ'য়ে ওঠে,—
যা'র উপাধি
ঐ বিজ্ঞ প্রস্রবণ নিজেই। ২৭০।

তুমি হয়তো দিগ্বিজয়ী বিদ্বান হ'য়ে উঠলে,—
তাজ্জবধারার মত
কত বড়-বড় উপাধি পেলে—
যা' হ'তে

তোমার নামের ঢেউ খেলে যায়,
কিন্তু তুমি
কী ক'রে মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়—
তা' জান না,
ধূলি বা কাদা-পায়ে
পরণের কাপড় গুটিয়ে
কী ক'রে মানুষের সেবা করতে হয়—
তা' তুমি বোঝ না,
নিজেকে তুমি
বৈধী বিনায়নে
বিনায়িত করতে শেখনি,
সাত্বত অভিনিবেশ তোমার অন্তরে নেই;
তুমি শিক্ষিত বটে—
কিন্তু শিক্ষা দিতে হয় কী ক'রে মানুষকে—
তা' জান না,—
তা' আচার-ব্যবহারে
তৃপ্তিস্রোতা অনুচলনে,—
যা' দিয়ে মানুষ তোমাকে দেখে,
এক-কথায়, মনে করে—
এর চাইতে আপনার লোক
আর কেউ নেই,—
এ প্রতিটি ব্যষ্টি হিসাবে,
শুধু সমষ্টিগত নয়,
ব্যষ্টির প্রতিটি নিয়েই সমষ্টি কিন্তু;
এমনতর ব্যাপন,
দরদী অনুকম্পা,
বৈধী অনুশাসন,

চর্য্যানিবিড় উৎসর্জ্জনা,
উল্লোল-সম্বুদ্ধ অন্তর-ঐশ্বর্য্যের
উজ্জ্বল প্রদীপ্তি,—
যা'র ফলে মানুষ তোমাকে
'আমার-আমার' ব'লে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠত,—
তা' কি আছে?
নেইকো;

তাহ'লে এক-কথায়—
তুমি কিছুই শেখনিকো,
পাখীর মত কতকগুলি বুলি শিখেছ,
কুকুরের মত কতকগুলি আচরণ শিখেছ—
অমনতরই বোধবিবেক নিয়ে,
কিন্তু মানুষ হওনি;
এখনও মানুষকে তুমি যদি জানতে—
মানুষকে তুমি যদি বুঝতে—
হা-প্রত্যাশে
শাসন-বিধায়নার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে
উদ্‌গ্রীব আকাঙ্ক্ষায়
নিজের প্রাণকে রক্ষা করার জন্য
ঘুরে বেড়াতে না—
শেয়াল-কুকুরের মতন;
তুমি কি বোঝ না—
এর প্রত্যেকটির জন্য
তুমি অমনতর দায়ী এবং দোষী?
শাসন করতে জান না—
অথচ শাসনের দণ্ড ধরতে শিখেছ,

একটা অপ্রাকৃতিক উদ্ধত বিভব নিয়ে
যেমনতর করলে—
তুমি নিজেই তা' সহ্য করতে পার না;
শিথিল সন্দীপ্ত
বেদনাভরা
আকুল-অবশ অন্তর নিয়ে
যেখানে কৃতিসম্বেগ
শ্লথ হ'য়ে গিয়েছে,—
আশাভরসা
কোননদিকেই আর নেইকো,
সব সময় ভাবনা—
কি ক'রে বাঁচব?
তা' কোন্ পথে?
কেমন ক'রে?—
তুমি কি তা'দিগকে
বৈধী-নিয়মনে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
একটা স্বস্তির নিঃশ্বাসের প্রবাহ
আনতে সমর্থ হ'য়েছ?
তা'রা বিপথে যাবে—
না, তুমি?—
তা'দের ধ্বংসের ইন্ধন হ'য়েছ ঐ তোমরা,
ধ্বংস হ'চ্ছে তা'রা,
আত্মঘাতী হ'চ্ছে তা'রা;
পরঘাতীও হ'চ্ছে তা'রা;
দুর্দ্দশাগ্রস্ত তা'রা না তুমি—
তোমার অজান বিবেক নিয়ে
তা' কি বিবেচনা ক'রে জেনেছ?

তাই বলি—
শেখ—
হাতে-কলমে—
কী ক'রে
কা'কে
কেমনভাবে
সুস্থ ও স্বস্থ রাখতে হয়,
ঘৃণ্য পড়শীদের বাড়ীতেও শেখ—
পরিচর্য্যা ক'রে
সাধু-সন্দীপনা নিয়ে;
হাতে-কলমে
সমীচীনভাবে
কৃতি-তাৎপর্য্যে
অনুশীলন-তৎপরতায়
কিছু না ক'রে যে-জানা—
তা' জ্ঞানের ভূতুড়ে ছবি ছাড়া
আর-কিছু নয়,
মতবাদী জ্ঞানও তাই;
প্রাকৃতিক আত্মবিনায়ন নিয়ে
বৈধী সন্দীপনায়
বিধি ও স্বস্তির
সঙ্গতিশীল নিবিষ্ট দৃষ্টির
শিষ্ট অনুচর্য্যায়
তা'দিগকে উৎসাহমণ্ডিত ক'রে তোল,
সুকৃতিবান ক'রে তোল,
শিষ্ট-স্নিগ্ধ মধুসন্দীপী ক'রে তোল,
তবে তো তুমি!

নয়তো,
সব ব্যর্থ,
সব মিথ্যা,
সব বিনষ্টির পূজার অর্ঘ্য;
দিন ব'সে থাকে না—
তা' শুভই হো'ক
আর অশুভই হোক। ২৭১।

মত, বাদ
বা বিশেষজ্ঞ-কথিত জ্ঞান-পরিচিতিকেই
বিদ্যা বলে না,
ওকে বরং তথাকথিত শিক্ষা বলা যায়—
যা'তে বোধনিবদ্ধ সুসঙ্গতি
ও বৈশিষ্ট্যপালী সত্তার্থ-অন্বয়ী তাৎপর্য্য নেইকো,
ঐ জাতীয় বিশেষত্বের উপাধিকেও
বিকৃত-অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যাধি বলা যেতে পারে,
কারণ, তা' সৎসন্দীপী তো নয়ই—
বরং মান-বড়াইয়ের দ্বন্দ্বে ভারাক্রান্ত;
আর, বিদ্যায়
ঐ জাতীয় শিক্ষা নাও থাকতে পারে,
কিন্তু ভূয়োদর্শী, অর্থান্বিত,
বৈশিষ্ট্যপালী, সত্তাপোষণী সঙ্গতি-সমন্বয়
ও পরিণয়নী পূরণ আবেগ আছে তা'তে,
তাই, বিজ্ঞতাও সেখানে বসবাস করে;
আবার, সেই বিদ্যা ঐ বিজ্ঞতারই
সমন্বয়ী সার্থকতার ভিতর-দিয়ে
বিবর্ত্তিত হ'য়ে

প্রজ্ঞাস্পর্শী হ'য়ে থাকে,
তাই, তা' সুকেন্দ্রিক একনিষ্ঠতাকে আশ্রয় ক'রে
বাক্য-ব্যবহার, চলন-চরিত্রের ভিতর-দিয়ে
একটা সক্রিয় সঙ্গতির জলুস বিকিরণে
মানুষকে
বৈশিষ্ট্যপালী ব্যষ্টি-স্বাতন্ত্র্যে অন্বিত ক'রে
দীপ্ত ব্যক্তিত্বে উপনীত ক'রে থাকে;
ঐ শিক্ষা ও বিদ্যায় এতখানি ফারাক,
তাই, অমনতর শিক্ষিতের থেকে
কৃতবিদ্যকে গ্রহণ ক'রো,
কৃতবিদ্য যা'রা
তা'রাই জ্ঞানের কল্পতরু। ২৭২।

শুধু ভাবের ঘুঘু হ'তে যেও না,
ভাবকে সৎসন্দীপ্ত ক'রে
যে-কাজে লাগিয়ে
তোমার কৃতিকে উপ্ত ক'রে তুলবে—
করার ভিতর-দিয়ে,—
বিজ্ঞতাও তোমার তেমনি আসবে—
বোধ ও বিবেচনার দক্ষতা নিয়ে;
আর, তা' আবার
কোথায় কেমনতর ক'রে লাগে—
কী ক'রে কী করতে হয়—
তা'র একটা অর্থ নিয়ে আসবে;
এই অন্বিত অর্থগুলি
বোধ ও বিবেচনার ভিতর-দিয়ে
জ্ঞান নিয়ে আসে,

এই জ্ঞানের সার্থক সঙ্গতিশীল যা'-কিছুকে
শিষ্ট বিনায়নে সুশৃঙ্খলিত ক'রে
ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের খতিয়ানে
ব্যবহার করলে
ক্রমশঃ তুমি প্রাজ্ঞত্বে উপনীত হবে;
ভাবকে
শিষ্টসুন্দর কৃতিমুখর ক'রে নাও—
নিষ্ঠানন্দিত রাগ-উন্মাদনায়—
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের
শ্রমসুখপ্রিয়তার
সুশৃঙ্খল শৌর্য্যদীপনা নিয়ে;—
সন্ধিৎসাকে সজাগ রেখে
তীক্ষ্ণ চক্ষু দিয়ে
তীক্ষ্ণ বোধবিবেকে;
আর, এই সন্ধিৎসাই
তোমাকে দেখিয়ে দেয়
বুঝিয়ে দেয়—
করার কৌশল;
এই শিষ্টসম্বুদ্ধ অনুচলন
তোমাকে
স্মিত জ্ঞানপ্রভ ক'রে তুলবে;
সার্থক হবে তুমি,
সার্থক হ'য়ে উঠবে তোমার পরিবেশ—
প্রবুদ্ধ প্রযোজনা নিয়ে;
ধৃতিপালী দেবতা—
বিহিত পরিচর্য্যার
সম্বর্দ্ধিত উর্জ্জনায়

তোমাকে সুষ্ঠুত্বে প্রতিষ্ঠিত ক'রবেন—
আশীর্ব্বাদের
স্বস্তি-অর্ঘ্য নিয়ে। ২৭৩।

বিচ্ছিন্ন অকিঞ্চিৎকর অসম্বদ্ধ জ্ঞান
কদর্য্যত্বের সহজ সাথিয়া হয়,—
কারণ, তা'র দূরদৃষ্টি
বিকৃত ধারণায় বিবদ্ধ। ২৭৪।

জ্ঞানই বল,
আর, বোধই বল—
তা'র মানেই হ'চ্ছে
অবস্থানুপাতিক সাত্বত চলন—
যা' সার্থক, সঙ্গতিশীল, সুব্যবস্থ। ২৭৫।

অনুশীলনকে ভিত্তি ক'রে
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
যে-বিজ্ঞতার আবির্ভাব হয়নি,
তা' কিন্তু মূর্খতাই বাস্তবে,
বিজ্ঞতার আলেয়া-মাত্র। ২৭৬।

যে জ্ঞান-চর্চ্চার ভিতর-দিয়ে
প্রীতি উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে,—
সেই জ্ঞানের ভূমি হ'চ্ছে ভক্তি,
আর, প্রীতি পোষণ পায় না
যে-জ্ঞানচর্চ্চায়,—
সে-জ্ঞান শুষ্কজ্ঞান বা ছন্নতা। ২৭৭।

অন্তরাসী কেন্দ্রায়িত আগ্রহকে
সন্ধিৎসার আসনে বসাও—
তৎপ্রসূত বোধিকে বৈশিষ্ট্যদর্শী ক'রে
সার্থক সান্বিত ক'রে তুলে,
আর, এই-ই হ'চ্ছে তোমার প্রজ্ঞাভিযান। ২৭৮।

অন্তরাস
মানুষকে বুঝপ্রবৃত্ত ক'রে তোলে,
সেই বুঝ মানুষকে
তদনুগ কর্ম্মপন্থায় নিয়োগ করে,
ঐ কর্ম্মানুচর্য্যী বহুদর্শিতা থেকে আসে জ্ঞান,
আর, জ্ঞানের সমন্বয়ী সুসঙ্গত তাৎপর্য্য
থেকেই আসে প্রজ্ঞা,
এমন ক'রেই মানুষ প্রাজ্ঞ হ'য়ে ওঠে। ২৭৯।

অনুগতি ও অনুরতি
নিষ্ঠানিটোল নন্দনা নিয়ে
আবেগোচ্ছল হ'য়ে চলতে থাকে—
স্বতঃস্রোতা অভিসার-অনুসন্ধিৎসার সহিত,
খুঁজেপেতে সংগ্রহগুলিকে
সঙ্গতিসম্পন্ন ক'রে,
অর্থান্বিত, বিভাবিত বোধনভাতি নিয়ে,
বিহিত বিনায়নী সার্থক সমাহারে
কৃতিবিভূতি-বিভাসিত প্রজ্ঞা তো
সেখানেই মূর্ত্তিমান। ২৮০।

শ্রদ্ধোষিত অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
তদনুগ অনুনয়নী তাৎপর্য্যে
যে যেমনতরভাবে
আত্মনিয়মন ক'রে থাকে,—
জ্ঞানলাভ করে সে তেমনি। ২৮১।

কা'রও সঙ্গলাভ করা মানেই হ'চ্ছে—
তা'র ব্যক্তিত্ব, বোধ, গুণ ও চরিত্রের সঙ্গে
সঙ্গতিলাভ করা;
কোন ব্যক্তিত্বে
যে যতখানি শ্রদ্ধান্বিত,
নিষ্ঠানন্দনার সহিত
সে যতখানি তঁৎ-পরিচর্য্যাশীল,
তাঁ'র অভিপ্রায়-অনুসারী অনুচলনে
সে যেমন অনুপ্রাণিত,
তা'র বৈশিষ্ট্যানুগ তাৎপর্য্যে
তঁৎপ্রীতিকর অনুশীলনী অভ্যাসে
সে তেমনই অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে স্বতঃই;
সে টেরই পায় না যে,
ঐ অভ্যাসে অভ্যস্ত হ'তে
কোনপ্রকার কষ্ট বা সাধনা করা লাগে,
কিন্তু শ্রেয়ানুগ এই স্বতঃ-অভ্যস্ততার ফলে
তা'র জ্ঞান সহজেই বিকশিত হ'য়ে ওঠে,
তাই, 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'। ২৮২।

বোধ যখন
বাস্তব বিনায়নে সম্বুদ্ধ না হ'য়ে ওঠে—
বুদ্ধির উচ্ছল দ্যোতনার উদ্ভব
কি হ'য়ে থাকে?
মানসযুক্তি ও বাহ্যিক চক্ষুর সঙ্গতি যেমন হয়—
বোধও তেমনি আসে,
আর, সে-হওয়াটাই হ'চ্ছে—
জ্ঞান,
আর, তা'কে বিনায়িত ক'রে
ব্যবহারের দীপালী তাৎপর্য্যে
কৃতিশীল উদাত্ত ঊর্জ্জনায় নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তা'র সার্থকতাকে
উচ্ছল ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
বিজ্ঞান। ২৮৩।

শ্রেয়নিষ্ঠ নিরন্তরতা-সমন্বিত
তঁন্নিদেশবাহী
ত্বরিত-তৎপর কৃতি-নিষ্পাদনী আবেগ
যা' সুসঙ্গত সার্থকতার সহিত
সামগ্রিক সৌষ্ঠব নিয়ে
শ্রেয়ে অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে—
অনুশীলনী অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে,
বোধ-উদ্দীপনায়,—
তা'ই নিয়েই হয়
যোগ্যতার যুত ব্যক্তিত্ব,
আর, প্রকৃত শিক্ষাও হ'চ্ছে তাই-ই—
ঐ জ্ঞানের সার্থক-সঙ্গতি নিয়ে। ২৮৪।

শিক্ষা তখনই সিদ্ধ ও সার্থক হ'য়ে ওঠে—
যখনই তুমি তা'কে
কী ক'রে
ইচ্ছামত শিষ্ট ব্যবহারে ও সুষ্ঠু বিনায়নে
ন্যায্য নিবিষ্ট তাৎপর্য্যে
সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তুলতে পার
বিহিতভাবে,—
যা'তে তা'
বিশুদ্ধ উচ্ছলগতিসম্পন্ন হ'য়ে চলে
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন;
বোধ যত পাকা—
বিবেচনা ও দূরদৃষ্টিও
তেমনি উচ্ছলই হ'য়ে থাকে। ২৮৫।

যাঁর শাসনে
অশিষ্ট যা'-কিছু নিরাকৃত হ'য়ে
শিষ্ট ও সুষ্ঠু যা'
তা' স্ফীত হ'য়ে ওঠে—
কৃতি-সন্দীপনায়,
উচ্ছল আবেশে,—
শিক্ষকের
অন্তর-দীপালী আসন তো সেখানে,
শিক্ষা চিরদিনই
অর্ঘ্যান্বিত হ'য়ে ওঠে তাঁ'তে। ২৮৬।

যা'র অতিশায়িনী অনুবেদনা
বাস্তব সংহতি নিয়ে

মানুষকে
শ্রেয়পথে উচ্ছল ক'রে তোলে—
কৃতিবিভূতি-সহ,
শিক্ষা তো সেখানেই মূর্ত্তিমান। ২৮৭।

যাঁ'রা নানারকমে ঠ'কে-জিতে,
পোড় খেয়ে
সদনুচলনে সংশোধিত হ'য়ে
বোধিতাৎপর্য্য-সম্বেগে
কুশলকৌশলী নিয়ন্ত্রণে
অন্তরায়কে অতিক্রম ক'রে
কৃতবিদ্য হয়েছেন বা হ'য়ে চলেছেন—
সত্তাপোষণী সুসঙ্গত তৎপরতায়,—
তাঁ'রাই বিজ্ঞ;
সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থপরায়ণ অনুবেদনায়
এমনতর বিজ্ঞের সহযোগী হ'য়ে
সদনুবর্ত্তনে
বোধায়নী কর্ম্মদীপনায়
যদি দক্ষ না হ'য়ে উঠতে পার,—
তুমি কৃতবিদ্য হ'য়ে উঠতে পারবে না,
ছন্নছাড়া হ'য়েই চলতে হবে—
বেঘোর বিচ্ছিন্ন আবর্ত্তনে ঘুরতে-ঘুরতে;
তাই, যদি বুঝতে চাও,—
ঐ বিজ্ঞ ব্যক্তিত্বের সহযোগী হ'য়ে
সহকর্ম্মী হ'য়ে
তঁদনুপ্রাণনা নিয়ে
কর, বোঝ, জান,

তা'র সাথে দুঃখ, কষ্ট, শাসন
সবই আনন্দে স'য়ে
তৃপ্তি নিয়ে দীপ্তকর্ম্মা হও,
বোধিসঙ্গতি নিয়ে বিজ্ঞ হ'য়ে ওঠ,
নয়তো
দুরূহই হ'য়ে উঠবে তোমার জীবন তোমার পক্ষে,
নিজেই উদ্ভট আতজালা হ'তে
প্রয়াসশীল হ'য়ো না। ২৮৮।

জন্মগত সংস্কারে
যাঁ'দের বোধানুধ্যায়িতা আছে—
যে-দিক্-দিয়ে
যে-বিষয়েই হোক না কেন তা'—
স্বতঃসন্দীপনী অনুভাবনী তৎপরতায়,
তাঁ'দিগকেই তো
Genius অর্থাৎ
প্রতিভাবান ব'লে থাকে;
স্বতঃসন্দীপনী আগ্রহ-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
যেগুলি মানুষের গজিয়ে থাকে—
পারিবেশিক সংঘাতকে বিনায়িত ক'রে
সার্থক সংহত ক'রে,—
তা'ই তো স্বতঃ-প্রতিভা;
আর, যাঁ'রা
অনুধাবনী অভ্যাসের ভিতর-দিয়ে
বিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন
তাঁ'দিগকেই বিজ্ঞ
অর্থাৎ man of wisdom ব'লে থাকে;

অধ্যবসায়-অনুদীপ্ত হ'য়ে
আগ্রহ-উদ্দীপনায়
প্রতিটি ব্যাপারের বিন্যাস-বিনায়নে
যে সঙ্গতিশীল বিজ্ঞতা লাভ করা যায়—
যে-বিষয়েই হোক না কেন,—
বিহিত তৎপরতা নিয়ে,
বিজ্ঞতার বিভাসিত সৌধ
সেখানেই
বিন্যাস-বিভূতিতে বিভবান্বিত হ'য়ে
বিভবদীপ্ত হ'য়ে থাকে,
আর, সেই বিভূতিকেই আমি বলি—
বিজ্ঞতা। ২৮৯।

যে-যোগ্যতাই তুমি অর্জ্জন কর না কেন,—
জ্ঞানে,
বিদ্যায়,
বুদ্ধিতে
যতই পারদর্শী হও না কেন,—
তা' যদি সুকেন্দ্রিক সার্থকতায়
সঙ্গতিলাভ না ক'রে থাকে—
অনুচর্য্যী অনুক্রিয় অনুশীলনায়,—
তা' ছিন্ন ছন্নতায়
সমাধি রচনা করবে তোমার;
ঐ যোগ্যতাই বল,
জ্ঞানই বল
বা কর্ম্মকুশলতাই বল,
তা' পরিবেশে

যত যা'দিগেতে সংক্রামিত হ'য়ে উঠবে,
তা'দের অবস্থাও
ঐ অমনতর হ'য়ে উঠবে;
তাই, জান,
বিদ্যাকে আহরণ কর,
অন্বিত সঙ্গতিতে
সুকেন্দ্রিক, অনুক্রিয়, অনুচর্য্যী
অনুনয়নী তৎপরতায়
তা'কে সার্থক ক'রে তোল ঐ কেন্দ্রার্থে,
ব্যক্তিত্বকেও
অমনতর ক'রে বিনায়িত ক'রে তোল;
তবেই তোমার অন্তর্নিহিত ধৃতি
ঐগুলির সার্থক সম্বর্দ্ধনাতেই সংহত হ'য়ে
প্রভান্বিত হ'য়ে উঠবে,
আবার, সেই প্রভায় প্রভাবান্বিত হ'য়ে উঠবে
তোমার পরিবেশ;
যা'ই দেখ,
যা'ই শোন,
যা'ই পড়,
যেমনভাবেই চল,
ঐ কেন্দ্রার্থকেই জপ কর,
আর, ঐ অর্থভাবনা নিয়ে
সংহিতি-শালিন্যে
সেগুলিকে
কেন্দ্রার্থ-অনুক্রিয়ায় সার্থক ক'রে তোল;
এমনতর জানাকেই বিদ্যা ব'লে থাকে,
আর, সেই বিদ্যাই

পরমার্থের পরম বাহিনী;
তা' না ক'রে
যে-বিদ্যা, যে-যোগ্যতা আহরণ করবে,—
তা'র দান তোমাকে দীর্ণ ক'রে তুলবে,
তা'র অনুধায়িতা বিচ্ছিন্ন অনুক্রিয় হ'য়ে
তোমাকে ছন্ন ক'রে তুলবে,
তা' তোমাকে বাড়িয়ে তো তুলবেই না—
বরং দৈন্য-দীর্ণতারই ইন্ধন হ'য়ে উঠবে,
অমনতর বিদ্যার চাইতে
মূর্খতাও ঢের ভাল—
তা' যদি শ্রেয়শ্রদ্ধ তৎপরতা নিয়ে চলে;
তাই, বিদ্যার কেন্দ্রই হ'চ্ছে—
সুকেন্দ্রিক শ্রদ্ধাবিনায়িত অনুচলন;
বিদ্যা সার্থক হ'য়ে ওঠে প্রজ্ঞায়,
প্রজ্ঞা অর্থান্বিত হ'য়ে
পরম সার্থকতায়
প্রবৃত্ত হ'য়ে ওঠে ঈশ্বরে। ২৯০।

জানার সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—
বেদ,
বোধের পাল্লায় যা' নাই
কিংবা দাঁড়ায় না—
যে-কোন রকমেই হোক,
সে-বোধ কিন্তু বেদের অগ্রদূত নয়,—
বরং সন্ধান-সাপেক্ষ। ২৯১।

বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষায় বোধ কর—
সমীচীন তাৎপর্য্যে,

বোধ ক'রে তা'র বেত্তা হও,
এই বিহিত বেত্তৃত্বটাই
বেত্তা বা তত্ত্ববিদ্
বা বেদজ্ঞানী হওয়ার বিহিত পন্থা। ২৯২।

আমার মনে হয়—
বেদান্ত মানেই ইষ্ট—
মূর্ত্ত বেদ যিনি,
আর, বেদান্ত-দর্শন মানেই
তাঁতে শিষ্ট নিষ্ঠা নিয়ে
সেবাসন্দীপনায় জাগ্রত থেকে
তাঁ'কে দেখা—
জানা;
যেমন, ব্রহ্মের ইতি করা যায় না,
তেমনি বোধেরও ইতি নেইকো;
জ্ঞান—
অনন্ত-উৎসারিণী,
তাই, বেদের অন্তই হ'চ্ছেন তিনি—
যিনি মূর্ত্ত বেদ—
পুরুষোত্তম। ২৯৩।

তুমি ভক্তই হও
আর, শ্রদ্ধাসন্দীপিত জ্ঞানীই হও,—
বোধবিবেকী
বিনায়িত বিশেষত্বে উপনীত হ'য়ে
কারণে যতক্ষণ উপস্থিত হ'তে না পারছ—

তুমি বেদজ্ঞ হ'বে কী ক'রে?

বোধবিনায়নী তাৎপর্য্যে

বিবেক-বীক্ষণায়

ধী-সন্দীপনী তৎপরতায়

তুমি যতই উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে—

বেদোজ্জ্বলা বোধও

তেমনি সঙ্গতি নিয়ে

সুষ্ঠু সন্দীপনায়

তোমার অস্তিত্বে

অধিরূঢ় হ'য়ে চলতে থাকবে;

শুধু বই প'ড়ে যদি বেদজ্ঞ হ'তে চাও,

ওগুলি কিছু না কর—

বোধায়িত ধী

সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য্য নিয়ে

তোমাতে অধিস্থিতি লাভ ক'রতে পারবে না;

ভাঁওতাবাজি তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে কি

কখনও বেদজ্ঞ হওয়া যায়?

ঠকবে কেন—

কতকগুলি অজানা বুলি আওড়িয়ে?

নিষ্ঠায় নিবিষ্ট হ'য়ে

ইষ্টার্থ-অনুনয়নে

নিজেকে ব্যাপ্ত ক'রে তোল—

বিহিত বিনায়নে—

দেখে-শুনে-বুঝে,

তাৎপর্য্যশীল সঙ্গতিতে

সেগুলিকে বিনিয়ে নিয়ে

তোমার ব্যাপৃতিকে বিন্যস্ত ক'রে নাও;

সুধী, ধীমান্, ধীর হ'য়ে ওঠ,
তোমার ব্যক্তিত্বের প্রাজ্ঞবিশেষণে
বিস্ফারিত চক্ষু নিয়ে
ভরদুনিয়াকে দেখে-শুনে-বুঝে
যেমন যেমন বিহিত
তা' ক'রে চল—
চলন্ত জীবনে ধী-দীক্ষু হ'য়ে;
সার্থক হও,
সার্থক ক'রে তোল,
বেদ
অধিস্থিতি লাভ করুক তোমাতে;
আর, ঐ তো বেদবেত্তৃত্ব,
ঐ তো বোধবেত্তৃত্ব। ২৯৪।

জীয়ন্ত বেদপুরুষের প্রতি যা'র
অস্খলিত অকাট্য নিষ্ঠা না থাকে,—
তা'র বেদজ্ঞ হওয়া মানে—
পুস্তক প'ড়ে জানা;
বেদ জানতে হ'লেই
সব বিষয়ের সার্থক-সঙ্গতি নিয়ে
বেদার্থকে সুসংহত ক'রে
জীয়ন্ত বেদে প্রতিফলিত ক'রে
সেটাকে
পরিপুষ্ট ও পরিতুষ্ট ক'রে তুলতে হয়;
দু'-চারখানা বেদ-সংহিতা প'ড়েই
যে তুমি বেদজ্ঞ হ'য়ে গেলে
তা' কিন্তু কিছুতেই নয়,

নিজেকে ভাঁড়িয়ে চললে

বেদজ্ঞ হওয়া যায় না;

বেদ যদি

বিধিকে বিনায়িত ক'রে

সত্তায় বিধায়িত হ'য়ে না ওঠে—

প্রাজ্ঞ চেতনায়—

সে-বেদ তোমার

বেদজ্ঞের বিদ্রূপমাত্র;

বেদের প্রতিষ্ঠা করা মানেই হ'চ্ছে—

বেদপ্রচার মানেই হ'চ্ছে—

ঐ জীয়ন্ত বেদের প্রতিষ্ঠা,

জীয়ন্ত বেদের সঞ্চারণা—

প্রতি অন্তরে,

তা'র সাথেই তোমার

সঙ্গে-সঙ্গেই হ'য়ে ওঠে—

তা'দের জানা,

তা'দের শোনা,

তা'দের দেখা,

জেনে—

সক্রিয় তাৎপর্য্যে

তা'দের বিনায়িত ক'রে

সম্বর্দ্ধনায় শিষ্ট ক'রে তোলা,

তাই, বেদ

স্বতঃই বিশিষ্ট;

বেদজ্ঞের ভঙ্গী নিয়ে

নিজেকে ব্যর্থ ক'রে তোলা যায়,—

কিন্তু বেদজ্ঞ হওয়া যায় না,

আর, বেদজ্ঞ হ'তে হ'লেই
সেই বেদ
সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণী তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
সুসংহত তৎপরতায়
বিনায়নী বিভূতিতে
জ্ঞানবিভবে
যতই তোমার ভিতর উৎসারিত হ'য়ে উঠবে—
তুমি ততই বেদজ্ঞের পথে;
মনে রেখো—
জানার বা জ্ঞানের
কোন নির্দ্ধারিত সীমানা নেইকো,
আর, তা' সার্থক হ'য়ে উঠবে সেখানে—
যদি জীয়ন্ত বেদকে পাও,
আর, সেই জীয়ন্ত বেদ—
অর্থাৎ বেদবিধাতা যিনি—
সব যা'-কিছুর সংহতি নিয়ে
প্রীতিসন্দীপনী সেবা-তৎপরতায়
যখন তাঁ'তে
অঢেল চলনে চলতে থাকবে—
হিংসা-নিন্দা-মান-অপমান,
ভর্ৎসনা-তাড়ন-পীড়ন ইত্যাদিতে বিশাসিত হ'য়ে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
সুসম্বর্দ্ধনায়
সন্দীপ্ত সত্ত্বশীল হ'য়ে উঠবে,—
বেদের আবির্ভাবও
তোমার ভিতর ততই
ক্রমপদক্ষেপে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে—

ব্যাপ্তির বিশাল তর্পণায়,
নইলে, ফাঁকিবাজির উপহার—
ফাঁকিবাজিই। ২৯৫।

বেদপাঠ মানেই বেদ-অধ্যয়ন,
আর, অধ্যয়ন মানে
ধারণপথে চলা—
তা'র সমস্ত তুকগুলিকে বুঝে-সুঝে
কাজে প্রয়োগ ক'রে
কোথায় কতখানি তা'
কেমনতর সার্থকতা লাভ করে
তা' বুঝে আয়ত্তে আনা,
এই আয়ত্তীকরণ অভ্যাসটি বাদ দিয়ে
যতই বেদপাঠ কর না কেন—
তা'তে ফয়দা হবে কি?
আমি তো বলি—
বেদ তোমাদের গৌরবান্বিত হোক,
বেদের প্রতিটি শব্দ ও শব্দ-গাথার তাৎপর্য্য
অনুধাবন ক'রে
বাস্তবতায় তা'র সার্থকতা বের ক'রে
কোথায় কেমন ক'রে
তা' অর্থান্বিত হ'য়ে উঠেছে—
হাতে-কলমে সেগুলি বুঝে-সুঝে
দেখে
আয়ত্ত করা,
আর, তা'র যেখানে যেমনতর প্রয়োগ হয়
তা' ক'রে

বাস্তবতায় তা'র ক্রিয়াপ্রক্রিয়াগুলি
অবলোকন করা,
আর, ঐগুলি
কেমনভাবে কাজে লাগানো যায়—
বাস্তবতার ভিতর-দিয়ে
ব্যক্তি ও জাতির শুভসৌকর্য্যে,—
তা' বের করা,
অন্তর্নিহিত মানসদীপনে
বেদের প্রতিটি শব্দ
ও শব্দগাথার মর্ম্মগুলিকে
অনুভব ক'রে,
সুসঙ্গত অনুধাবনী তাৎপর্য্যে
তা'র, ক্রিয়াপ্রক্রিয়াগুলিকে নির্ণয় ক'রে
বাস্তবে সেগুলিকে খাটানো,—
এই হচ্ছে বেদ-অভ্যাস;
আবার, সার্থক সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
সমীচীন বিধায়নায়
ঐগুলি ব্যবহার ক'রে
বাস্তব সৌকর্য্যকে খুঁজে-পেতে বের ক'রে
বিহিতভাবে কাজে লাগানোই হ'চ্ছে—
বেদপাঠের প্রকৃত তাৎপর্য্য;
এ-সব বাদ দিয়ে
না বুঝে-সুঝে
বেদপাঠ, বেদসূত্র বা শ্লোকগুলিকে
মুখস্থ ক'রে রাখা মানে—
তা'কে মস্তিষ্কে
শুধুমাত্র সংরক্ষিত ক'রে রাখা—

তা'তে কিন্তু তা'র তাৎপর্য্য উদ্ঘাটিত হয় না,
আর, ঐ তাৎপর্য্য যদি উদ্ঘাটিত না হয়—
বাস্তব বুঝ, বোধ ও ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
তা' জীবনে সক্রিয় হ'য়ে ওঠে না,
সন্দীপ্তও হ'য়ে ওঠে না,
আর, তাতে হয়ও না কিছু;
বেদের অক্ষরবিনায়িত শব্দগুলির
তাৎপর্য্য নির্ণয় ক'রে
ব্যবহারে তৎপর হ'য়ে
বিহিত বাস্তব বিনিয়োগে
কোথায় কী কেমনতর হয়—
সেগুলি জেনেশুনে
তা'কে আয়ত্ত ক'রে
ধী-চক্ষুর ভিতর-দিয়ে
বোধ-বিনায়নে
তা'র নিয়োগ ও নিয়মন ক'রে
বাস্তবতার ভিতরে
তা'র কী সৌকর্য্য আছে তা' নির্ণয় ক'রে
তা'কে জানবে তো!
ব্যবহার ক'রতে শিখবে তো!
অন্তর্জ্জগৎ কি বহির্জ্জগৎ-এ
যে-পরিবর্ত্তন নিয়ে আসে
সেটা নির্ণয় করবে তো!
বেদপাঠ তবে তো সার্থক হবে!
অর্থবোধ ক'রে
বিহিত বাস্তব বিনিয়োগ ছাড়া কি
বেদপাঠ হয়—

তা' অন্তরেই হোক, আর, বাহিরেই হোক?
অক্ষরবিন্যাস
শব্দবিন্যাস
পদবিন্যাস
অর্থবিন্যাস
ও ব্যবহার-বিন্যাসের ভিতর-দিয়ে
যে-অর্থে উপনীত হওয়া যায়
আর, তা' কত রকমের—
সে-অর্থের উপযুক্ত তাৎপর্য্যকে
বাস্তবে ব্যবহার ক'রে
যে সার্থক বোধনায়
প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়—
তাই-ই অর্থ-তাৎপর্য্য;
কত ওলট-পালট হ'য়েছে,
কত রকমারির সৃষ্টি হ'য়েছে,
বেদপাঠের সংস্কার
এখনও এক-আধটু যা' আছে
তা'ই ধরে তুমি
উপযুক্তভাবে
যেখানে যেমন ক'রে ব্যবহার করতে হয়
তাই কর,
দোদুল্যমান উত্তাল-তরঙ্গযুক্ত
উল্লোল বেদবিধানকে
বিধায়িত ক'রে চল,
বিনিয়োগ ক'রে চল—
বাস্তব ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে,

আন্তরিক ঐশ্বর্য্যের ভিতর-দিয়ে,
সুষ্ঠু অন্বিত অর্থনায়
বিহিত তাৎপর্য্যশীল প্রয়োগে;
আমি বলি—
বেদকে গ্রহণ কর—
সাত্বত অনুবেদনায়,
মর্ম্মকে অনুধাবন ক'রে
আয়ত্তে নিয়ে এস,
আর, আয়ত্তে নিয়ে এসে
ব্যবহার কর,
বিনিয়োগ কর,
সে-বেদ
সে-বেদগাথা
সার্থকতা এনে দেবে—
কি অন্তরে,
কি বাহিরে;
বেদ মানে বোধ বা জানা,
আর, যিনি বেদকে বোধ ক'রে
ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে জেনেছেন—
বাস্তবে,
তিনি বেদবোধবিৎ,
আমি যা' বুঝি তা' এই;
এ ছাড়া, তুমি হাজারবার বেদপাঠ কর—
বাস্তব অর্থনায় অন্ধ থেকে,
ব্যবহারের সৌকর্য্য না জেনে,
তবে কি তা' সার্থকতা লাভ ক'রবে?

শুনেছি—
সোমনাথের মন্দির
যখন আক্রান্ত হয়,
তখন ব্রাহ্মণরা বেদপাঠ করছিলেন,
কিন্তু তা'তে কি
ঐ আক্রমণ আটকে ছিল?
বেদ তখন ব্রাহ্মণদের কাছে
কৃতিতপ হয়ে ওঠেনি,
কোন সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য
বহন ক'রে আনে নি,
তাঁরা জানতেন না
কোথায়, কেমন ক'রে, কিভাবে
তার প্রয়োগ করতে হয়—
বাস্তবে,
তাই, আক্রমণ আটকালো না;
তাই, ধর,
কর,
তাৎপর্য্য অনুধাবন ক'রে
বাস্তবে বিনিয়োগ কর,
আর, ওর সার্থকতা মেপে নাও—
কত রকমে
কত প্রকারে
তা' আসতে পারে;
এ ছাড়া, তুমি শুধুমাত্র বেদপাঠ করলে
যে-তিমিরে সে-তিমিরেই থাকবে;
বেদ কথার মানেই জ্ঞান,
ঐ জ্ঞান যতক্ষণ পর্য্যন্ত

বাস্তবে ব্যবহৃত হ'য়ে
সুষ্ঠু সৌকর্য্য-বিনায়নে
উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে না উঠছে,—
ততক্ষণ তা' অন্ধবধির তোমার কাছে। ২৯৬।

বেদ পড়লেই বেদজ্ঞ হওয়া যায় না,
বস্তুবোধ
যত সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
অনুশীলন-তাৎপর্য্যে
তোমাতে উপস্থিত হবে—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে,—
তুমি বেদজ্ঞও হবে তেমনতর;
ঐ কৃতি-অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
সেবা-অনুরাগ-তৎপরতায়
বিহিত সমীচীন সূক্ষ্মদৃষ্টি নিয়ে
সবগুলিকে বিনায়িত ক'রে
সব বিষয়ের বিহিত বোধকে আয়ত্ত ক'রে
যে বোধ বা জ্ঞান হয়—
তাই বেদজ্ঞান;
একটা মানুষ—
সে মূর্খই হোক
আর পণ্ডিতই হোক—
তা'র যদি অমনতর দৃষ্টি,
অমনতর সন্ধান
ও অনুশীলন-প্রবৃত্তি থাকে
এবং হাতে-কলমে সেগুলি করে,—
সে বেদজ্ঞ হ'য়ে ওঠে;

আর, বেদজ্ঞ যাঁ'রা এমনতর,—
তাঁ'রাই হ'চ্ছেন প্রকৃত বেদবিগ্রহ,
তাঁ'দের প্রতি
নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ,
নিদেশপালনী তৎপরতা
ও শ্রমসুখপ্রিয়তা নিয়ে
যে যেমনতরভাবে উজিয়ে চলবে,—
সে তেমনতরই উচ্ছল হ'য়ে চলবে,
সেই উচ্ছলতা
আচারে-ব্যবহারে-জ্ঞানে
সন্দিক্ষু তাৎপর্য্যে ফুটন্ত হ'য়ে
পরিবেশকেও স্ফোটনশীল ক'রে তুলবে;
বেদকে যদি জানতে চাও—
আগে বেদবিগ্রহকে পূজা কর,
আর, তাঁ'কেই সঞ্চারিত কর—
প্রতি অন্তরে-অন্তরে;
বেদ কথার ভাঁওতা দিয়ে কিন্তু
বেদজ্ঞ হওয়া যায় না,
ধর,
কর,
হও,
আর, ঐ হওয়াটা
এমন ধীমান হ'য়ে উঠুক—
সহজ সন্দীপী তাৎপর্য্যে,—
যা' সবাইকে
জ্ঞান-উল্লোল ক'রে তোলে—
নন্দনার বিভূতি-বিভব বিলিয়ে;

উৎসর্জ্জনার আদিত্য-মানব তিনি,
বেদ যদি জানতেই হয়
পড়তেই হয়
বোধ করতেই হয়—
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগের সহিত
তাঁ'রই সঙ্গ ও সেবা ক'রে চল,
আর, যা' জানতে
যেখানে যেমন সাহায্যের দরকার হয়
তা' নিয়ে
তা'কে সুষ্ঠু ক'রে তোল,
অর্থাৎ, তা'কে
তোমার বোধে সুষ্ঠু ক'রে তোল,
তৃপ্তি
ব্যাপন-তাৎপর্য্যে
বিষ্ণুবিভব নিয়ে
তোমাতে আবির্ভূত হোক। ২৯৭।

প্রত্যেকটি মানুষ—
তা' সে লেখাপড়া জানুক বা নাই জানুক,
নিদেন এতটুকু তা'র জানা উচিত—
আদর্শ, ইষ্ট বা আচার্য্য কী,
ধর্ম্ম কী, কৃষ্টি কী,
ব্যক্তি ও বর্ণগত বৈশিষ্ট্য কী,
তা'র আচরণই বা কী,
কী ক'রেই বা তা'র অনুসরণ করতে হয়,
ন্যায়ই বা কী, অন্যায়ই বা কী,
সৎই বা কী, অসৎই বা কী,
কা'কেই বা নিরোধ করতে হয়,

কা'কেই বা পোষণ-পরিভৃত ক'রে তুলতে হয়,
কেমন ক'রে সে নিজে বাঁচতে পারে,
বাঁচার অনুপোষণা কী ক'রে জোগাতে হয়,
বাঁচাটা আপূরিত হয় কিসে, কেমন ক'রে,
কেমন ক'রে সে সম্বর্দ্ধিত হ'তে পারে
আর, এই বাঁচাবাড়ার সাথে
তা'র পরিস্থিতির কী সম্বন্ধ,
এই বাঁচাবাড়ার লওয়াজিমা
কিভাবে পরিস্থিতি থেকে সংগ্রহ করতে হয়,
আর, এই সংগ্রহ করতে হ'লে
পরিস্থিতির প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে
কেমন ক'রে, কী উপায়ে
কী অনুচর্য্যা দিলে
তা' করা যেতে পারে,
আত্মবিনায়নী আভিজাত্য-অনুচর্য্যা
অনুসন্ধিৎসু সেবা ও জ্ঞানার্জ্জন
সম্বর্দ্ধনী লোকব্যবহার
কেমন ক'রে করতে হয়,
স্থান, কাল, পাত্র ও পরিস্থিতি-অনুযায়ী
কোথায় কেমনভাবে চলতে হয়,
স্বাস্থ্য ও সদাচারের নীতি কী,
কোন্ খাদ্য
কখন কী পরিমাণে গ্রহণ করতে হয়,
আধিব্যাধি, দুঃখ-দুর্দ্দশা কী ক'রেই বা আসে,
আর, তা'র নিরাকরণ করতে হ'লে
কী করতে হয় কেমন ক'রে,
আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব বলতে কা'দের বোঝায়

আত্মীয় বা বন্ধু বলে কেন তা'দের,
যে আত্মীয় বা বন্ধু
তা'র করণীয়ই বা কী,
কী হ'লে কা'কে আত্মীয় বা বন্ধু ব'লে
গ্রহণ করতে পারা যায়,
আর, আত্মীয় বা বন্ধুর প্রতি
তা'রই বা কী করণীয় আছে
কোথায় কা'কে, কী বিষয়ে
কেমনতরভাবে পরিচর্য্যা করবে,
সন্দেহ করবেই বা কা'কে,
সাবধানই বা হবে কা'র কাছ থেকে
কোথায় কেমন ক'রে—ইত্যাদি,
মোক্‌থাভাবে এতটুকু যদি
না শিখিয়ে তোল তা'কে—
রাষ্ট্রীক শিক্ষাপদ্ধতি
ও গার্হস্থ্যশিক্ষার ভিতর-দিয়ে,
তদনুশীলনী যোগ্যতায় উদ্ভিন্ন ক'রে,—
তা'র সহজ বোধি
এমনতরই মরচে ধ'রে থাকবে,
যা'র ফলে,
সে দিন-দিন বেকুবের মত
অপলাপেই আত্মবিলয় ক'রে চলতে থাকবে,
শুধু সে-ই নয়,
তা'র সংস্রবে যা'রা থাকে—
তা'রাও তদনুযায়ী প্রভাবিত হ'তে থাকবে;
এই মোক্‌থা শিক্ষণীয় ব্যাপারগুলিতে
মানুষকে পারিবারিক জীবন থেকেই

অভ্যস্ত ক'রে তোলা উচিত,
আর, এ যেখানে অবজ্ঞাত যত—
জীবনদীপনাও ম্রিয়ল সেখানে তত;
ঈশ্বরই পরম আচার্য্য,
বৈধী আচরণের ভিতর-দিয়েই
তিনি বোধিচক্ষুতে পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠেন,
তিনিই জীবন;
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায় এই জীবনচর্য্যাই
ধর্ম্মানুশীলন,
তিনি সবারই ধৃতি। ২৯৮।

বাস্তব যা'
তা'র সংহতিকে
বিনায়িত ক'রে জানাই বিজ্ঞান। ২৯৯।

বোধদীপ্ত ঊর্জ্জনা-অনুক্রমণ যেখানে,—
জ্ঞানও সেখানে
তাৎপর্য্য নিয়ে সম্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে
মানুষের কাছে—
দূরদৃষ্টির সুপরিক্রমী তাৎপর্য্য নিয়ে। ৩০০।

লেখ, পড়, কর,
লেখাপড়া শেখ,
লেখাপড়া শিখতে
যা' যেমন পার—তা' কর,
কিন্তু বাস্তবতাকে যেন ভুলো' না;
ঐ দর্শনের ভিতর-দিয়ে যা' পাও

তা'র বোধ ও দর্শনই হ'চ্ছে—
বাস্তব জ্ঞান-গৌরব,
পাণ্ডিত্যের প্রশস্তি ঐখানেই জেনো। ৩০১।

তুমি যত যে-বিদ্যাই শিক্ষা কর না কেন,
যত কঠোর অনুশীলনী অনুচর্য্যায়
তা'কে আয়ত্তে আন না কেন—
তা' যদি বৈশিষ্ট্যপালী অস্তিবৃদ্ধির
সর্ব্বসঙ্গত অনুপোষণী না হয়—
বাস্তব বিনায়নায়,
কিংবা সত্তার
অসৎ-নিরোধী তৎপরতার প্রস্তুতিকে
পরিপুষ্ট ক'রে না তোলে বিহিতভাবে,
এমনতর যোগ্যতায়
অভিদীপ্ত না ক'রে তোলে তোমাকে—
তোমার ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে,
চরিত্রকে তদ্‌বিভাবিকিরণী ক'রে—
এমন-কি, তা' যদি শুধুমাত্র
তোমার উপার্জ্জনের হাতিয়ার হ'য়ে থাকে—
ব্যক্তিত্বকে ঐ অমনতরভাবে
সংগঠিত না ক'রে,—তা' কিন্তু ব্যর্থ;
তুমি যা' উপার্জ্জন করেছ,
তা'তে তোমার
বা তোমার পারিবেশিক সত্তার উৎক্রমণী উদগতি—
কিছুই কিন্তু হ'য়ে ওঠেনি,
একটা আহাম্মকী পরিবেদনার
ভারাক্রান্ত অর্ব্বুদের মতনই

ঐ ব্যক্তিত্ব তোমার,
তোমার গৌরবের কিছুই নয়কো তা';
বিদ্যা যদি বোধিমর্ম্মে বিনায়িত হ'য়ে
ব্যক্তিত্বকে অন্বিত ক'রে না তোলে,—
তা' কিন্তু বিদ্যাই নয়কো;
ঈশ্বরই বোধদীপনা,
ঈশ্বরই বোধিসত্ত্ব,
ঈশ্বরই সত্তার আত্মিক সম্বেগ,
বিদ্যা অন্বিত হ'য়ে
ঈশ্বরেই সার্থক হ'য়ে ওঠে। ৩০২।

বোধ ও দূরদৃষ্টি তোমার
দূরবীক্ষণী হোক,
সুধীদীপ্ত তৎপরতায়
তুমি সেগুলিকে বিনায়িত ক'রে
লোককল্যাণে নিয়োগ কর;
আর, এর একমাত্র গোড়াই হ'চ্ছে
অনন্য অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠা,
যে নিষ্ঠা-নিয়মনে
নিকট ও দূরবীক্ষণী-তাৎপর্য্য নিয়ে
তোমার বোধ গজিয়ে ওঠে—
সার্থকতার সমৃদ্ধিতে;
বোধবিদ্যা তো তাই-ই। ৩০৩।

দয়ালের কাছে আমার একান্ত প্রার্থনা—

তোমাদের সত্তায়

অস্খলিতভাবে

স্বস্তি বসবাস করুক,

অন্তঃকরণে

তৃপ্তি বসবাস করুক,

বাহুতে

অস্খলিতভাবে

শক্তি বসবাস করুক,

আর, মস্তিষ্কে বসবাস করুক

বোধবিনায়িত ধী—

যা' দিয়ে

দুনিয়ার প্রতিপ্রত্যেকটিকে

সে সহস্র চক্ষু নিয়ে

দূরদৃষ্টিতে

সৎ-অসৎ-বিবেচনায়

ঐ ধীবিনায়িত দ্যুতিবোধনায়

দেখতে পারে,

বিনায়িত করতে পারে,

উপলব্ধি করতে পারে;

আর, সবাই

সব যা-কিছু জানুক

অমৃতের পথ অনুসরণ ক'রে,

নীরোগ, নিরাপদ

ও চিরায়ু হওয়ার দিকেই এগোতে থাকুক—

অনুশীলনদক্ষ কৃতিতপা হ'য়ে।

সূচীপত্র

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

পক্ষে।

৯৮। আচার্য্য অনুগতি বাদ দিয়ে মনগড়া চলনে চ'ললে শিক্ষা হবে না।

৯৯। ইষ্ট বা শিক্ষক-নিদেশ লাগোয়াভাবে পরিপালন করাই যোগ্যতায় বিজ্ঞ হওয়ার তুক।

১০০। যে-কোন বিদ্যা আয়ত্ত ক'রতে গেলে।

১০১। আচার্য্য-অনুসরণে প্রজ্ঞার বিকাশ।

১০২। শিক্ষা অজ্ঞাতসারে সম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠে কোথায়?

১০৩। সশ্রদ্ধ সেবানুচর্য্যায় শিক্ষকে আপ্রাণ হ'য়ে ওঠ, তোমার শিক্ষা সহজ হবে।

১০৪। কোন বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়ার তুক।

১০৫। কূট-প্রশ্নের সমাধানে।

১০৬। শিশুদের শিক্ষা-দানের রীতি।

১০৭। বহুমুখী সুপ্রবৃত্তিগুলির বিনায়নের উপযোগিতা।

১০৮। অসমঞ্জসা বোধের পরিণাম।

১০৯। বিজ্ঞতা বেকুব কোথায়?

১১০। ধৃতি ও বুদ্ধির মাপকাঠি।

১১১। ধারণা-রঙিল না হ'য়ে ধারণাবিদ্ হও।

১১২। বাস্তব ধারণা ও সুসঙ্গত বোধির উন্মেষ।

১১৩। বিদ্বান ও জ্ঞান।

১১৪। শব্দের অর্থকে বিকৃত ক'রো না।

১১৫। শব্দ, স্বর ও বাক্।

১১৬। বাণীর মূর্ত্তনা।

১১৭। ভাষার বিন্যাস।

১১৮। বাক্-স্রোতস্বতী।

১১৯। বাক্-আরাধনা।

১২০। বহু ভাষাবিদ্ হওয়ার লাভ।

১২১। ভাষা-শিক্ষণে।

১২২। ধাতু, উপসর্গ ও প্রত্যয়।

১২৩। ভাষা ও শব্দের তাৎপর্য্য বিকৃত ক'রলে।

১২৪। অস্তিত্ব-রক্ষণায় সুরগ্রাম।

১২৫। রাগ ও রাগিণী।

১২৬। শব্দানুগ বিষয় বা বস্তুর অনুধ্যায়িতা যেন সত্তাসম্বর্দ্ধনী হয়।

১২৭। শব্দের বিহিত প্রয়োগ।

১২৮। শিক্ষার মূলমন্ত্র।

১২৯। তোমার অনুধায়ন বস্তুর বাস্তব মূর্ত্তির আভাস হ'য়ে উঠুক।

১৩০। শিক্ষার উন্মেষ ও সম্বর্দ্ধনা।

১৩১। নিরর্থক তাৎপর্য্য-অনুধাবন।

১৩২। ভূয়োদর্শন ও বোধি।

১৩৩। নিরাবিল জ্ঞান।

১৩৪। মর্ম্ম উদ্ঘাটন ক'রে সব-কিছু দেখ, শোন।

১৩৫। অলৌকিকতার আশ্রয় নিও না।

১৩৬। বাস্তব প্রত্যয়ে এলেই সম্ভাব্যতাকে স্বীকার ক'রো।

১৩৭। মঙ্গল-অভিদীপ্ত মিথ্যা।

১৩৮। ভুলের জিদ্ সাত্বত জিদ নয়।

১৩৯। মস্তিষ্কের ধৃতিবেদনা পরিষ্কার হবে কিসে?

১৪০। কল্পনাপ্রবণ বিদ্যাভিমানীর চেয়ে নিরক্ষর বাস্তববাদী শ্রেয়।

১৪১। বিভিন্ন বিষয় অধিগত করার তাৎপর্য্য।

১৪২। শিক্ষার বাস্তব বিহিত সোপান।

১৪৩। না জেনে জানার দাবী ক'রলে।

১৪৪। বোধের পরম প্রসূতি।

১৪৫। শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উৎসেচনা।

১৪৬। নবীন উদ্ভাবক হওয়ার পথ।

১৪৭। প্রকৃতির আশীর্ব্বাদ ও অভিশাপ।

১৪৮। ব্যাপার বা বিষয়ের অনুধাবনের পন্থা।

১৪৯। বাস্তবতার অভিসারে জানাগুলিকে সঙ্গতিশীল ক'রে তোল।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

১৫০। পত্র, পুস্তক বা বিজ্ঞাপন পেলে আলোচনী ভঙ্গীতে তা'র সবখানিই প'ড়ো।
১৫১। বই-পড়া পাণ্ডিত্য।
১৫২। পড়ার সঙ্গে করা না থাকলে তা' প্রাণহীন।
১৫৩। সিদ্ধকাম হ'তে গেলে।
১৫৪। প্রাজ্ঞ জীবনের প্রথম গতি।
১৫৫। সতী বোধনা।
১৫৬। ভাবালু ধৃতি।
১৫৭। ব্যবহারে ফুটন্ত না হ'লে বোধ বিলাস মাত্র।
১৫৮। বাস্তব বোধ।
১৫৯। মানুষ প্রশ্নশূন্য হয় কখন?
১৬০। অবসাদগ্রস্ত বিদ্যাবত্তা।
১৬১। বোধি কাকে বলে?
১৬২। বোধিপ্রাণতা ও বিদ্যা জৈবীসংস্থিতির অনুগামী।
১৬৩। শিক্ষায় জৈবী সংস্থিতির স্থান।
১৬৪। শিক্ষায় ভাবের স্থান।
১৬৫। পাণ্ডিত্য কোথায়?
১৬৬। অভ্যাসের সাথে বোধকে যদি জাগ্রত না কর।
১৬৭। শিক্ষার সার্থকতা ও বিভ্রান্তি।
১৬৮। বিদ্যা যেখানে শ্রদ্ধাহীন, ব্যক্তিত্ব সেখানে ছন্ন।
১৬৯। শিক্ষায় শ্রদ্ধা।
১৭০। শ্রেয়ভাব ব্যক্তিত্বে বিকশিত না হ'লে দুনিয়াকে দীপ্ত ক'রতে পারে না।
১৭১। বিদ্যাবত্তার মূর্ত্তনা।
১৭২। বাস্তব বোধের অভাবে।
১৭৩। প্রাজ্ঞতা-লাভে চারটি নিশ্চয়তা।
১৭৪। বিদ্যা মানুষকে ভারবাহী বলদের মত করে কখন?

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

১৭৫। শিক্ষা কী?
১৭৬। শিক্ষা মানে কী?
১৭৭। শিক্ষার মূল ভিত্তি।
১৭৮। শিক্ষার ভূমি।
১৭৯। বিদ্যার্জ্জনে চরিত্র।
১৮০। তোমার বোধ কতখানি বাস্তববিন্যস্ত তা'র প্রমাণ।
১৮১। সুকেন্দ্রিক সশ্রদ্ধ ওজঃ-সম্বেগ শিক্ষাকে উচ্ছল ক'রে তোলে।
১৮২। শিক্ষার প্রাথমিক চলৎশীল সম্বেগ।
১৮৩। জ্ঞান করায় ফুটে না উঠলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় না।
১৮৪। বিদ্বান ও শিক্ষিত।
১৮৫। বিদ্যা-অর্জ্জনে।
১৮৬। ধর্ম্মশিক্ষার অর্থ।
১৮৭। শুধু বই প'ড়ে বিদ্বান হওয়া যায় না।
১৮৮। শিক্ষায় আচার্য্যত্বের বিকাশ।
১৮৯। পৌরুষপূর্ণ শক্তিহীন পাণ্ডিত্য।
১৯০। শিক্ষা ও জ্ঞানের যবনিকা কোথায়?
১৯১। বিনয়হীন বিদ্যা।
১৯২। যে-শিক্ষা চরিত্রকে সুনিষ্ঠ অচ্যুত অনুরাগদীপ্ত করে না, তা' মর্ম্মঘাতী।
১৯৩। অন্বিত-বোধহারা শিক্ষা ব্যর্থতারই সুহৃদ।
১৯৪। শিক্ষা অনেক থাকলেও বিদ্যাবত্তা নেই—তা'র পরিচয়।
১৯৫। ছাত্রের প্রকৃত-পরিচর্য্যায়, ব্যাপার বা বিষয়ে তা'কে আগ্রহশীল ক'রে তোলাই শিক্ষকতার মূল সংজ্ঞা।
১৯৬। স্বীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্যে তাৎপর্য্যহারা শিক্ষা অল্পদৃষ্টিসম্পন্ন।
১৯৭। তোমার জানা, বোঝা ও করাকে বাড়াও।
১৯৮। ব্যক্তিত্বে গুণের স্থান।
১৯৯। বিশেষজ্ঞ হবে কখন?

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

* * * * * * * * * * * * *

প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী

প্রথম পঙ্‌ক্তি	বাণী-সংখ্যা
কল্যাণনিষ্ঠ অর্থাৎ ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়ে	২৬
কা'র উপলক্ষে বা কোন্ উপলক্ষে	৬২
কা'রও সঙ্গ লাভ করা মানেই হ'চ্ছে	২৮২
কা'র সাথে কিসের সংযোগে	১৫৪
কিছুকে কোন আখ্যায়িকায় আখ্যাত ক'রতে হ'লে	২৩৬
কী-জাতীয় চিন্তা ও চলনের পরিপ্রেক্ষায়	১৩৯
কী অবস্থায় কী হ'তে পারে	৮৬
কূট প্রশ্ন ও কুটিল সমস্যা	১০৫
কোন তথ্যের তত্ত্ব-বিন্যাসগুলিকে	৪২
কোন বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতাকে	১৬১
কোন বিষয়ে কে কী বলে	৬০
গণিতশাস্ত্রকে ভিত্তি ক'রে	১৪২
চিত্তে চিন্তা যদি কর্ম্মকুশল হয়	৫৯
জন্মগত জৈবী-সংস্থিতি যেমনতর সুষ্ঠু ও পুষ্ট	১৬৩
জন্মগত সংস্কারে যাঁদের বোধানুধ্যায়িতা আছে	২৮৯
জান, কিন্তু তা'র বিহিত প্রয়োগ ক'রতে পার না	৫৫
জানতে যদি চাও	৩৬
জান না, মনে থাকে না	৫৬
জান যদি প্রয়োগ কর	৫৪
জানা যতই তোমাতে জীয়ন্ত	৩৩
জানার অহমিকা যা'র যেমন	১৯০
জানার সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে বেদ	২৯১
জীবন-যাপনের পক্ষে প্রাত্যহিক ও প্রায়শঃ প্রয়োজনীয় যা'—	৮৩
জীবনের যৌথ-সন্দীপনী বীচি-বীথিকার	২৪৪
জীয়ন্ত বেদপুরুষের প্রতি যা'র	২৯৫
জৈব-সংস্থিতি যেখানে সুষ্ঠু	১৬২
জ্ঞানই বল আর বোধই বল	২৭৫
জ্ঞানই বল, বিজ্ঞানই বল	২২
জ্ঞান যেমন গুণে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে	২৬৫
টীকা যদি কর	২৩৫

শিক্ষা-বিধায়না

প্রথম পঙ্‌ক্তি	বাণী-সংখ্যা
প্রত্যেকটি মানুষ তা' সে লেখাপড়া জানুক বা নাই জানুক	২৯৮
প্রাজ্ঞই যদি হ'তে চাও	২৬২
প্রাজ্ঞকে অনুসরণ কর	২৪৯
প্রীতি যেখানে থাকে	১২৫
প্রেয়ের অভিপ্রায়-অনুসারী শুভসন্ধিৎসু অকাট্য চলন	১০২
বস্তু, বিষয় বা ব্যাপারের ভূয়োবীক্ষণে	১৩২
বস্তুর যান্ত্রিক প্রকৃতিকে জেনে	৫২
বাগ্‌বিদ্বেষী হ'য়ো না	১১৯
বাস্তব অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে	১৭২
বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষায় বোধ কর	২৯২
বাস্তব বোধ যা'র নাই	১১৩
বাস্তব যা' তা'র সংহতিকে	২৯৯
বাস্তবে ভাবতে শেখা	১১২
বিচ্ছিন্ন অকিঞ্চিৎকর অসম্বদ্ধ জ্ঞান	২৭৪
বিদ্যা আছে, বিনয় নাই	৩৪
বিদ্যাকে জেনো তা'র প্রকৃতি দেখে	৮৪
বিদ্যা যেখানে প্রকৃতিগত হ'য়ে	১৬৫
বিদ্যা যেখানে শ্রদ্ধাতর্পিত নয়	১৬৮
বিদ্যার্থীর রীতি এমনই	৯৫
বিদ্যালয়ের শিক্ষক যিনি	২২৮
বিদ্যা শুধু লেখাপড়ায় হয় না	১৮৭
বিষয় বা ব্যাপারের সান্নিধ্য ও সংস্রব-সংস্পর্শে	২৪২
বিষয়, ব্যাপার ও বস্তুর সহিত	১৩৩
বিষয়ান্তর অবধায়িতার ভিতর-দিয়ে	৭৬
বিহিতভাবে অল্প জানাও ভাল	৪০
বুঝমান হও, বোধবান হও	১৯৭
বুঝ যেখানে কর্ম্মে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে	২৫৪
বেদ প'ড়লেই বেদজ্ঞ হওয়া যায় না	২৯৭
বেদপাঠ মানেই বেদ-অধ্যয়ন	২৯৬
বৈদ্য যদি পুরোহিত-চরিত্র না হয়	২৩১
বৈশিষ্ট্য দেখে বিশেষের ভাবকে অনুধাবন কর	৯০
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়ার্থপরায়ণ	২৮

বর্ণানুক্রমিক শব্দার্থ সূচী

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

১। অতিশায়নী—৪৮=ঝোঁকযুক্ত।

২। অতিশায়িনী—২৮৭=তন্মুখী ঝোঁক আছে যা'তে।

৩। অধিগমনী—১৮১=অধিগত (আয়ত্ত) করায় যা'।

৪। অধিভূত—২৪=ধারণপোষণের অন্তর্ভূক্ত।

৫। অধিষ্ঠিতি—৪৯
৬। অধিস্থিতি—১২৮ } =অধিষ্ঠান, আশ্রয়।

৭। অধ্যর্থী—২০১=অধ্যয়ন-অর্থী।

৮। অননুচর্য্যী—২৮=অনুচর্য্যাবিহীন।

৯। অনুক্রম—১৩৫=অনুসরণপূর্ব্বক চলন।

১০। অনুক্রিয়—২২৭=সদৃশভাবে ক্রিয়াশীল।

১১। অনুক্রিয়তা—২২২=অনুসরণপূর্ব্বক ক'রে চলা।

১২। অনুতপনা—২৬=অনুসরণপূর্ব্বক যে তপস্যা।

১৩। অনুধায়না—৪৪=অনুধাবন ক'রে চলা।

১৪। অনুধায়নী—১২৯=অনুধাবনপূর্ব্বক চলন আছে যা'র মধ্যে।

১৫। অনুধায়িতা—২৯০=অনুসরণপূর্ব্বক চলন।

১৬। অনুধায়িনী—২১১=পশ্চাদ্-অনুসরণযুক্ত।

১৭। অনুধ্যায়িতা—১২৬=অনুচিন্তনযুক্ত চলন।

১৮। অনুধ্যায়ী—২৯=অনুধ্যানযুক্ত।

১৯। অনুনয়ন—৮৮=কোন-কিছুর দিকে নিয়ে যাওয়া।

২০। অনুনয়নী—৪৬
২১। অনুনয়ী—১০৭ } =কোন বিশেষ আদর্শের পথে নিয়ে যায় যা'।

২২। অনুপ্রাণিত—৪৬=প্রাণবন্ত।

২৩। অনুবর্ত্তন—১০৩=পালন।

২৪। অনুবেদনা—৬৪=অনুসরণের ভিতর-দিয়ে জাত জ্ঞান।

২৫। অনুবেদনী—২২৬=অনুসরণী প্রজ্ঞা-যুক্ত।

২৬। অনুভাবনী তৎপরতা—২৮৯=অনুসরণপূর্ব্বক হ'য়ে ওঠার তৎপরতা।

২৭। অনুশীলনা—২১=নিত্য আচরণীয় কর্ম্ম।

২৮। অন্তরাস—৪৮=আগ্রহ, interest.

২৯। অন্বিত-অনুস্রবা—১৬৬=যুক্তিপ্রসূ।

৩০। অপসজ্জা—৬=অপকৃষ্ট সাজ।

৩১। অবধায়িতা—৭৬=অবধারণ করানোর ক্রিয়া।

৩২। অভিদীপনা—৬৩=কোন-কিছুর অভিমুখে দীপ্ত ক'রে তোলা।

৩৩। অভিধায়না—৩২=অভিমুখী চলন।

৩৪। অভিসারিণী—২০৪=কোন-কিছুর অভিমুখে চলৎশীল।

৩৫। অর্থনা—২২=অর্থসমন্বিত চলন, Meaningful go.

৩৬। অর্থভাবনা—২৯০=চলন-অনুপাতিক হ'য়ে ওঠা।

৩৭। অলল—১৩৩=অনির্দ্দিষ্ট, বাঁধনহারা।

৩৮। অস্মিতা—৩৩=অহমিকা।

৩৯। অহমিকা-সঞ্জনা—১৪৩=অহমিকার উপরে আসক্তি।

৪০। আকৃত—৩৯=আকৃতিযুক্ত, অতিশয় আগ্রহ-সমন্বিত।

৪১। আতজালা—২৮৮=আত্মজ্বালা-শব্দের চলিত প্রয়োগ।

৪২। আপালনী—২২=সর্ব্বতোভাবে পালনকারী।

৪৩। আপোষণী—২১=সম্যক-পোষণকারিণী।

৪৪। আবৃত্তি—৭৪=(কোন বিষয়ে) সম্যক বর্ত্তমান থেকে চলা।

৪৫। আমান—১৫৩=আপাদমস্তক সবটুকু, From top to toe.

৪৬। আয়তনী—৪৫=আয়তন বা বিস্তার-যুক্ত।

৪৭। আরাধনী—২৬১=সম্যক-নিষ্পাদনী চলন-যুক্ত।

৪৮। আরো—২৩=অধিকতর, অনেক বেশী।

৪৯। ঈশী-সম্বেগ—৯১=ঈশ্বরের সম্বেগ।

৫০। উৎকর্ষণা—২৬=উন্নতিমুখী চলন।

৫১। উৎক্রমণ—২৩২ } =উন্নতি-অভিমুখী গতি।

৫২। উৎক্রমণা—৬৪ }

৫৩। উৎসর্জ্জনা (নম্বরহীন প্রথম বাণী)—উন্নতিকে সৃষ্টি করার কাজ।

৫৪। উৎসারণা—৮=বর্দ্ধনমুখর চলন।

৫৫। উৎসারণী—৮=বিকাশমুখী।

৫৬। উৎসেচনা—১৪৫=ঊর্দ্ধাভিমুখী চালনা।

৫৭। উদ্‌গময়ক—১৭৮=উদ্‌গত ক'রে তোলে যা'।

৫৮। উদ্বর্ত্তনা—২২৭=উন্নতির পথে চলতে থাকা।

৫৯। উদ্বর্দ্ধনা—৯১=বিস্তারের পথে বেড়ে চলা।

৬০। উদ্বর্দ্ধনী—২৩=উন্নতির পথে বেড়ে চলে যা'।

৬১। উদ্বেলনা—১০৭=উদ্বেল ক'রে তোলা।

৬২। উদ্বেলনী—২৩০=উদ্বেল ক'রে তোলে যা'।

৬৩। উদ্যম-পরিস্রবা—১৮৯=উদ্যম উদ্ভূত হয় যা'তে।

৬৪। উপসেবনা—৩৪=সামর্থ্যযুক্ত সেবা।

৬৫। উপাংশ-অন্বিত-উপাদান—১২৮=সূক্ষ্মকণা বা অণুকণার দ্বারা গঠিত উপাদান।

৬৬। উপাদান-সামান্য—৯৩=যে উপাদান সর্ব্বত্র সমানভাবে অবস্থিত, Common factor.

৬৭। উর্ব্বাপিত—২৩৪=সুবিস্তৃত ও প্রচণ্ড, Extensive, excessive.

৬৮। ঊর্জ্জনা—৩০=পরাক্রমী জীবনসম্বেগ।

৬৯। এৎফাঁক—২০১=কৌশল।

৭০। ওজঃসম্বেগ—১৮১=তেজীয়ান আকৃতি।

৭১। ওরফ-দোস্ত—১৫২=ছদ্ম বন্ধু।

৭২। কুশলকৌশলী—২৮=মঙ্গলকরভাবে কর্ম্মনিপুণ।

৭৩। কৃতি-হৃদয়—২১৯=করার আকূতিতে ভরা প্রাণ।

৭৪। কেন্দ্রায়ণী—১৩২=কেন্দ্রের দিকে নিয়ে যায় যা'।

৭৫। কেন্দ্রায়িত উদ্দ্যোতন সংজ্ঞা—৯২=সুকেন্দ্রিক উৎসাহ-জাগানো উদ্দীপনী বিষয়, Concentric exalting igniting point.

৭৬। ক্রম-বেষ্টনা—১৪১=ক্রমশঃ বেষ্টিতকরণ।

৭৭। ক্রান্তি—২৯=অগ্রগতি।

৭৮। খননা—৪৪=খনন করা, অর্থাৎ গভীরভাবে ভিতরে প্রবেশ করা।

৭৯। খরচলনে—১২৮=তীব্র অথচ তীক্ষ্ণ গতিতে।

৮০। গবেষণাদীক্ষু—১৯৬=গবেষণায় দক্ষ হ'য়ে উঠতে ইচ্ছুক।

৮১। গবেষণী—১৪১=গবেষণা-সমন্বিত।

৮২। চিন্তনী—৮৬=বাস্তব চিন্তা আছে যা'র মধ্যে।

৮৩। জৈব-সংস্থিতি—১৬২
৮৪। জৈবী-সংস্থিতি—১৬৩ } =জীবদেহের গঠন, Biological make-up.

৮৫। ঝুনওয়ালা—১০২=স্পন্দনসমন্বিত, অনুরণনযুক্ত।

৮৬। তড়িৎ-দীপনা—৪৮=দ্রুতগতি।

৮৭। তৎ-সংক্রিয়—১১৫=সেই বিষয়ে সম্যক ক্রিয়াশীল।

৮৮। তর্পণা—২২৯=তৃপ্ত ক'রে তোলার ক্রিয়া।

৮৯। তালিমী—২২৯=তালিমপ্রাপ্ত, শিক্ষিত।

৯০। তৃপণ-দীপনা—২৬৩=প্রীতিকর কর্ম্মের প্রকাশ।

৯১। দর্শন-দীপনী—১১৯=দর্শন ও জ্ঞানকে দীপ্ত ক'রে তোলে যা'।

৯২। দীপনা—১০০=দীপ্তি, উজ্জ্বলতা।

৯৩। দ্যোতনা—২৮৩=দ্যুতি, প্রকাশ।

৯৪। ধী-দীক্ষু—২৯৪=বোধ ও মেধাতে দক্ষ হ'য়ে উঠতে প্রয়াসশীল।

৯৫। ধী-দীপনী—১৪২=বোধ ও মেধাকে দীপ্ত ক'রে তোলে যা'।
৯৬। ধৃতি-বেদনা—১৩৯=ধারণপোষণের জ্ঞান।
৯৭। নন্দনা—৪৮=আনন্দকর চলন।
৯৮। নিয়মনা—৫০=নিয়ন্ত্রিত বিন্যাস।
৯৯। ন্যায়ী—১০০=ন্যায় আছে যা'র মধ্যে।
১০০। পণ্ডামী—১৯৫=বিজ্ঞতার ভড়ং।
১০১। পরাবর্ত্তনী—১৯৯=পরবর্ত্তীতে আবর্ত্তিত হ'তে হ'তে চলে যা'।
১০২। পরিচলন—২৪১=চলনা।
১০৩। পরিণয়নী—২৭২=পরিণত ক'রে তোলে যা'।
১০৪। পরিপ্রেক্ষা—৬৩=বিচারমূলক চিন্তা ও দর্শন।
১০৫। পরিবিধান—২০৮=সম্যক সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা।
১০৬। পরিবীক্ষণা—৯৩=সম্পূর্ণ এবং সমীচীন দর্শন।
১০৭। পরিবেক্ষণা—২৬৯=সর্ব্বতোভাবে দেখা।
১০৮। পরিবেদনা—২২৭=সম্যকভাবে জ্ঞাত করানোর ক্রিয়া।
১০৯। পরিশোধনা—২২৯=বিশেষভাবে শুদ্ধ ক'রে তোলা।
১১০। পারিজাত—৬৩=পারগতা থেকে জাত।
১১১। প্রণীত-প্রদীপনা—৩২=প্রকৃষ্টতার পথে নিয়ে চলে যে প্রদীপ্তি।
১১২। প্রযোজনা—২৭৩=প্রকৃষ্টরূপে যুক্ত থাকার ক্রিয়া।
১১৩। প্রাজ্ঞ-পরিস্রবা—২৬১=প্রাজ্ঞতা ক্ষরিত হয় যেখান থেকে।
১১৪। প্রোদ্যোক্তা—২২০=বিশেষ উদ্যোগী পুরুষ।
১১৫। বন্দেজ—২৩০=ব্যবস্থা।
১১৬। বানপ্রসূ—১২৫=বিস্তারপ্রসূ।
১১৭। বাস্তব-দর্শিতা—১৪০=প্রকৃত তথ্যকে বাস্তবভাবে জানা।
১১৮। বিচরণ—২২১=বিহিত চলন।
১১৯। বিচারণা—২৫৬=বিচার-ক্রিয়া।
১২০। বিজৃম্ভণা—১১৯=বিকাশ।
১২১। বিদ্যাবিভবী—২৩০=বিদ্যার বিভব (ঐশ্বর্য্য) আছে যা'র মধ্যে।
১২২। বিধায়না—৬৪=বিহিত ধারণপোষণের পথ।
১২৩। বিনায়ন—৬৪ }
১২৪। বিনায়না—৪৮ } =বিহিত পথে নিয়ন্ত্রণ।
১২৫। বিবর্ত্তনা—১৭৮=বিবর্ত্তিত হ'য়ে ওঠার চলন।
১২৬। বিভব-কুশল—৬৪=বিশেষ প্রকারে হওয়ার পথে পটু।
১২৭। বিভাবনা—১৩৫=বিশেষ হওন-ক্রিয়া।

১২৮। বিভাবিত—১১৭=বিশেষভাবে হ'য়ে উঠেছে যা'।

১২৯। বিশাসিত—২৯৫=সুনিয়ন্ত্রিত।

১৩০। বিশ্লেষণা—১৫৩=বিশ্লেষণ-অর্থে।

১৩১। বিষ্ণুবিভব—২৯৭=বিস্তারের ঐশ্বর্য্য।

১৩২। বিষ্ণুবিভা—১২৫=ব্যাপ্ত বিভা।

১৩৩। বিস্তারণা—১০১=বিস্তৃত হওন।

১৩৪। বিস্ফারিণী—১১৯=বিকাশমুখী।

১৩৫। বীক্ষণ—১৪১ } =বিশেষ দর্শন।
১৩৬। বীক্ষণা—৮৬ }

১৩৭। বোধনা—২৯=বোধের জাগরণ।

১৩৮। বোধবীক্ষণী—৯৩=বোধদৃষ্টিসম্পন্ন।

১৩৯। বোধ-বেদনা—২৭=বোধসঞ্জাত জ্ঞান।

১৪০। বোধ-বিভূতি—৬৪=বোধের বিশেষ মূর্ত্তি-পরিগ্রহণ।

১৪১। বোধায়নী—২৩=বোধের পথে নিয়ে চলে যা'।

১৪২। বোধায়িত—১৭৪=বোধপ্রাপ্ত।

১৪৩। বোধিসত্ত্ব—২৬=বোধবিনায়িত ব্যক্তিত্ব।

১৪৪। ব্যতিক্রম-বিভাবিত—২৩০=ব্যতিক্রমপ্রাপ্ত।

১৪৫। ব্যাপন—২৭১ } =ব্যাপ্তি।
১৪৬। ব্যাপনা—৪৫ }

১৪৭। ব্যাপন-তাৎপর্য্য—২৯৭=ব্যাপ্ত হ'য়ে ওঠার তৎপরতা।

১৪৮। ব্যাপৃতি—২৯৪=(কর্ম্মে) ব্যাপৃত বা নিযুক্ত থাকা।

১৪৯। ব্যাপৃতি-বিলেখনা—১২৮=চিন্তা ও কর্ম্মের গতিসমূহ মস্তিষ্কে অঙ্কিত রাখা।

১৫০। ভাবদীপনী—২৪৬=ভাব বা হওয়াকে দীপ্ত ক'রে তোলে যা'।

১৫১। ভাববৃত্তি—১৫২=হয়ে ওঠার উদ্যমী সম্বেগ।

১৫২। ভাবানুকম্পী—১১৬=অপরের ভাব-অনুযায়ী অনুরণন আছে যা'র মধ্যে।

১৫৩। মরকোচী—৫৩=মরকোচ অর্থাৎ কৌশল-যুক্ত।

১৫৪। মূর্ত্তনা—৪২=মূর্ত্ত ক'রে তোলা।

১৫৫। ম্রিয়ল—২৯৮=মরণপন্থী।

১৫৬। যন্ত্রণবিদ্যা—৫২=যন্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান, Machinary knowledge.

১৫৭। যান্ত্রিকতা—১৯৯=প্রাণহীন যন্ত্রের ক্রিয়া, Machine-like

১৫৮। যুক্তিযোজনা—১৩৪=যুক্তির সম্মিলন।

১৫৯। লওয়াজিমা—২৯৮=উপকরণ।

১৬০। লোক-অনুধায়নী—২৩০=মানুষের প্রয়োজন অনুধাবন ক'রে তা'দিগকে বিহিতভাবে ধারণ-পোষণ করে যা'।

১৬১। শালিন্য—১০৭=নীতিবোধ, স্বভাব।

১৬২। শিখা-সন্দীপনা—১৪২=জ্বলন্ত প্রেরণা।

১৬৩। শিষ্ট-সম্বোধী—২৩০=শিষ্ট সমীচীন বোধ-যুক্ত।

১৬৪। শীলন-শালিনী-সঙ্গতি—২০৫=অভ্যাস ও অনুশীলনকে বিদীপ্ত ক'রে তোলে যে-সঙ্গতি।

১৬৫। শীলন-শাসন—২০৫=অভ্যাস ও ধারণার অনুশাসন।

১৬৬। শ্রমপ্রিয়—২৭=পরিশ্রম যা'র কাছে প্রিয়।

১৬৭। সংঘাত-সংযোজনী তাৎপর্য্য—১১৭=বিভিন্ন সংঘাতের ভিতর দিয়ে পরস্পরকে যুক্ত করার তৎপরতা।

১৬৮। সংশ্লেষণা—১৫৩=সংশ্লেষণ-অর্থে; মিলিতকরণ।

১৬৯। সংহিত—১৫=সম্যকপ্রকারে বিধৃত।

১৭০। সংহিতি-শালিন্য—২৯০=সম্যকভাবে এক-এ বিধৃত করার স্বভাব।

১৭১। সখ্য-সন্দীপনী—১২১=বন্ধুত্বকে সম্যকভাবে প্রকাশিত ক'রে তোলে যা'।

১৭২। সঞ্চারণা—২৯৫=সঞ্চারিত করা, Imparting.

১৭৩। সৎ-অভিদীপনী—৫৭=অস্তিত্বের অভিমুখে দীপ্ত ক'রে তোলে যা'।

১৭৪। সন্তর্পণা—৫৬=সম্যকপ্রকারে তৃপ্ত করা।

১৭৫। সন্তর্পিত—২৬১=সম্যকপ্রকারে তৃপ্ত বা তুষ্ট।

১৭৬। সন্দীপনা—৩০=সমীচীন দীপ্তি।

১৭৭। সন্ধিৎক্ষু—৩২=সন্ধানকারী।

১৭৮। সমঞ্জসা—৩২=সামঞ্জস্য-বিধায়ক।

১৭৯। সমাহিতি—২২৭=সম্যক ধারণ-ক্রিয়া।

১৮০। সমীক্ষু—২১৩=সম্যক দর্শন আছে যা'র।

১৮১। সম্বীক্ষণী—২৭=সর্ব্বতোমুখী দর্শন-যুক্ত।

১৮২। সম্বুদ্ধ—২৮৩=সম্যক বোধ-সমন্বিত।

১৮৩। সম্বৃদ্ধ—৩০=সম্যকপ্রকারে বর্দ্ধিত।

১৮৪। সম্বৃদ্ধি(নম্বরহীন প্রথম বাণী)—সর্ব্বতোমুখী বর্দ্ধন।

১৮৫। সম্বেদন—৮০ } =সমীচীন জ্ঞান।
১৮৬। সম্বেদনা—২৭ }

১৮৭। সাঙ্গিক—১৪২=পূর্ণাঙ্গ, সম্পূর্ণ।

১৮৮। সাত্বত (নম্বরহীন প্রথম বাণী)—সত্তাসম্বন্ধীয়, জীবনীয়।

১৮৯। সাম-আহ্বান—২২৫=সাম্যভাবের আহ্বান।

১৯০। সার্থকতার হোম-আশিস্—৬৩=সার্থকতাকে আহ্বান করবার অনুশাসন (commandment)।

১৯১। সুদর্শিতা—২২৬=শুভদর্শন, কল্যাণদৃষ্টি।

১৯২। সুদর্শী—২৬২=সুষ্ঠু দর্শন আছে যা'র।

১৯৩। সুপরিবীক্ষু—২৩=শুভ ও সর্ব্বতোমুখী দর্শন আছে যা'র মধ্যে।

১৯৪। সুবিনায়নী (নম্বরহীন প্রথম বাণী)—বিহিতভাবে কল্যাণের পথে নিয়ে চলে যা'।

১৯৫। সুবিনায়িত—৯=শুভের পথে নিয়ন্ত্রিত।

১৯৬। সুবিবেচী—২৬৪=শুভ বিবেচনা আছে যা'র মধ্যে।

১৯৭। সুবীক্ষণা—১০৪=সুষ্ঠু এবং সমীচীন দর্শন।

১৯৮। সুসংহিত—২৬৪=উন্নতির পথে সম্যকপ্রকারে বিধৃত।

১৯৯। সুসন্ধিক্ষু—২৭=উত্তমভাবে সন্ধান করতে প্রয়াসী।

২০০। সেমনি—৩৯=তেমনি-অর্থে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ প্রয়োগ।

২০১। স্ফোটনা—১১৯=বিকাশ।

২০২। স্মৃতি-ভজন-তাৎপর্য্যে—৭৪=স্মৃতির বিষয়গুলি অনুশীলন ও পর্য্যালোচনা করার তৎপরতায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এই 'শিক্ষা-বিধায়না' গ্রন্থেও শব্দার্থগুলি এই সংস্করণে বেশ কিছু বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। আমরা আশা করি, বাণীগুলির মৌলিক তাৎপর্য্য অবধারণে পাঠকবৃন্দের এতে সহায়তা হবে।

নিবেদক—

শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়